মাসুদ রানা

টেরোরিস্ট

কাজী আনোয়ার হোসেন

এই বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটবর্তী বুকস্টল অথবা হকারের কাছ থেকে আজই সংগ্রহ করবেন। লেখক অথবা প্রকাশনা সংস্থার কোন ক্ষতি হোক, তা আমরা চাই না।

বাংলাপিডিএফ.নেট

এক

পরিসংখ্যানের দিক থেকে হিসেব করতে গেলে জল, স্থল এবং আকাশপথের মধ্যে শেষেরটিই সবচেয়ে নিরাপদ। প্রতি বছর নৌ, রেল ও সড়কপথে যে-পরিমাণ প্রাণহানি ঘটে, তার ভগ্নাংশও ঘটে না আকাশভ্রমণে। তারপরেও বিমানভীতিতে ভোগে অসংখ্য মানুষ। এর কারণ অনুমান করা শক্ত নয়—একটি বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হলে প্রাণহানির সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। সন্ত্রাসী বা দুর্বৃত্তদের জন্যও বিমান অত্যন্ত লোভনীয় একটি টার্গেট, সেটাও ভয়ের কথা।

সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই, যে-কোনও বিমানযাত্রী বা এয়ারলাইন ক্রু-র জন্য সবচেয়ে বড় ভীতির নাম হাইজ্যাকিং। গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে এভিয়েশন যুগের সূচনা থেকেই চলে আসছে এ-ধরনের ঘটনা।

পৃথিবীর যাবতীয় অপরাধের মধ্যে বিমান-ছিনতাইকেই সবচেয়ে গুরুতর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ একটিমাত্র হাইজ্যাকিঙে জিম্মি হয়ে পড়ে অনেক নিরীহ মানুষ, দেখা দেয় তাদের প্রাণ হারানোর আশঙ্কা। সবচেয়ে বড় কথা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এই অপরাধ মোকাবেলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত

অসহায় পরিস্থিতিতে পড়ে। নেয়ার মত পদক্ষেপ থাকে খুব সামান্যই, নিরীহ যাত্রীদের প্রাণহানি না ঘটিয়ে এর অবসান করা কঠিন।

হাইজ্যাকার বা স্যাবোটিয়াররা সাধারণত রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আগ্রহ থেকে পরিচালিত হয়। মানসিকভাবে অসুস্থ লোকও ঘটাতে পারে এই অপরাধ। হাইজ্যাকিঙের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রচারণা এবং কুখ্যাতি অর্জন করে এরা, মুক্তিপণের মাধ্যমে আদায় করতে পারে অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকাপয়সা। ষাট এবং সত্তরের দশকে আরব সন্ত্রাসীরা এ-কারণেই একের পর এক বিমান-ছিনতাইয়ে জড়িয়ে পড়েছিল। তবে ক্রমে ক্রমে বাড়ানো হয়েছে বিমান সংক্রান্ত নিরাপত্তা, কঠিন করে তোলা হয়েছে এ-কাজ। তাই বলে অপরাধটাকে সমূলে উৎপাটন করা গেছে, এমন দাবি কেউ করতে পারবে না। নিত্যনতুন কৌশল খাটিয়ে আজও অব্যাহত রয়েছে বিমান-ছিনতাই।

ইতিহাসে প্রথমবারের মত যখন বিমান-দখলের ঘটনা ঘটে, তখন কমার্শিয়াল ফ্লাইঙের কেবল সূচনা হয়েছে। উনিশশো একত্রিশ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে এর শিকার হন বায়রন রিকার্ডস্ নামে এক বৈমানিক। পেরুর রাজধানী লিমা থেকে টেকঅফ করেছিলেন তিনি, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের শহর আরেকুইপা-র এয়ারফিল্ডে ল্যাণ্ড করামাত্র তাঁর ফোর্ড ট্রাইমোটর বিমানকে ঘিরে ফেলে একদল পেরুভিয়ান বিপ্লবী। ওদের কেউ পাইলট ছিল না, চেয়েছিল তাঁকে দিয়েই বিমান চালিয়ে নিজেদের বিভিন্ন কাজ করিয়ে নিতে। কিন্তু একগুঁয়ের মত ওদের নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানান রিকার্ডস্। টানা দশদিন বন্দি থাকার পর মুক্তি পান তিনি, কারণ বিমানের ব্যবহার ছাড়াই আন্দোলন সফল

হয়েছিল বিপ্লবীদের।

রক্তপাতহীন পরিণতি দিয়ে অপরাধ-জগতের যে-যুগের সূচনা হলো, সেটার প্রকৃতি কিন্তু আর অপরিবর্তিত থাকেনি। পরবর্তী কয়েক দশকে কয়েক হাজার মানুষ মারা গেল বিমান-ছিনতাইয়ের ঘটনায়। মৃত্যুর আরেক নাম হয়ে উঠল যেন ওটা। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিমান-ছিনতাই ঘটল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালে। স্মরণকালের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও রোমহর্ষক সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয় ওই দিন মহা পরাক্রমশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। চার-চারটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদা... আক্রমণ করে নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ার এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সদর দফতর পেন্টাগনে। এ-ঘটনায় ১৯ আত্মঘাতী হাইজ্যাকারের সবাই নিহত হয়। এ ছাড়া বিমানযাত্রী, টুইন টাওয়ার ও এর আশপাশের ভবনের লোকজন মিলিয়ে ২ হাজার ৭৫২ জন প্রাণ হারায়। নিহতদের বেশিরভাগই বেসামরিক ব্যক্তি, নারী ও শিশু। ওই নিহতদের মধ্যে আরও ছিল ৩৪৩ জন দমকল-কর্মী ও ৬০ জন পুলিশ কর্মকর্তা। শুধু তা-ই নয়, উদ্ধার কাজ চালাতে গিয়ে যারা আহত, অসুস্থ এবং বিষক্রিয়ার শিকার হয়েছিল, তাদের মধ্যে ৮৩৬ জন মারা যায় পরবর্তী সময়ে।

নাইন-ইলেভেন নামে পরিচিত এই ঘটনার প্রভাব পড়েছে গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিটি দৃশ্যপটে। বদলে গেছে পৃথিবীর চেহারা, বদলে গেছে মানুষের চালচলন। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে তছনছ হয়ে গেছে মধ্যপ্রাচ্য। ঘটনার প্রায় এক দশক পর আল-কায়েদার প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার মাধ্যমে নাইন-ইলেভেনের

প্রতিশোধ নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

তাই বলে কি থেমে গেছে বিমান-ছিনতাই? না। বরং উগ্র ফ্যানাটিক আর পেশাদার সন্ত্রাসীদের চোখে আরও মর্যাদা বেড়েছে এই অপরাধের। যতদিন আকাশভ্রমণ চলবে, ততদিন বিমান-সন্ত্রাসও সম্ভবত অব্যাহত থাকবে। আশার বাণী একটাই—এ-ধরনের টেরোরিস্টদের ঠেকানোর জন্য উপযুক্ত মানুষ সবসময়েই ছিল... ভবিষ্যতেও থাকবে।

এটা তেমনই এক কাহিনি।

দুই

অপারেটিং চেয়ারে আধশোয়া হয়ে থাকা মানুষটি সুদর্শন। পুরুষালি তীক্ষ্ণ চেহারা, এবং তার সঙ্গে মানানসই সুঠাম দেহটা যেন পাথর কুঁদে তৈরি করা হয়েছে। বয়স বিয়াল্লিশ হলেও দেখায় অন্তত দশ বছর কম। যে-কোনও তরুণীর স্বপ্নপুরুষ বলা যেত অনায়াসে, যদি চোখদুটো ব্যতিক্রম না হতো। নীলচে-সবুজ মণিদুটোর দৃষ্টি আশ্চর্যরকম শীতল, নিষ্প্রাণ ও ক্ষুরধার। এই চোখের দিকে তাকালেই যে-কেউ বুঝতে পারে, স্বপ্নপুরুষ নয়... এ-মানুষটা আসলে মৃত্যুর দূত। হাসতে হাসতে চোখ উপড়ে নিতে পারে, যে-কোন মানুষকে খুন করে ফেলতে পারে

অবলীলায়। সত্যিই তা-ই। ডেমিয়েন কেইন ভয়ঙ্কর একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনি।

মোটাসোটা শরীরের একজন ডাক্তার ঝুঁকে আছে তার উপর। মোলায়েম গলায় বলল, 'চোখ বন্ধ করুন, প্লিজ।'

চোখ মুদল কেইন। হাতে একটা কালো রঙের মার্কার নিয়ে তার মুখের বিভিন্ন অংশে দাগ দিতে শুরু করল ডাক্তার। অপারেশন শুরু করার আগে প্লাস্টিক সার্জনরা এভাবেই ম্যাপিং করে নেয় মুখমণ্ডলের। এসব চিহ্নের উপর নির্ভর করে ছুরি চালানো হবে, অপারেশন শেষে সম্পূর্ণ বদলে যাবে সাবজেক্টের চেহারা।

সময় নিয়ে ম্যাপিং করল ডাক্তার। কাজ শেষে বলল, 'এবার চোখ খুলতে পারেন, মি. কেইন।'

আস্তে আস্তে চোখের পাতা মেলল কেইন। চোখদুটো আগের মতই শীতল ও প্রাণহীন। হাজারটা সার্জারি করেও তা বদলানো যাবে না। তার মুখের কাছে একটা আয়না নিয়ে এল নার্স।

নরম গলায় ডাক্তার বলল, 'শেষবারের মত দেখে নিন, মি. কেইন।'

আয়নায় কালো আঁকিবুঁকিতে ভরা নিজের চেহারা দেখল কেইন। হাসল একটু। চিরচেনা এই মুখ বদলে যাবে কয়েক ঘণ্টা পর, কিন্তু একটুও খারাপ লাগছে না। পাষাণ-হৃদয় মানুষ... নিজের প্রতিও মায়া নেই তার।

'ইটস্ ওকে, ডা. ওয়াইজম্যান,' বলল সে। 'আশা করছি নতুন-আমি আরও আকর্ষণীয় হব।'

'আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট,' শুকনো হাসির সঙ্গে প্রত্যুত্তর দিল ডাক্তার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে নামকরা প্লাস্টিক সার্জনদের একজন ডা. পিটার ওয়াইজম্যান। স্প্যানিশ হাসিয়েন্দা-র ডিজাইনে বানানো তার প্রাইভেট ক্লিনিকটা ফ্লোরিডা প্যালিসেইডস্-এর উঁচু এক ক্লিফের উপর রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা তুলে রেখেছে। ঠিক নীচেই রয়েছে সাগর, চারপাশ ঘিরে রেখেছে বন-বনানী। হঠাৎ দেখায় ক্লিনিক বলে মনে হয় না একদম, বরং মনে হয় কোনও হলিডে রিসোর্ট। যেন-তেন লোকের প্রবেশাধিকার নেই এখানে, সমাজের সবচেয়ে বিত্তবান ব্যক্তিরাই শুধু নিতে পারে ডা. ওয়াইজম্যানের সেবা। ...আর নিতে পারে ক্রিমিনালরা। ওটা সাইড-বিজনেস, অতি সংগোপনে কুখ্যাত অপরাধীদের চেহারা-বদলের কাজে সাহায্য করে ওয়াইজম্যান। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের কেসে স্বাভাবিকের চাইতে তিনগুণ বেশি পারিশ্রমিক নিয়ে থাকে সে।

আজ তেমনই একটা দিন। কিন্তু তাতে বাধা আসতে যাচ্ছে। ডাক্তার যখন পেশেন্টকে নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক তখুনি নিঃশব্দে তিনটে সোয়াট ভ্যান এসে থামল ক্লিনিকের সামনে। সেগুলোর ভিতর থেকে নেমে এল পুরোদস্তুর রণসাজে সজ্জিত একদল লোক। প্রথমেই ঘিরে ফেলল চারপাশ, তারপর ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল ক্লিনিকের মূল ভবনের দিকে।

ভিতরে... অপারেশন রুমে তখন জ্বলে উঠেছে উজ্জ্বল ওভারহেড লাইট। অপারেটিং চেয়ারকে ঘিরে আছে বেশ কয়েকটা তে-পায়া টুল আর টেবিল, সেগুলোয় ফিট করা হয়েছে নানান সাইজের আরও কিছু ফ্লাড লাইট, প্রতিটি লাইট উপর-নীচে বা এপাশ-ওপাশ যেদিকে যখন খুশি ঘোরানো বা সরানো যায়। চেয়ারের ব্যাকরেস্টকে আরেকটু নামিয়ে নিল ডা. ওয়াইজম্যান,

প্রায় শুইয়ে ফেলল কেইনকে। তারপর আড়চোখে তাকাল দেয়ালে ঝোলানো ঘড়ির দিকে। বেলা বারোটা বাজতে দু'মিনিট বাকি। ঘামছে সে, রুমাল বের করে মুছল মুখের অনাবৃত অংশ। ঠিকঠাক করে নিল সার্জিকাল মাস্ক।

'সিডেট দ্য পেশেন্ট,' নার্সের দিকে ফিরে নির্দেশ দিল ডা. ওয়াইজম্যান।

এয়ার-ট্যাঙ্কের ভালভ্ খুলল নার্স, শোনা গেল বাতাসের হিসহিস ধ্বনি। ফেসমাস্কটা পেশেন্টের মুখে পরিয়ে দিতে গেল মেয়েটা, কিন্তু কাছাকাছি যেতেই হাত তুলে তাকে বাধা দিল কেইন।

'এর কোনও প্রয়োজন নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'আমি জেগে থাকতে চাই।'

বিভ্রান্তি ফুটল ডাক্তার আর নার্সের চেহারায়।

'প্রসিডিওরটা সত্যিই অত্যন্ত পেইনফুল, মি. কেইন,' বলল ওয়াইজম্যান। 'চেতনানাশক দিতেই হবে আপনাকে। নইলে ব্যথায়...'

চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল কেইনের। ডাক্তার তার প্রিয় শব্দ উচ্চারণ করেছে—ব্যথা!

'ব্যথা নিয়ে বাঁচতে শিখেছি আমি,' বলল সে। 'সরি, নো সিডেটিভ।'

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়াইজম্যান। অদ্ভুত ব্যাপার... ব্যথাকে আতঙ্ক নয়, যেন আনন্দের সঙ্গে বরণ করতে চাইছে লোকটা। উন্মুখ হয়ে উঠেছে! কোনও সন্দেহ নেই, এই লোক মানসিকভাবে অসুস্থ। যুক্তি দেখিয়ে লাভ হবে না। কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াইজম্যান।

ইশারায় মাস্ক সরিয়ে নিতে বলল।

'ঠিক আছে,' বলল সে। 'লেটস্ প্রসিড।'

দ্বিতীয় একজন নার্স এগিয়ে এল এবার। ট্রলিতে ঠেলে ডাক্তারের হাতের নাগালে নিয়ে এল একগাদা অপারেটিং ইন্সট্রুমেন্ট। ধারালো একটা স্ক্যালপেল তুলে নিল ওয়াইজম্যান, শেষবারের মত তাকাল দেয়ালঘড়ির দিকে। বারোটা বাজতে মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড বাকি।

কাজ শুরু করার জন্য ঝুঁকল সে, স্ক্যালপেলটা নিয়ে যেতে শুরু করল কেইনের মুখের কাছে। হাত অল্প অল্প কাঁপছে। এয়ার-কণ্ডিশণ্ড কামরার ভিতরেও কপাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে ঘামের ধারা। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কেইনের। ডাক্তারের চোখে চোখ রাখল সে, পরমুহূর্তে বুঝে ফেলল—লোকটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে।

জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল কেইন। নিচু গলায় বলল, 'কাজটা ঠিক করেননি আপনি।'

'কী!' চমকে উঠল ওয়াইজম্যান। থেমে গেল হাত।

তার বিস্ময়কে পাত্তা দিল না কেইন। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে খবর দিয়েছেন আপনি? কে আসছে?'

প্রতিবাদ করতে গেল ওয়াইজম্যান, পরমুহূর্তে মত পাল্টাল। বুঝতে পারছে, মিথ্যে বলে লাভ হবে না। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'এফবিআই।' সঙ্গে তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'ক্... কিন্তু আমার কোনও দোষ নেই। আপনার মানি-ট্রেইল ফলো করে আমাকে খুঁজে বের করেছে ওরা। সহযোগিতা না করলে জেলের ভাত খেতে হতো আমাকে...'

'খুব খারাপ,' বলল কেইন। চেহারা হিংস্র হয়ে উঠেছে।

'অন্তত নিজের ডাক্তারের কাছে এটা আশা করিনি আমি।'

খপ্ করে ওয়াইজম্যানের কবজি চেপে ধরল সে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, ডাক্তারের হাত মুচড়ে নিয়ে গেল পিঠের উপর, কেড়ে নিল স্ক্যালপেল। ধারালো ফলাটা ঠেকাল তার কণ্ঠায়।

'মি. কেইন!' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল ওয়াইজম্যান। 'প্লিজ!'

'গুডবাই, ডক্টর!'

এক পোঁচে ওয়াইজম্যানের গলা দু'ফাঁক করে দিল কেইন। ফিনকি দিয়ে বেরুল রক্ত, জবাই করা পশুর মত ঘড়ঘড়ে আওয়াজ করল লোকটা। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল দুই নার্স। আর তখুনি ঝটাং করে অপারেশন রুমের একপাশের দরজা খুলে গেল, উদ্যত সাবমেশিনগান হাতে সেখান দিয়ে ভিতরে ঢুকল সোয়াট টিমের তিনজন সদস্য।

'ফ্রিজ!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল তারা।

ওয়াইজম্যানকে তাদের দিকে ছুঁড়ে দিল কেইন। লাশের ভারে হুড়মুড় করে পিছনদিকে পড়ে গেল সামনের জন, বাকিরা বাধ্য হলো লাফিয়ে দু'পাশে সরে যেতে। হতচকিত অবস্থার সুযোগ নিল কেইন, উল্টো ঘুরে ছুট লাগাল। রুমের দ্বিতীয় দরজা ঠেলে ছিটকে বেরিয়ে এল অন্যপাশের করিডোরে। দৌড়াতে শুরু করল উর্ধ্বশ্বাসে। পিছু পিছু ছুটে এল সোয়াট টিমের সদস্যরা। এক পশলা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ল ভয় দেখানোর জন্য।

নরকযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল ক্লিনিক জুড়ে। অস্ত্রধারী লোকজন আর গুলির আওয়াজ চারপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে, চেঁচাচ্ছে সাধারণ রোগী আর নার্সেরা; ডাক্তারদেরও হতভম্ব দশা। করিডোরের জটলা ভেদ করে দৌড়ে চলল কেইন, পত পত করে

উড়ছে ওর গায়ের হসপিটাল গাউন। যাবার পথে ঠেলা, ধাক্কা বা টান দিয়ে একের পর এক মানুষকে ফেলে আসছে পিছনে... যাতে ওদের গায়ে গুলি লাগবার ভয়ে সোয়াট-সদস্যরা ফায়ার ওপেন করতে না পারে।

সামনে বাঁক দেখতে পেয়ে মোড় ঘুরল কেইন, পৌঁছে গেল এলিভেটরের কাছে। দরজা খুলে যেতে শুরু করেছে। ঝাঁপ দিয়ে ওতে ঢুকে পড়বার পাঁয়তারা করছিল, কিন্তু থেমে গেল ভিতর থেকে নতুন কয়েকটা অস্ত্রের ব্যারেল উদয় হওয়ায়। সোয়াট-সদস্যদের আরেকটা টিম উঠে এসেছে এলিভেটর দিয়ে।

পাশ ফিরে ছুটল কেইন। ওর পিছনে গর্জে উঠল প্রতিপক্ষের আগ্নেয়াস্ত্র। লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট শুধু চল্‌টা উঠাল দেয়ালের।

করিডোরের শেষ মাথায় একটা কাঁচের জানালা দেখতে পাচ্ছে কেইন, ওটাই তার লক্ষ্য। কাছে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাল্লার উপরে। ফ্রেম আর কাঁচ ভাঙার বিচ্ছিরি আওয়াজ হলো, ভাঙা জানালা গলে দোতলা থেকে নীচে পড়ে গেল কেইন। তার গায়ের উপর বৃষ্টির মত আছড়ে পড়ল ভাঙা কাঁচের টুকরো।

মাটিতে পড়েই দ্রুত একটা গড়ান দিল কেইন। সিধে হতেই দেখল, কর্ডন গ্রুপের সামনে পড়ে গেছে। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই ডাইভ দিল একজন, তাকে জাপটে ধরে পড়ে গেল মাটিতে। ধস্তাধস্তি করল কেইন, কিন্তু লাভ হলো না। প্রতিপক্ষের গায়ে ষাঁড়ের শক্তি। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল বাকিরা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মাটিতে ঠেসে ধরা হলো কেইনকে। পিছমোড়া করে দু'হাতে পরিয়ে দেয়া হলো হাতকড়া। তারপর টান দিয়ে দাঁড় করানো হলো।

বয়স্ক এক লোককে এগিয়ে আসতে দেখল কেইন। কেভলার

ভেস্টের বুকের উপর বড় বড় করে লেখা—*এফবিআই*।

'খেল্ খতম, ডেমিয়েন কেইন!' কাছে এসে বলল এফবিআই এজেন্ট। 'ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট!'

ভাঙা কাঁচের খোঁচায় সর্বাঙ্গ কেটে-ছড়ে গেছে কেইনের, রক্ত ঝরছে। তারপরেও হাসল সে। বলল, 'আপাতত!'

টেনে-হিঁচড়ে তাকে গাড়ির দিকে নিয়ে চলল সোয়াট দলের সদস্যরা।

তিন

অরল্যাণ্ডো, ফ্লোরিডা।

ট্রান্স-প্যাসিফিক এয়ারলাইন্সের দশতলা উঁচু টাওয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল একটা হলুদ রঙের ট্যাক্সি-ক্যাব। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে এল সুঠামদেহী, দীর্ঘকায়, ঋজু এক যুবক—দেখতে ভারি সুদর্শন। পরনে কড়া ইস্তিরি দেয়া ছাই-রঙা উলেন সুট, সাদা শার্ট, কালো সিল্কের টাই—পায়ে চকচকে কালো অক্সফোর্ড শু। চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে এদিক-ওদিক চাইল ও একবার, তারপর দীর্ঘ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ঢুকে পড়ল বিল্ডিঙে।

রিসেপশন ডেস্কে গিয়ে পরিচয়পত্র দেখাল যুবক, একটা ভিজিটরস্ আই.ডি. সংগ্রহ করল। তারপর লিফটে চেপে উঠে এল

চারতলায়। এ-ফ্লোরে এয়ারলাইনের সিকিউরিটি ডিভিশন। নীচ থেকে পথনির্দেশ নিয়ে এসেছে, ডানে ঘুরে কাঁচে ঘেরা একটা আউটার অফিসে ঢুকে পড়ল। সেক্রেটারির ডেস্কে বসে আছে সুন্দরী এক তরুণী, কম্পিউটারে কী যেন টাইপ করছে ব্যস্তভাবে। গায়ে ছায়া পড়তে চোখ তুলে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা হার্টবিট মিস করল মেয়েটা।

সামনে দাঁড়ানো যুবকটির প্রতি অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করছে। রোদে পোড়া তামাটে চামড়া তার, মাথার কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা, চোখদুটো আশ্চর্য মায়াময়, কিন্তু ঠোঁটের কোণে কয়েকটা ভাঁজ দেখলে বোঝা যায়, মুহূর্তে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে মানুষটা, অথচ মুখের চেহারা হাসিখুশি।

'ইয়েস?' ঢোক গিলে বলল সেক্রেটারি।

'আমি মাসুদ রানা,' নাম বলল যুবক।

'ওহ্!' বলে উঠল সেক্রেটারি। 'অবশ্যই! মি. কালেন অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য।' উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

মেহগনি কাঠের দেয়াল দিয়ে ঘেরা মূল অফিসের দিকে রানাকে নিয়ে গেল মেয়েটা। পাল্লার উপরে নামফলক লাগানো আছে—*জেসন কালেন, অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর (সিকিউরিটি)।* টোকা দিয়ে হাতল ঘোরাল, খুলে ধরল দরজা। ঘোষণা করার সুরে বলল, 'মি. মাসুদ রানা, স্যর।'

টেবিলের উপর ঝুঁকে একটা ফাইল নিয়ে কাজ করছিল জেসন, চোখ তুলে তাকাল। রানাকে দেখে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখটা, উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। মাঝারি উচ্চতার মানুষ, পরনে কমপ্লিট সুট, দাড়ি-গোঁফ নেই, সাদামাটা চেহারা। রানার

পুরনো বন্ধু, সমবয়সী। মার্কিন এয়ার ফোর্সের প্রাক্তন স্কোয়াড্রন লিডার। এককালে দু'জনে একসঙ্গে কাজ করেছে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে। রানার দিকে এগিয়ে এল দু'হাত বাড়িয়ে।

'রানা! মাই ফ্রেণ্ড!' আন্তরিক ভঙ্গিতে বন্ধুকে আলিঙ্গন করল জেসন।

হেসে পাল্টা আলিঙ্গন করল রানাও। বলল, 'কেমন আছ, জেসন?' চোখ বোলাল চারপাশে। 'অফিসটা চমৎকার।' জেসন পিছিয়ে গেলে বলল, 'মোটা হয়েছ একটু।'

সুট আর টাই ঠিকঠাক করল জেসন। বলল, 'কর্পোরেট লাইফের কুফল।' বছরদুই আগে বিমান বাহিনীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ট্রান্স-প্যাসিফিকে যোগ দিয়েছে সে।

'সুফলটা কী? মোটা বেতন?'

শব্দ করে হেসে উঠল জেসন, রানাকে চেয়ার দেখিয়ে দিল বসার জন্য। তারপর ডেস্কের উল্টোপাশে নিজের আসনে বসল। সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিল, 'ম্যাডেলিন, কফি আনো দেখি আমাদের জন্য।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল মেয়েটা। পিছনে টেনে দিল দরজা।

'কী হয়েছে? এমন জরুরি তলব করেছ কেন, জেসন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাত্র দু'দিন আগে ফ্লোরিডায় পৌঁছেছে ও, রানা এজেন্সির মায়ামি শাখার বাৎসরিক পরিদর্শন সেরে নেবার জন্য। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফোন পেয়েছে জেসনের, বিশেষ জরুরি কাজে দেখা করতে চায়। ফোনে ভেঙে বলেনি ব্যাপারটা, আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

'মোটা বেতনের একটা ভাগ তোমাকেও দেব বলে।' টেবিল

থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল জেসন। বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে।

'নো, থ্যাঙ্কস,' মাথা নাড়ল রানা। 'ছাড়বার চেষ্টা করছি।'

'গুড ফর ইউ।' নিজে একটা স্টিক বের করে ধরাল জেসন। ভকভক করে ধোঁয়া ছাড়ল। 'আমি কয়েক দফা চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে দিয়ে হবে না।'

'আসল কথায় এসো। খামোকা ডাকোনি নিশ্চয়ই?'

'ট্রান্স-প্যাসিফিকে অ্যান্টি-টেরোরিজম ইউনিট চালু করতে চাইছি আমরা। তোমার... মানে, রানা এজেন্সির সাহায্য চাই।'

'কী ধরনের সাহায্য?'

'পুরো ইউনিট খাড়া করে দেবে তোমরা। পার্সোনেল রিক্রুটমেন্ট আর ট্রেইনিং থেকে শুরু করে সবকিছু।'

'ওরে বাবা! এ তো বিরাট কাজ! এত সময় কি আমাদের হবে?'

'পারবে না? এ-সব ব্যাপারে তোমার এজেন্সির তো রীতিমত সুনাম আছে!'

একটু ভাবল রানা। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সেরই একটা কাভার, চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে গড়ে তুলেছে রানা বেশ কয়েক বছর আগে। বিসিআই সরকারি প্রতিষ্ঠান, তাই সব ধরনের আন্তর্জাতিক বিষয়ে নাক গলাতে অসুবিধা হয়, সেকথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটা দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু থেকেই ভাল কাজ দেখিয়ে আসছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর বড় বড় প্রায় সব শহরেই খোলা হয়েছে শাখা অফিস। ইনভেস্টিগেশনের গণ্ডি পেরিয়ে সিকিউরিটি সেক্টরেও

আজকাল কাজ করছে ওরা। ভেবে দেখল, আমেরিকার সবচেয়ে বড় এয়ারলাইনগুলোর একটা এই ট্রান্স-প্যাসিফিক। ওদেরকে ক্লায়েন্ট হিসেবে পেলে যথেষ্ট উপকৃত হবে এজেন্সি, এদেশে আরও শক্ত হবে ওদের খুঁটি। ঠেকা-বেঠেকায় নিজেদের কাজেও লাগানো যাবে এয়ারলাইনটাকে।

'সম্ভব,' ভেবেচিন্তে বলল রানা, 'তবে সময় লাগবে। এতবড় এয়ারলাইনে নতুন কোনও ইউনিট চালু করা চাট্টিখানি কথা নয়। খরচও পড়বে মেলা।'

'টাকা নিয়ে ভেবো না। অন্তত ওই একটা জিনিসের অভাব নেই ট্রান্স-প্যাসিফিকের।' সেক্রেটারি কফি পরিবেশনের জন্য ঢোকায় একটু থামল জেসন। মেয়েটা চলে যাবার পর বলল, 'কফি শেষ করো। তোমাকে মি. ব্র্যাডফোর্ডের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।'

'মি. ব্র্যাডফোর্ড?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুটল রানার চোখে।

'অ্যালান ব্র্যাডফোর্ড—প্রেসিডেন্ট অভ অপারেশন্স। আমার বস। অ্যান্টি-টেরোরিজম ইউনিট চালু করার আইডিয়াটা ওঁর মাথা থেকেই বেরিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমার নাম প্রস্তাব করেছি। তোমার অভিজ্ঞতার কথা শুনে রীতিমত মুগ্ধ, তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।'

'এখুনি? ইন্টারভিউ? আমি কোনও ধরনের প্রেজেন্টেশনের জন্য রেডি হয়ে আসিনি।'

'কিছুই দরকার নেই। ইনফর্মালি কথা বলে তোমার ব্যাপারে আইডিয়া নিতে চাইছেন মি. ব্র্যাডফোর্ড। যদি আলাপ করে তিনি তোমাকে উপযুক্ত মনে করেন... করবেন, তাতে সন্দেহ নেই... তারপর আসবে অফিশিয়াল ব্রিফ এবং প্রেজেন্টেশনের পর্ব।'

কফি শেষ করে দশ মিনিট পরেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। টপফ্লোরের বিশাল এক এইট্রিয়ামে রানাকে নিয়ে গেল জেসন। একটা ইনডোর বোটানিক্যাল গার্ডেন তৈরি করা হয়েছে ওখানে। একপাশে ক্যাফেটেরিয়া, এ ছাড়া গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে টেবিল-চেয়ার। ট্রান্স-প্যাসিফিক হেডকোয়ার্টারের এমপ্লয়িদের ডাইনিং এরিয়া ওটা।

জেসনকে অতিথিসহ এগোতে দেখে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন ফিটফাট পোশাক পরা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, মাথায় উঁকি দিতে শুরু করেছে টাক। নাকটা উঁচু, তীক্ষ্ণ—মুখের তুলনায় বড় দেখাচ্ছে। শরীর বেশ মোটাসোটা, সনাতন কর্পোরেট আমলার আকৃতি; চোয়াল গোল, গালদুটো ফোলা-ফোলা। চেহারায় আন্তরিকতা, কিন্তু চশমার ওপাশে চোখদুটোতে কাঠিন্য লক্ষ করল রানা। বোঝা যায়, প্রয়োজনে যথেষ্ট নির্মম হতে পারেন তিনি।

'মি. অ্যালান ব্র্যাডফোর্ড, প্লিজ মিট মি. মাসুদ রানা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি।' পরিচয় করিয়ে দিল জেসন।

আন্তরিক ভঙ্গিতে করমর্দন করলেন ব্র্যাডফোর্ড। 'নাইস টু মিট ইউ, মি. রানা,' হাসিমুখে বললেন তিনি। মুক্তোর মত দাঁতের পাটি ঝিকমিকিয়ে উঠল। 'আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

'জেসনের মুখে তো?' হাসল রানাও। 'ও অনেক বাড়িয়ে বলে। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. ব্র্যাডফোর্ড।'

'আশা করি পরিচয়টা আরও গাঢ় হবে দিনে দিনে।' চেয়ার দেখালেন ব্র্যাডফোর্ড। 'প্লিজ, বসুন। লাঞ্চের অর্ডার দিই?'

'না, ধন্যবাদ।' মুখোমুখি বসল রানা। ওর পাশে বসল

জেসন।

'তা হলে একটু শ্যাম্পেন।'

'উঁহুঁ। চা চলতে পারে।'

ওয়েইট্রেসকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিলেন ব্র্যাডফোর্ড। তারপর কাজের কথা পাড়লেন, 'জেসন আপনাকে বলেছে নিশ্চয়ই, কী চাইছি আমরা?'

'হ্যাঁ,' রানা বলল। 'কিন্তু একটু খটকা আছে আমার। এয়ারলাইন্সে টেরোরিজম ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে মার্কিন সরকার। তারপরেও আপনারা নিজস্ব ইউনিট চাইছেন কেন?'

'ব্যাকআপ,' বললেন ব্র্যাডফোর্ড। 'সরকার যথেষ্ট করছে না, এমন অভিযোগ করব না। কিন্তু ওদেরও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি বাড়ানো হয়েছে বহুগুণ, কিন্তু টেকঅফ করবার পরে অনবোর্ড সিকিউরিটির অবস্থা যাচ্ছেতাই। সাদা পোশাকে ফেডারেল এয়ার মার্শাল থাকার কথা বিভিন্ন ফ্লাইটে... কিন্তু তা আর কতজন? প্রতিদিন গড়ে আটাশ হাজার বিমান ওঠে-নামে গোটা আমেরিকায়। এর মধ্যে এক পার্সেন্টও কাভার দিতে পারে না ওরা। যদি দিতও, একজনের পক্ষে পুরো একটা বিমানকে রক্ষা করা কতখানি সম্ভব? ইউ সি, এয়ারপোর্ট ছাড়লেই আমরা অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় থাকছি।'

'ভাই বলে প্রতিটা বিমানে সশস্ত্র গার্ড বসানোর কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন না?' বলল রানা। 'যাত্রীরাও ব্যাপারটা ভাল ভাবে নেবে না।'

'অভ কোর্স নট!' ব্র্যাডফোর্ড বললেন। 'আমরা চাই ট্রেইণ্ড কাউন্টার-টেরোরিজম এক্সপার্ট... সাদা পোশাকে যাত্রীদের মাঝে

মিশে থাকবে... ঠিক ফেডারেল এয়ার মার্শালদের মত। ওদের পরিচয় বিমানের ক্রু ছাড়া আর কেউ জানবে না। এ ছাড়া ক্রু-দেরও ট্রেইনিং দেব আমরা—হোস্টেজ সিচুয়েশন ট্যাকেল করা শিখবে ওরা।'

'তা হলে আপনারা ট্রেইনিঙের কাজে সাহায্য চাইছেন রানা এজেন্সির?'

'ইউনিটটা পুরোপুরি তৈরি করে দেবেন আপনারা, ওটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেলে আপনাদের কাজ শেষ।'

'হুম!' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'কাজটা নিতে হয়তো রাজি হবো আমরা, কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখতে চাই—এটা তাড়াহুড়োর কাজ নয়, কমপ্লিট একটা সিকিউরিটি সেটআপ তৈরি করবার জন্য অন্তত ছ'মাস সময় লাগবে। এর পিছনে মেলা টাকাও খরচ করতে হবে আপনাদেরকে। জেসনকে ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা জানিয়েছি আমি।'

একই প্রতিক্রিয়া দেখালেন ব্র্যাডফোর্ড। 'টাকা নিয়ে ভাববেন না। এ মুহূর্তে আমাদের প্রধান প্রায়োরিটি টেরোরিজম ঠেকানো।'

'তা ছাড়া রাফ একটা ক্যালকুলেশন করে দেখেছি আমরা,' জেসন যোগ করল। 'লং টার্মে খরচটা কোনও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না কোম্পানির উপর।'

'জেসনের কাছে শুনে আপনার সম্পর্কে আমরা খোঁজ-খবর নিয়েছি,' কথার খেই ধরলেন ব্র্যাডফোর্ড। 'আপনার অনুমতি পাওয়ার আগেই রিকমেণ্ডেশন পাঠিয়ে দিয়েছি আমি ওপরঅলাদের কাছে।'

'তাই বুঝি?' সামান্য কুঁচকে গেল রানার ভুরু।

'হ্যাঁ,' রানার প্রতিক্রিয়া খেয়াল না করে বলে চললেন

ব্র্যাডফোর্ড, 'তিনদিন পর লস অ্যাঞ্জেলেসে আমাদের অ্যানুয়াল স্টকহোল্ডার্স মিটিং,' ব্র্যাডফোর্ড বললেন। 'সবাই চাইছে, বোর্ড অভ ডিরেক্টরসের সামনে আপনি একটা ব্রিফিং দেবেন। ইউনিট কীভাবে তৈরি করবেন, কীভাবে ট্রেইনিং দেয়া হবে, আপনাদের কাজ শেষে আমাদের এয়ারক্রাফটে কী ধরনের সিকিউরিটি থাকবে...-এসবই কিছুটা বিস্তারিত ভাবে। বোর্ডের অ্যাপ্রুভাল পাওয়া মাত্র অফিশিয়াল চুক্তি সেরে ফেলব আমরা।'

'মাত্র তিনদিন?' একটু দ্বিধায় পড়ে গেল রানা। ভেবেচিন্তে বলল, 'ব্রিফ তৈরি করবার জন্য সময়টা খুব কম হয়ে যায়...'

'ইটস্ ইম্পরট্যান্ট, মি. রানা। বোর্ডকে কনভিন্স করতেই হবে, নইলে ফিনানশিয়াল দিক থেকে আটকে যাব।'

'বেশ,' রানা বলল। 'আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলেসে পৌঁছুতেও তো সময় লাগবে আমার!'

'ডোন্ট ওয়ারি,' ওর কাঁধে হাত রাখল জেসন। 'আমাদের পরশু-র ফ্লাইটে ফার্স্ট ক্লাসের একটা সিট বুক করে রাখছি তোমার জন্য। ধরে নাও, ট্রান্স-প্যাসিফিকে তোমার ফ্রি ট্রিপের শুরু ওটা দিয়েই।'

হাসল রানা। 'তুমি তো আমাকে রীতিমত লোভী করে তুলছ হে! তবে ফার্স্ট ক্লাস নয়, সাধারণ যাত্রীর মত কোচ সেকশনে যেতে চাই।' তাকাল ব্র্যাডফোর্ডের দিকে। 'ঠিক আছে, মি. ব্র্যাডফোর্ড। আমি আসছি।'

'জানতাম, আপনি এ-সিদ্ধান্তই নেবেন।' চওড়া হাসি ফুটল ব্র্যাডফোর্ডের ঠোঁটে।

ঘটাং করে বিকট আওয়াজে খুলে গেল জেল-ব্লকের প্রবেশদ্বার।

ধূসর চুলঅলা, থলথলে শরীরের এক অ্যাটর্নি ঢুকল সেখান দিয়ে। হাতে ব্রিফকেস, হনহন করে হেঁটে চলল দীর্ঘ করিডোর ধরে। দু'পাশে রয়েছে সারি সারি কারা-প্রকোষ্ঠ, সেগুলো থেকে ভেসে এল কয়োদদের হাসি-তামাশা আর অশ্লীল বাক্যবাণ। না শোনার ভান করে এগিয়ে চলল লোকটা।

করিডোরের শেষ প্রান্তে, নিরেট লোহার একটা দরজার সামনে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে রুক্ষ চেহারার এক কারারক্ষী। তার সামনে গিয়ে থামল অ্যাটর্নি। কোটের ভিতরদিককার পকেট থেকে বের করল কয়েকটা কাগজ, বাড়িয়ে ধরল কারারক্ষীর দিকে। তারপর রুমাল বের করে মুছে নিল কপালের ঘাম।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবগুলো কাগজ পরীক্ষা করল কারারক্ষী। সন্তুষ্ট হয়ে ফিরিয়ে দিল। তারপর কোমর থেকে চাবির গোছা নিয়ে দরজার তালা খুলল। হাতল ধরে পাল্লাটা ফাঁক করল একটু, অ্যাটর্নি ঢুকে যেতেই আবার লাগিয়ে দিল ঝটপট।

দরজার ওপাশে ছোট্ট একটা কামরা। ভিতরটা আধো-অন্ধকার। চোখ পিটপিট করল অ্যাটর্নি। কয়েদিদের কমলা রঙের জাম্পসুট পরা একজন মানুষ গুটিসুটি হয়ে আছে এক কোণে। তাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল। দুই পা এগিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'ওয়েলকাম, মি. মার্টিন! কেমন আছেন আপনি?'

ভুরু কোঁচকাল অ্যাটর্নি প্যাট্রিক মার্টিন। ক্লায়েন্টকে এতটা স্বাভাবিক দেখবে বলে আশা করেনি। বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'কুশল-বিনিময় করছেন, মি. কেইন? পরিস্থিতি কতখানি খারাপ, সে-ব্যাপারে কোনও আইডিয়া আছে আপনার?'

হাসিমুখে তার দিকে আরও এগিয়ে এল কেইন। হাত আর

পায়ে লাগানো শেকল ঝুনঝুন করে উঠল তাতে। 'আশা করছি সেটা শোনাবার জন্যেই এসেছেন আপনি।'

ওর হাসি দেখে বিস্মিত হলো অ্যাটর্নি। 'আপনি হাসছেন কী করে? ওরা জানে আপনি কে!'

'জানা আর প্রমাণ করার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক আছে।'

'এবার ওরা প্রমাণও করতে পারবে। ওয়েলশ্‌ম্যান ধরা পড়েছে।'

চেহারায় মেঘ ঘনাল কেইনের। থমথমে গলায় বলল, 'বলে যান।'

'এন.এস.এ-র প্রোটেক্টিভ কাস্টডি-তে আছে ও। সবকিছু বলে দিয়েছে। আই.আর.এ, ইসলামিক জিহাদ আর নিয়ো-নাজিদের সঙ্গে আপনার কানেকশনের খবর এখন আর অজানা নেই ওদের। বৈরুতে আমেরিকান এম্বাসি-র বম্বিঙে আপনার ভূমিকাও জানে। আরও কী কী বলেছে শয়তানটা, ঈশ্বর জানেন! লস অ্যাঞ্জেলেসে আপনাকে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ওখানেই বিচার বসবে।'

গম্ভীর হয়ে গেল কেইন। ঝড় চলছে তার মাথায়।

'ক্যালিফোর্নিয়ায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে,' ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে চলল মার্টিন। 'যদি বাঁচতে চান, ডিফেন্সের জন্য মানসিক বিকারকে দায়ী করে আবেদন জানাতে পারি আমরা। খুব একটা অবিশ্বাস্যও হবে না সেটা। আপনার ছেলেবেলার দিকে তাকালে...'

আচমকা রাগে জ্বলে উঠল কেইনের দু'চোখ। খপ্ করে অ্যাটর্নির গলা চেপে ধরল। হিসিয়ে উঠে বলল, 'খবরদার!

কক্ষনো আমার ছেলেবেলার কথা তুলবে না!'

বাতাসের অভাবে খাবি খাচ্ছে মার্টিন, বিস্ফারিত হয়ে উঠছে দু'চোখ। কোনোমতে মাথা ঝাঁকাল। আরও কয়েক সেকেণ্ড আটকে থাকার পর মুক্তি পেল। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরে গেল কেইন।

খক্ খক্ করে কাশতে শুরু করল অ্যাটর্নি। বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। একটু পর ধাতস্থ হয়ে বলল, 'আ... আপনি বদ্ধ উন্মাদ! আমি শুধু আপনার প্রাণ বাঁচাতে চাইছিলাম!'

'সাধু সাজবার প্রয়োজন নেই, মার্টিন,' মুখ বাঁকা করে বলল কেইন। 'আমার বাঁচা-মরা নিয়ে মোটেই মাথাব্যথা নেই তোমার। ভয় পাচ্ছ আমি মরে গেলে তোমার আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে বলে।'

'হোয়াটএভার!' ফুঁসে উঠল অ্যাটর্নি। 'তা হলে কী করতে বলেন আমাকে?'

'খোঁজ নাও কখন-কীভাবে আমাকে লস অ্যাঞ্জেলেসে নেয়া হবে। খবরটা আমার লোকের কাছে পৌঁছে দিয়ো। ওরা জানবে কী করতে হবে।'

'খোঁজ নেয়া সহজ হবে না...'

'টাকা ঢালো ইচ্ছেমত,' বাধা দিয়ে বলল কেইন। 'টাকা খরচ করলে সবই সম্ভব। যা-ই ঘটুক, আমি লস অ্যাঞ্জেলেসে পৌঁছুব না কিছুতেই। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

ভয়ার্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল অ্যাটর্নি।

চার

অরল্যাণ্ডো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। দু'দিন পর।

পার্কিং লটে গাড়ি রেখে রানার সঙ্গে ডোমেস্টিক টার্মিনালের দিকে এগোল জেসন কালেন। প্রয়োজন ছিল না, তাও বলতে গেলে জোর করেই রানার সঙ্গে এসেছে ওকে সি-অফ করতে। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে দু'জনে।

'দু'একটা টিপস্ দিয়ে দিই,' বলল জেসন। 'ইম্প্রেসিভ একটা কিছু বলে তোমার ভাষণ শুরু কোরো। বোর্ড ডিরেক্টররা ওসব খুব পছন্দ করেন...'

'ভাবছি তোমাকে বরখাস্ত করা হোক, এই দিয়েই শুরু করব,' ঠাট্টা করল রানা।

হাসল জেসন। 'ঠিক আছে, আর পরামর্শ দেব না। জাস্ট বি ইয়োরসেলফ—একই সঙ্গে সিরিয়াস অ্যাণ্ড চার্মিং। তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'এখনও উপদেশ দিয়েই চলেছ,' হাসিমুখে বলল রানা, 'একটা কথা ভুলেই গেছ, জেসন, আমি তোমাদের কাছে কোন কাজ বা সাহায্যের আবেদন করিনি। নিজেদের কাজ নিয়েই আমাদের দম ফেলার ফুরসত নেই। তুমি ডেকেছ, আমি শুধু

তোমার সম্মান রক্ষার জন্য চলেছি। ডিরেক্টররা যদি আমার কথা শুনে মুগ্ধ না হয়, আমার প্ল্যানিং পছন্দ না করে, আমাদের কিছুই আসবে যাবে না।'

'ডোন্ট মাইণ্ড, মাই ফ্রেণ্ড,' একটু লজ্জিত হলো জেসন। 'আসলে বস্‌কে তোমার সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বলেছি তো, তাই উৎকণ্ঠায় মরে যাচ্ছি।'

সিকিউরিটি চেকপয়েন্টে পৌঁছে একটু থামল ওরা। ঘড়ি, মোবাইল ফোন আর ওয়ালেট বের করে বাস্কেটে রাখল, রানা ওর ডাফল ব্যাগ দিয়ে দিল স্ক্যানিং মেশিনের বেল্টে। এরপর একে একে দুজনে পেরুল মেটাল ডিটেক্টর আর্চওয়ে। জেসনের বেলায় কোনও সমস্যা হলো না, কিন্তু রানা আর্চওয়ে পেরুতেই বিপ্ বিপ্ করে সঙ্কেত শোনা গেল।

সিকিউরিটির এক সুন্দরী তরুণী দাঁড়িয়ে আছে ওপাশে। রানার কোমরের দিকে ইশারা করল, 'বেল্ট বাকল, স্যর। দুঃখিত, আপনাকে আরেকবার আসতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেল্ট খুলে ফেলল রানা। পিছিয়ে গিয়ে আবার এল আর্চওয়ের মাঝ দিয়ে। আবারও বিপ্ বিপ্!

হাসি ফুটল তরুণীর ঠোঁটে। মনে হলো খুশি হয়েছে। রানার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টি ফেলে বলল, 'সরি, স্যর। পার্সোনালি চেক করে দেখতে হবে আমাকে।'

হ্যাণ্ডহেল্ড একটা মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেয়েটা। রানার কাঁধ থেকে শুরু করে পায়ের পাতা পর্যন্ত বুলিয়ে আনল ওটা। নিতম্বের আশপাশে যেন একটু বেশিই সময় নিল। ব্যাপারটা লক্ষ করে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল জেসন। ওর দিকে তাকিয়ে চোখ পাকাল রানা।

উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। রানার প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে বের করে আনল কয়েকটা খুচরো কয়েন। বলল, 'এগুলোই সমস্যা করছিল।' হাসল। 'এবার আপনি যেতে পারেন, স্যর।'

'থ্যাঙ্কস্,' মধুর একফালি হাসি উপহার দিল রানা। কোমরে বেল্ট পরে নিল। বাস্কেট থেকে ফেরত নিল নিজের জিনিসপত্র। ডাফল ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটতে শুরু করল লাউঞ্জের দিকে।

'সত্যি করে বলো তো, কয়েনগুলো কি ইচ্ছে করেই রেখেছিলে পকেটে?' জিজ্ঞেস করল জেসন।

'তোমার তা-ই ধারণা?' রানা ভুরু কোঁচকাল।

'ভাই রে, মেয়ে পটানোর কত যে কায়দা আছে তোমার পেটে! তোমার আশপাশে তো সারাক্ষণ ঘুরঘুর করে সুন্দরীরা।' পিছনদিকে ইশারা করল। 'কীভাবে তাকাচ্ছিল, খেয়াল করোনি? ডিনারের দাওয়াত দিলে রাজি হয়ে যেত নির্ঘাত!'

'এখনও এত আকাল পড়েনি যে সিকিউরিটি চেকপোস্ট থেকে ডেট জোগাড় করতে হবে।'

'সবাই তোমার কপাল নিয়ে জন্মায় না, দোস্তো।'

হাসিঠাট্টা করতে করতে দু'জনে পৌঁছে গেল চেক-ইন কাউন্টারে। ডেস্ক-এজেন্টের দিকে নিজের টিকেট বাড়িয়ে দিল রানা। বন্ধুর দিকে ফিরে বলল, 'এবার তুমি যেতে পারো। লিফট দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

'মেনশন নট,' জেসন বলল। 'ও হ্যাঁ, এয়ারপোর্টে তোমার জন্য কোম্পানির লিমাজিন থাকবে। রিজেন্সি হায়াট হোটেলে একটা স্যুইটও বুক করে রেখেছি।'

'ওসব করতে গেছ কেন? লস অ্যাঞ্জেলেসে আমার থাকার জায়গা আছে। গাড়িও নিতে পারতাম রানা এজেন্সির ওখানকার

ব্রাঞ্চ থেকে।'

'কাম অন, দোস্ত! তুমি এখন ট্রান্স-প্যাসিফিকের গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাসেট। তোমার দিকে খেয়াল রাখা আমাদের দায়িত্ব।'

'ভালই তেল মারা শিখেছ!'

'হ্যাভ আ নাইস ট্রিপ,' হাসল জেসন। 'মিটিঙে আবার দেখা হবে।'

'কখন যাচ্ছ তোমরা?'

'আগামীকাল বিকেলে। কোম্পানির এগজিকিউটিভ জেটে। লস অ্যাঞ্জেলেসে ল্যাণ্ড করেই মি. ব্র্যাডফোর্ড আর আমি সরাসরি চলে যাব মিটিঙে।'

'সি ইউ দেন,' হাত মেলাল রানা।

বিদায় নিয়ে চলে গেল জেসন। ডেস্ক-এজেন্টের কাছ থেকে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে রানাও হাঁটতে শুরু করল এম্বারকেশন লাউঞ্জের দিকে।

টো-ট্রাক্টরের সাহায্যে ট্রান্স-প্যাসিফিক এয়ারলাইন্সের বিশাল এক সেভেন-ফোর-সেভেন জাম্বো জেটকে নিয়ে আসা হয়েছে টার্মিনাল সংলগ্ন টারমাকে। এটাই বিকেল ঠিক সাড়ে পাঁচটায় লস অ্যাঞ্জেলেসের উদ্দেশে উড়াল দেবে। এখন চলছে তার চেকাপ পর্ব। বিমানটাকে ঘিরে রেখেছে বিভিন্ন রকম ইউটিলিটি ভেহিকেল আর কয়েক ডজন মানুষ। ফিউয়েল ট্রাক থেকে ফিউয়েলিং চলছে, কার্গো বেল্ট লোডারের সাহায্যে তোলা হচ্ছে লাগেজ, টেকনিক্যাল ট্রাকের সাহায্যে ইঞ্জিনের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করছে ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারের টিম। এ ছাড়া কেবিন, গ্যালি আর ল্যাভেটরি সার্ভিসের কর্মীরা মৌমাছির মত ব্যস্ত—বিমানের অভ্যন্তরকে

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে, কিংবা সাজাচ্ছে-গোছাচ্ছে সবকিছু।

আকাশি রঙের একটা স্কাই কুইজিন ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে বিমানের পেটের কাছে। নীল কভারঅল-পরা শুকনো-পাতলা এক লোক একটা মেকানিকাল লিফটের সাহায্যে ওটা থেকে ফুড কার্ট তুলছে উপরদিকে, তারপর খোলা কার্গো-ডোর দিয়ে কার্টগুলো ঠেলে দিচ্ছে বিমানের ভিতরে। শেষ কার্ট-টা ঢোকানোর আগে একটু থামল সে। চকিত দৃষ্টিতে দেখে নিল আশপাশ, তারপর চারকোনা একটা মেটাল-বক্স বের করল কভারঅলের ভিতর থেকে। কার্টের নীচের তাকে ঢুকিয়ে দিল সেটা। এরপর কার্টটা ঠেলে দিল কার্গো-ডোর দিয়ে।

কার্টগুলো ওখান থেকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে ফ্লাইট সার্ভিসের কর্মীরা, পৌঁছে দিচ্ছে বিভিন্ন গ্যালিতে। মিডশিপের ছোট একটা এলিভেটরে চড়ে দুটো কার্ট পৌঁছুল লোয়ার গ্যালিতে। লাল-চুলো এক অ্যাটেনডেন্ট সেগুলো টেনে বের করে নিল এলিভেটর থেকে। বেশ সুন্দরী মেয়েটা, নীল রঙের ইউনিফর্মে চমৎকার মানিয়েছে তাকে। গোলগাল, ফর্সা মুখ... চোখের মণিতে সাগরের গভীরতা। লম্বা, একহারা দেহ। বয়স পঁচিশের কোঠায়। কার্টদুটো জায়গামত রেখে উল্টো ঘুরতেই আরেক অ্যাটেনডেন্টের মুখোমুখি হলো।

'হাই!' সহাস্যে বলল প্রথম মেয়েটি। 'আমি জেনি... জেনিফার হোয়াইট।' হাত বাড়িয়ে দিল।

'ফিয়োনা রিচি,' হাত মেলাল অপরজন। 'লণ্ডন-শিকাগো ফ্লাইট থেকে ট্রান্সফার হয়েছে আমার।'

আইরিশ উচ্চারণে কথা বলছে নতুন মেয়েটা। অবাক হলো না জেনি, ট্রান্স-প্যাসিফিকে প্রচুর ভিনদেশি ক্রু আছে। ও নিজেও

পুরোপুরি আমেরিকান নয়, আধা-ক্যানেডিয়ান। হাত মেলানোর ফাঁকে নবাগতাকে দেখে নিল ও। ওর সমানই লম্বা, বয়স দু-এক বছর বেশি হতে পারে। মাথার কালো কেশ কোমর ছাড়িয়েছে। অ্যাথলিটের মত দেহ, সাদামাটা চেহারা।

অভিবাদন শেষে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুই অ্যাটেনডেন্ট—গোছগাছ করে নিচ্ছে গ্যালির জিনিসপত্র। হাত চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল জেনি, 'তুমি বিবাহিত?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ফিয়োনা। 'এখনও মনের মানুষ খুঁজে পাইনি।'

'তা হলে অরল্যাণ্ডো-এল.এ. ফ্লাইট পছন্দ হবে তোমার।'

'সুপাত্রের ছড়াছড়ি বলতে চাইছ?'

'যদি বেছে নিতে পারো আর কী। নিজেকে অবশ্য অভিজ্ঞ বলে দাবি করব না। এই তো, গত সপ্তাহেই বেশ হ্যাণ্ডসাম এক প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে পরিচয় হলো। নম্র-ভদ্র... হাতে কোনও আংটি দেখলাম না। আমাকে বলল, এক রাতের জন্য যাচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেসে, কাউকে নাকি চেনে না ওখানে...'

'পুরনো কাহিনি!' মুচকি হাসল ফিয়োনা।

'এনিওয়ে,' খেই ধরল জেনি, 'ডিনারে গেলাম আমরা। ক্লাবে নাচলাম। রাত গভীর হলে হাঁটতে গেলাম সাগরসৈকতে। চাঁদ উঠেছিল—খুব রোমান্টিক পরিবেশ! আমার দু'হাত ধরল সে, চোখে চোখ রেখে বলল...'

'জেনি,' পুরুষালি কণ্ঠ নকল করল ফিয়োনা, 'তোমাকে বলে রাখা ভাল—আমি বিবাহিত, কিন্তু সুখী নই!'

হেসে ফেলল জেনি। 'হ্যাঁ, তা-ই বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে মারলাম এক চড়। ব্যাটা বজ্জাত, ভেবেছে কী আমাকে! চড় মেরেই চলে

এলাম ওখান থেকে।'

'খুব ভাল করেছ,' বলল ফিয়োনা। 'আমি হলে অবশ্য ব্লেড দিয়ে ওর পেনিসটা কেটে আনতাম।'

'কী!' চমকে উঠল জেনি। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল সহকর্মীর দিকে।

'ঠাট্টা করলাম,' হালকা গলায় ওকে আশ্বস্ত করল ফিয়োনা।

কিন্তু কেন যেন কথাটা বিশ্বাস হলো না জেনির। চকিতের জন্য আইরিশ ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টের চোখে হিংস্র একটা দৃষ্টি ফুটতে দেখেছে। ফিয়োনাকে সঙ্গে সঙ্গে অপছন্দ হলো ওর। মুখে অবশ্য প্রকাশ করল না সেটা, আন্তরিক ভঙ্গিতে আগের মতই ফুটিয়ে রাখল হাসি।

ফুড কার্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফিয়োনা। বিমানে ওঠানো শেষ কার্টটা পৌঁছেছে লোয়ার গ্যালিতে, ওটার পাশে মার্কার দিয়ে আঁকা ক্রস চিহ্নটা দেখল সে। জেনির চোখ এড়িয়ে একটা হাত রাখল নীচের তাকে—নিশ্চিত হয়ে নিল, মেটাল বক্সটা আছে কি না। সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল, একপাশের পোর্টহোল দিয়ে তাকাল বাইরে। বিমানের পাশ থেকে চলে যাচ্ছে স্কাই কুইজিনের ট্রাক।

টার্মিনালের ডিপারচার গেটের পাশে, লাউঞ্জের কাঁচ-মোড়া বিশাল উইণ্ডোর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে তামাটে চামড়ার এক ল্যাটিনো যুবক। শেয়ালের মত চেহারা তার, গায়ে লেদার জ্যাকেট। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে বিমানের দিকে।

টার্মিনাল বিল্ডিঙের পাশ ঘুরে কালো রঙের একটা সেডান সোজা এগিয়ে গেল জাম্বো জেটের দিকে। এয়ারক্রাফটের ফ্লাইট ডেকের পিছনে, আপার এন্ট্রান্স হ্যাচের দিকে উঠে গেছে আলাদা

সিঁড়ি, গাড়িটা থামল সেই সিঁড়ির গোড়ায়। সামনের দরজা খুলে নামল দু'জন ইউনিফর্মধারী পুলিশ, পিছনের দরজা খুলে নামল দু'জন এফবিআই এজেন্ট—রুক্ষ চেহারা, পরনে ফিটফাট কালো সুট। গাড়ি থেকে নেমে সতর্ক চোখে দেখে নিল চারপাশ, তারপর বের করে আনল ডেমিয়েন কেইনকে।

সাদামাটা শার্ট-প্যান্ট পরানো হয়েছে বন্দিকে, উপরে রয়েছে ওভারকোট, যাতে কোমরের বেল্টের সঙ্গে হাতকড়া দিয়ে আটকানো দু'হাত দৃশ্যমান না হয়।

দুই এজেন্টের মধ্যে একজন বেশ লম্বা। সে কেইনের দিকে ফিরে বলল, 'নিজ থেকে কিছু করতে যেয়ো না, কেইন। আমরা হাঁটতে বললে হাঁটবে, বসতে বললে বসবে। কোনও কিছুর প্রয়োজন হলে আগে আমাদেরকে বলবে। যদি পেশাব করতে চাও, টয়লেটে নিয়ে গিয়ে আমরাই তোমার প্যান্টের চেইন খুলে দেব। ক্লিয়ার?'

হাসল কেইন। নার্ভাসনেসের ছিটেফোঁটাও লক্ষ করা যাচ্ছে না তার মধ্যে। হালকা গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে চমৎকার একটা বন্ধুত্বের সূচনা হতে চলেছে আমাদের মাঝে।'

রসিকতায় প্রভাবিত হলো না খাটো এজেন্ট। কাঠখোট্টা গলায় নির্দেশ দিল, 'মুভ!'

বোর্ডিঙের সিঁড়ির দিকে এগোল তিনজনে। হাঁটতে হাঁটতে টার্মিনালের উইণ্ডোর দিকে আড়চোখে নজর বোলাল কেইন। ল্যাটিনোকে দেখতে পেয়ে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল ঠোঁটের কোণে। মাথা ঝুঁকিয়ে তার উদ্দেশে ইশারা দিল লোকটা।

'মজা পাচ্ছ খুব?' বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল লম্বা এজেন্ট।

'মজা এখনও শুরুই হয়নি, ফ্রেণ্ড,' বলল কেইন।

'আর কথা নয়,' খেঁকিয়ে উঠল খাটো এজেন্ট। 'চুপচাপ হাঁটো।'

সিঁড়ি বেয়ে বিমানে উঠে এল তিনজন। এণ্ট্রান্স হ্যাচে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল ফিয়োনা।

'ওয়েলকাম টু ফ্লাইট সিক্স-নাইন-ফোর!'

কোটের ভিতর থেকে আই.ডি. বের করে দেখাল দুই এজেন্ট। লম্বাজন পরিচয় জানাল, 'আমি এজেন্ট জেমস ফ্যানিং, ইনি এজেন্ট পারকিনসন। আর এ হলো আমাদের প্রিজনার।'

হাতে ধরা ফ্লাইট ম্যানিফেস্ট মিলিয়ে দেখল ফিয়োনা। সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'টপ সেকশনে আপনাদের সিট, জেন্টলমেন। আজ আমরা আণ্ডার-বুকড্। উপরতলা পুরোটাই আপনারা উপভোগ করতে পারবেন।'

'তেমনটাই চেয়েছি আমরা,' ফ্যানিং বলল।

ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টের নেমটালি পড়ল কেইন। 'ফিয়োনা! আইরিশ, তাই না? আইরিশদের খুব পছন্দ করি আমি—ওরা চমৎকার বোমা বানাতে জানে!'

'হাঁটো!' ধমকে উঠল পারকিনসন। 'মেয়ে পটানোর জন্য তোমাকে আনা হয়নি এখানে!'

ধাক্কা দিয়ে বন্দিকে নিয়ে গেল দুই এজেন্ট। ফিয়োনা সরে এল ওখান থেকে।

বিমানের দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারে তখন বাকি যাত্রীদেরকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে জেনি এবং অন্যান্য ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টরা। বোর্ডিং পাস দেখে নির্দেশনা দিচ্ছে সিটের।

অল্পবয়েসী এক জুটির পিছু পিছু উদয় হলো মাসুদ রানা। ওর দিকে তাকাতেই ক্ষণিকের জন্য হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল

জেনির। চেহারা আহামরি কিছু নয়, কিন্তু উজ্জ্বল চোখ দুটো টানে অমোঘ সম্মোহনে। এমন সুপুরুষ সচরাচর চোখে পড়ে না।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ওয়েলকাম টু ট্রান্স-প্যাসিফিক ফ্লাইট সিক্স-নাইন-ফোর, স্যর। আপনার বোর্ডিং পাস?'

উত্তরে হাসিমুখে পাস দেখাল রানা।

'মিস্টার... মাসুদ রানা,' নাম পড়ল জেনি। সিট নাম্বার দেখে বলল, 'ডানদিকের আইল ধরে যেতে হবে আপনাকে।'

'থ্যাঙ্কস্,' ধন্যবাদ জানাল রানা।

'মোস্ট ওয়েলকাম। হ্যাভ আ নাইস ইভ্‌নিং।'

রানা সরে গেলে উদয় হলো বিশালদেহী এক রেড ইণ্ডিয়ান। পাহাড়ের মত শরীর, গাঁট্টাগোট্টা, মাথার লম্বা চুল পনি-টেইল বেঁধে রেখেছে। পাথরের মত মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। যন্ত্রের মত বোর্ডিং পাস দেখাল।

'হ্যালো, মিস্টার... এলক্ হর্ন,' পাসের দিকে তাকিয়ে বলল জেনি। 'বাঁয়ের আইল ধরে যান। গুড ইভ্‌নিং।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল রেড ইণ্ডিয়ান।

বৃহদায়তন জাম্বো জেটে আজ আসলেই যাত্রী কম। ভিতরটা তিনভাগে বিভক্ত। আপার ডেক, মানে দোতলায় রয়েছে পঞ্চাশটা সিট—সেখানে বন্দিসহ দুই এফবিআই এজেন্ট; ঠিক নীচের ফার্স্ট ক্লাসে রয়েছে কড়জোর পনেরো জন। তৃতীয় অংশ, অর্থাৎ কোচ সেকশনটা বেশ বড়, ফার্স্ট ক্লাস থেকে আলাদা করা হয়েছে বাল্কহেড আর পর্দা দিয়ে—ওখানে বসেছে বাকি যাত্রীরা। পাঁচশ' যাত্রী বহন করতে পারে সেভেন ফোর সেভেন, আজ সব মিলিয়ে দুইশ'-র বেশি হবে না।

কোচ সেকশনের একেবারে পিছনদিকে রানার সিট, জানালার পাশে। ওভারহেড বিন খুলে হাতের ডাফল ব্যাগটা ঢুকিয়ে রাখল। তারপর আরাম করে বসল গদিমোড়া আসনে।

সামনের দিকের একটা সিটে, আপার ডেকে যাবার প্যাঁচানো সিঁড়ির খুব কাছে বসেছে ল্যাটিনো লোকটা। হেড কাউন্ট করতে করতে তার সামনে এসে দাঁড়াল ফিয়োনা। নিচু গলায় জানতে চাইল লোকটা, 'প্যাকেজের কী খবর?'

'এভরিথিং ইজ অলরাইট, সেনিয়র হার্নান্দেজ,' হাসিমুখে অন্যদের শুনিয়ে বলল ফিয়োনা। 'রিল্যাক্স, অ্যাণ্ড এনজয় দ্য ফ্লাইট।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সিটে হেলান দিল হার্নান্দেজ।

একটু পর খড় খড় করে উঠল পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের স্পিকার। শোনা গেল জেনির কণ্ঠ।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আপনাদেরকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি ট্রান্স-প্যাসিফিক ফ্লাইট সিক্স-নাইন-ফোরে...' একে একে ক্যাপ্টেন আর ফ্লাইট ক্রু-দের পরিচয় জানাল ও। সেফটি ইনস্ট্রাকশন দিল। শেষে যোগ করল, 'আমরা এখন ফ্লাই করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। সবাইকে অনুরোধ করব, আপনাদের সঙ্গের লাগেজ ওভারহেড কম্পার্টমেন্টে তুলে রাখুন এবং সিটবেল্ট বাঁধুন। সিটবেল্ট সাইন অফ না হওয়া পর্যন্ত কেউ দয়া করে আসন ত্যাগ করবেন না। ক্রুজিং অল্টিচিউডে পৌঁছুনোর পর আমরা কমপ্লিমেন্টারি বেভারেজ এবং ডিনার সার্ভ করব। টেক কেয়ার, অ্যাণ্ড হ্যাভ আ নাইস ফ্লাইট। ধন্যবাদ।'

ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল যাত্রীদের সিটবেল্ট চেক করায়। একই সঙ্গে বাইরে বিকট আওয়াজে জ্যান্ত হয়ে

উঠল জাম্বো জেটের ইঞ্জিনগুলো। খানিক পরেই মৃদু ঝাঁকি খেলো গোটা ফিউজেলাজ।

চলতে শুরু করেছে বিমান। মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল রানওয়ের উত্তর প্রান্তের দিকে। প্রচুর সময় নিয়ে ট্যাক্সিইং শেষ করে ঘুরে দক্ষিণমুখো হয়ে দাঁড়াল স্থির হয়ে—দৌড় শুরু করার জন্যে প্রস্তুত। এয়ারপোর্ট টার্মিনালের দিকে চেয়ে আছে রানা। মনে হলো কটমট করে যেন তাকিয়ে আছে টারমাক আলোকিত করে রাখা সোডিয়াম লাইটগুলো। বাতাসে ধূলিকণা না থাকায় ওগুলোর উজ্জ্বলতা বেড়ে গেছে বহুগুণ।

হঠাৎ দৌড় শুরু করল বোয়িং, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে গতি... সেই সঙ্গে রানার পিঠ একটু একটু করে সেঁধিয়ে যাচ্ছে সিটের নরম গদির মধ্যে। দশ সেকেণ্ডের মাথায় রানওয়ে ত্যাগ করল বিমান, নাক উঁচু করে ক্রমেই উঠে যাচ্ছে উপরদিকে।

পাঁচ

অনেকক্ষণ পর থামল বিমানের ঝাঁকুনি। নিভে গেল নো স্মোকিং আর সিটবেল্টের সাইন। নড়াচড়ার ফুরসত পেল যাত্রীরা। কিউ পড়ল ল্যাভেটরির সামনে। ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টরা ড্রিঙ্কের ট্রে নিয়ে উদয় হলো আইলে।

লোয়ার গ্যালিতে একসঙ্গে নেমেছে জেনি আর ফিয়োনা। এলিভেটরে প্রথম ফুড কার্ট নিয়ে জেনিকে উঠে যেতে দিল ফিয়োনা। তারপর নিজে নিল দ্বিতীয়টা—যেটায় *বিশেষ* প্যাকেজটা আছে। এলিভেটর ফিরে এলে ওটায় চড়ে উপরে উঠল সে।

হঠাৎ কেঁপে উঠল বিমান—টার্বিউলেন্সের কবলে পড়েছে। স্পিকারে শোনা গেল ক্যাপ্টেনের গলা।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, ক্যাপ্টেন জেনকিন্স বলছি। আমরা ছোট্ট একটা ঝড়ের মধ্যে পড়েছি। তবে ভয়ের কিছু নেই। সিটবেল্ট সাইন জ্বেলে দিয়েছি আমি... যতক্ষণ সিটে থাকবেন, বেল্ট আটকে রাখুন। আশা করছি খুব শীঘ্রিই ঝড়ের আওতার বাইরে চলে যেতে পারব। ধন্যবাদ।'

রানার সিটের পাশে এসে পৌঁছুল জেনি। চোখ মুদে আশ্চর্য এক প্রশান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে বাঙালি যুবক। টার্বিউলেন্সে মোটেও ঘাবড়ায়নি। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল সুদর্শন চেহারাটার দিকে। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'এক্সকিউজ মি, স্যর?'

চোখ মেলল রানা। 'ইয়েস?'

'চিকেন, বিফ অর ফিশ?' ফুড কার্টের দিকে ইশারা করল জেনি।

'ফিশ,' নিজের পছন্দ জানাল রানা। 'ডিনারে মাংস-টাংস খাই না আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কার্টের উপর ঝুঁকে পড়ল জেনি। সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওকে দেখল রানা। দেখতে সুন্দরী, ফিগারটাও চমৎকার। ঝুঁকে থাকায় ইউনিফর্ম ভেদ করে ফুটে উঠেছে দেহের

আঁক-বাঁক। খাবারের একটা ট্রে বের করে রানার দিকে এগিয়ে দিল মেয়েটা। 'ড্রিঙ্কস?'

'অ্যাপল্ জুস,' বলল রানা। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল জানালার বাইরে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। 'বিচ্ছিরি আবহাওয়া, তাই না?'

'কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?' জুসের গ্লাস বাড়িয়ে দিল জেনি।

'পাশে বসে হাত ধরে থাকলে মন্দ হয় না,' ঠাট্টা করল রানা।

'দুঃখিত, স্যর, অনুমতি নেই,' নীরস গলায় জবাব দিল জেনি। 'তবে ফার্স্ট ক্লাসে একটা বাচ্চার কাছে টেডি বিয়ার দেখেছি। চাইলে হয়তো ধার দিতে রাজি হয়ে যাবে। এনে দেব?'

হেসে ফেলল রানা। 'দারুণ জবাব দিয়েছেন। একেবারে দু'চোখের মাঝ বরাবর গুলি!'

'তিন বছর ধরে ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টের কাজ করছি আমি,' জেনি জানাল। 'ছেলেদের এমন কোনও লাইন নেই, যা আমি শুনিনি।'

'জবাবও দিতে শিখে গেছেন,' রানা যোগ করল। 'ব্রাভো!'

জেনিও হাসল এবার। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বিবাহিত?' কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। এমন সুপুরুষের ব্যাচেলর থাকবার কথা নয়। নিশ্চয়ই কোনও না কোনও ভাগ্যবতী বেঁধে ফেলেছে এতদিনে।

'উঁহুঁ,' রানা মাথা নাড়ল।

'ডিভোর্সড্?'

'তাও না।' উদাস হয়ে গেল রানা—রেবেকার কথা মনে পড়ে গেছে। নিজের অজান্তেই একটু দুখি-দুখি হয়ে গেল চেহারা।

'দুঃখিত,' ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিব্রত গলায় বলল জেনি। 'হয়তো কোনও অপ্রীতিকর স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছি আপনাকে।'

'ইটস্ নাথিং,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আর কিছু না হোক, আপনার সহানুভূতি তো পেলাম! থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আমি তা হলে আসি এখন,' মিষ্টি হেসে উল্টো ঘুরল জেনি। 'কোনোকিছুর দরকার হলে ডাকবেন আমাকে।'

'নিশ্চয়ই।'

চলে গেল মেয়েটা। ঘাড় ফেরাতে গিয়ে আইলের ওপাশের এক বৃদ্ধার উপর চোখ পড়ল রানার। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। রানা তাকাতেই বললেন, 'চমৎকার মেয়ে, ইয়াং ম্যান। তোমার পাশে খুব মানাবে ওকে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'তবে ও-ধরনের কোনও চিন্তা মাথায় নেই আমার।'

'আজকালকার জেনারেশন নিয়ে এই-ই হলো সমস্যা!' একটু যেন খেদ প্রকাশ পেল বৃদ্ধার কণ্ঠে। 'সবকিছুই বাজিয়ে দেখতে চায়। আরে বাবা, প্রথম দেখায় প্রেম বলে কি কিছু নেই?'

'সরি, প্রেমে পড়িনি আমি।'

'বুঝেছি, সবক দরকার তোমার।' রানার পাশের সিট খালি, নিজের সিট ছেড়ে ওখানে এসে বসলেন বৃদ্ধা। ফোল্ড করা ট্রে মেলে তাতে রাখলেন নিজের ডিনার। পাশ ফিরে বললেন, 'এখানে বসলে কোনও অসুবিধে নেই তো?'

বসে তো পড়েছেন-ই, এখন আর আপত্তি জানিয়ে লাভ কী—মনে মনে ভাবল রানা। মুখে সৌজন্যমূলক হাসি ফুটিয়ে বলল, 'না, না। বি মাই গেস্ট।'

হাসলেন বৃদ্ধা। হাত বাড়িয়ে নিজের নাম বললেন, 'মিসেস রোজামুণ্ড গুডজনসন।'

'মাসুদ রানা।' হাত মেলাল রানা।

'ইণ্ডিয়ান?'

'উঁহুঁ। বাংলাদেশি।'

'নাইস টু মিট ইউ। লস অ্যাঞ্জেলেসে কি বেড়াতে যাচ্ছ?'

'জী না। ব্যবসায়িক কাজে।'

'আমি যাচ্ছি মেয়ে আর মেয়েজামাইয়ের কাছে। প্রতি মাসেই যাই—নাতিপুতির মুখ না দেখলে ভাল লাগে না। এই ফ্লাইটের পার্মানেন্ট ফিকশ্চার হয়ে গেছি বলতে পারো।'

'ওখানেই শিফট হয়ে যান না কেন?'

'মাথা খারাপ! অত বড় শহরের ধুলোবালি একদমই সহ্য হয় না আমার। ফ্লোরিডার সাগরপারে থাকি... এমন চমৎকার জায়গা ছেড়ে কে যায় ওখানে মরতে!'

'বুঝতে পারছি।'

'তো যা বলতে চাইছিলাম তোমাকে... লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট!' সোৎসাহে শুরু করলেন মিসেস গুডজনসন। 'আমার হাজব্যাণ্ড... মানে, মিস্টার গুডজনসন আর আমার বেলাতে কিন্তু তা-ই ঘটেছিল। নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানের কথা সেটা... মায়ামির একটা উৎসবে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বয়স কতই বা হবে আমার তখন—এই ধরো ষোলো-সতেরো...'

শুরু হয়ে গেল বকাবকানি। বুঝতে পারল রানা, মহিলা নিঃসঙ্গ। সম্ভবত বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই। সুযোগ পেয়েই তাই সুখ-দুখের কাহিনি শোনাতে শুরু করেছেন ওর মত অচেনা একজন মানুষকে। মায়া হলো ওর... তবে বিশ মিনিট পেরিয়ে

যাবার পরেও যখন শেষ হলো না তাঁর গল্প, একটু বিরক্ত বোধ করল। গত চব্বিশ ঘণ্টায় চোখ বোজার সময় পায়নি ও, ব্যস্ত থেকেছে ব্রিফ তৈরি করা নিয়ে। ভেবেছিল বিমানে উঠে একটু ঘুমিয়ে নেবে। কিন্তু মিসেস গুডজনসেনের পাল্লায় পড়ে ঘুম তো দূরের কথা, ডিনারটাও ঠিকমত করতে পারেনি। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সব খাবার।

দুই চুমুকে অ্যাপল জুস শেষ করে ও বলল, 'এক্সকিউজ মি, ম্যাম। আমাকে একটু বাথরুমে যেতে হবে।'

'ওহ্, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!' তাড়াতাড়ি বললেন মিসেস গুডজনসেন। 'আচ্ছা, তুমি আবার বিরক্ত হচ্ছ না তো?'

'না, না। বাথরুম থেকে এসে আবার শুনব আপনার গল্প।'

সিট ছেড়ে উঠে পড়ল রানা। পিছনদিককার ল্যাভেটরিতে চলে গেল। এখন আর লাইন নেই ওখানে। প্রথমটাতে ঢুকে দরজা আটকাল ও। বেসিনের কল ছেড়ে এক আঁজলা পানি মুখে ছিটাল। মাথা দপ্ দপ্ করছে ঘুমের অভাবে। আয়নায় দেখল, লাল হয়ে আছে দু'চোখ।

একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়। ল্যাভেটরির বাল্কহেডে হেলান দিয়ে চোখ মুদল ও।

ডিনারে ব্যস্ত যাত্রীরা। খালি গ্লাসের একটা ট্রে নিয়ে হার্নান্দেজের দিকে এগোল ফিয়োনা। ট্রে-র তলায় ধরে রেখেছে মেটাল বক্সটা। কাছে এসে একটু মাথা ঝোঁকাল। ফিসফিস করে বলল, 'স্যর, ইন-ফ্লাইট এন্টারটেইনমেন্টের সময় হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল হার্নান্দেজ। তার সামনে থেকে সরে গেল ফিয়োনা। যাত্রীদের মাঝে নিজের বাকি সঙ্গীদের উদ্দেশে

চোখ পিটপিট করে সঙ্কেত দিল। তারপর উল্টো ঘুরে চলে গেল গ্যালিতে।

সিট থেকে উঠে দাঁড়াল হার্নান্দেজ। তার দেখাদেখি উঠল বিশালদেহী রেড ইণ্ডিয়ান আর হালকা-পাতলা গড়নের চশমাধারী এক তরুণ—হঠাৎ দেখায় ভার্সিটি-পড়ুয়া ছাত্রের মত লাগে তাকে। একে একে তিনজনেই উদয় হলো গ্যালিতে।

'পার্টি শুরু করা যাক,' বলল হার্নান্দেজ।

'অবশ্যই,' বলল ফিয়োনা। খুলে ফেলল মেটাল বক্সের ঢাকনা। ভিতর থেকে উঁকি দিল কয়েকটা পিস্তল আর হ্যাণ্ড গ্রেনেড।

পিস্তলগুলো ছোট, কালো, আর কুৎসিত। বিমানের ভিতরে ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। অত্যন্ত শক্তিশালী—রিকয়েলের ধাক্কা এত প্রচণ্ড যে সবটুকু শক্তি দিয়ে পিস্তলের গ্রিপ চেপে না ধরলে ব্যবহারকারীর কবজি নির্ঘাত ভেঙে যাবে। ত্রিশ ফুট দূর থেকে এর ধ্বংস ক্ষমতা হতবাক করে দেয়। বারো ফুট দূর থেকে পেটে গুলি করলে নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে আসবে। আর ছয় ফুট দূর থেকে নিখুঁতভাবে আলাদা করে দিতে পারে মাথা। অথচ একটা জেটলাইনারের প্রেশার হাল ফুটো করার ক্ষমতা নেই।

দ্রুত সবার মাঝে বিতরণ করা হলো পিস্তল আর গ্রেনেডগুলো।

'বিমানে কোনও এয়ার-মার্শাল আছে?' ইতস্তত করে জানতে চাইল তরুণ দুর্বৃত্ত।

'উঁহুঁ,' ফিয়োনা মাথা নাড়ল। 'দু-দুজন এফবিআই এজেন্ট আছে ভেবেই বোধহয় কোনও এয়ার-মার্শাল রাখা হয়নি

এ-ফ্লাইটে।'

'রিল্যাক্স, মন্টগোমারি,' তরুণ সঙ্গীর কাঁধে হাত রাখল এলক্ হর্ন, মানে, রেড ইণ্ডিয়ান। 'কেউ আমাদেরকে ঠেকাতে পারবে না।'

'চলো,' বলল হার্নান্দেজ। 'সময় হয়েছে।'

অস্ত্র হাতে গ্যালি থেকে বেরিয়ে গেল চারজন।

বিমানের আপার ডেকে কেইনকে তখন ডিনার করাচ্ছে দুই এফবিআই এজেন্ট। তার মুখের কাছে এক চামচ সবজি তুলে ফ্যানিং বলল, 'লক্ষ্মী ছেলের মত সবজি খাও, বাছা। নইলে ডেজার্ট পাবে না।' হাসল নিজের রসিকতায়।

'ক'টা বাজে?' নিরাসক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কেইন।

'কেন, কোথাও যাবে নাকি? কোথায়?'

শীতল হাসি ফুটল কেইনের ঠোঁটে। 'হ্যাঁ। তবে আমি না... তোমরা।' আড়চোখে দেখতে পাচ্ছে, নীচ থেকে স্টেয়ারকেস ধরে নিঃশব্দে উদয় হয়েছে হার্নান্দেজ। 'পরপারে!'

'কী?' ভুরু কোঁচকাল পারকিনসন।

ইহকালে ওটাই তার মুখ থেকে উচ্চারিত শেষ শব্দ। ত্রিশ ফুট দূর থেকে গুলি করে তার খুলি উড়িয়ে দিল হার্নান্দেজ। রক্ত আর মগজ ছিটকাল... ভিজে গেল কেইনের মুখের একপাশ।

চমকে উঠে কোটের ভিতরে হাত ঢোকাল ফ্যানিং, চেষ্টা করল অস্ত্র বের করে আনতে... কিন্তু সফল হলো না। মাথা দিয়ে তার মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড এক আঘাত হানল কেইন, তারপর কুঁজো হয়ে গেল সিটের উপরে—ক্লিয়ার করে দিল লাইন অভ ফায়ার। নিষ্কম্প হাতে এবার দ্বিতীয় গুলিটা চালাল হার্নান্দেজ। কপালে তৃতীয় নয়ন নিয়ে সিট থেকে উল্টে পড়ে গেল নিহত এজেন্ট।

উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যানিঙের লাশের গায়ে একদলা থুতু ফেলল কেইন। তারপর হার্নান্দেজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাণ্ডকাফ খোলো।'

'ইয়েস, বস!' তড়িঘড়ি করে পারকিনসনের পকেট হাতড়াতে শুরু করল মেক্সিকান।

ইতিমধ্যে গুলির শব্দে আরোহীরা সবাই সচেতন হয়ে উঠেছে, সার সার লম্বা সিটে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে প্রত্যেকে, চেহারায় হতচকিত বিপন্ন ভাব। ফার্স্ট ক্লাস থেকে সব যাত্রীকে খেদিয়ে নিয়ে আসা হলো কোচে, জড়ো করা হলো ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টদেরকেও; তারপর পজিশন নিল সন্ত্রাসীরা—কোচের সামনের দিকে ফিয়োনা, মাঝামাঝি জায়গায় রেড ইণ্ডিয়ান, আর একেবারে পিছনে মণ্টগোমারি। চেহারায় মারমুখো ভাব নিয়ে হাতের অস্ত্র তুলল তারা, দেখাল সবাইকে।

'ও কে,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল ফিয়োনা, 'আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের সবার কাছে ফায়ার আর্মস আছে। এ ছাড়াও আছে হাই এক্সপ্লোসিভ গ্রেনেড...' একযোগে একটা করে গ্রেনেড উঁচু করে দেখাল তিন সন্ত্রাসী। যাত্রীদের দৃষ্টি পালা করে ঘুরে এল প্রত্যেকের উপর, নিখাদ আতঙ্ক ভরা চোখে হাইজ্যাকারদের কীর্তিকলাপ দেখছে তারা। 'গ্রেনেডগুলোর প্রতিটিরই প্লেনটাকে উড়িয়ে দেবার মত এক্সপ্লোসিভ পাওয়ার রয়েছে। একটা ব্যাটল ট্যাংকের গা তৈরি করা হয় ছয় ইঞ্চি মোটা ইস্পাত দিয়ে, অনেকেই জানেন আপনারা। এই গ্রেনেডের রয়েছে সেই ছয় ইঞ্চি মোটা ইস্পাতকে ভেঙে ভিতরের লোকগুলোকে হত্যা করার মত বিস্ফোরণ ক্ষমতা। প্লিজ, কেউ হিরো সাজতে যাবেন না। পিস্তলের গুলিতে যদি না-ও মরেন, গ্রেনেড ফাটিয়ে সবাইকে খুন

করব আমরা... প্রয়োজনে আত্মাহুতি দেব।' কণ্ঠস্বরে কিছুটা দুষ্টামির সুর ফুটল ফিয়েনার, সেই সঙ্গে মৃদু হাসির আওয়াজ। 'বিলিভ মি, গ্রেনেডগুলো যদি ফাটে, নর্থ পোল থেকেও শোনা যাবে আওয়াজ।'

মৃদুমন্দ বাতাসে গাছের পাতা যেমন কাঁপে তেমনি কাঁপতে লাগল আরোহীরা, কাছেপিঠে কোথাও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল একজন মহিলা। চাপা গলার কান্না, কেউ এমনকী তার দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

'তবে দয়া করে কেউ উদ্বিগ্ন হবেন না,' বলে চলল ফিয়োনা। 'সে-ধরনের কিছু ঘটতে যাচ্ছে না। কারণ আমি জানি আপনারা সবাই আমার নির্দেশগুলো মেনে চলবেন। তারপর... সব যখন ভালয় ভালয় শেষ হবে, যে যার ঠিকানায় ফিরে গিয়ে বুক ফুলিয়ে দুঃসাহসিক এই অভিজ্ঞতার কাহিনি বলতে পারবেন বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনকে। সো রিল্যাক্স, অ্যাণ্ড এনজয় দ্য ফ্লাইট।'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এখনও কাঁদছে মহিলা, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে এখন ছোট একটা বাচ্চা।

কোচের মাঝামাঝি জায়গায় বসে আছে এক ধ্যানমগ্ন ক্যাথলিক প্রিস্ট। আশ্চর্যরকম শান্ত দেখাচ্ছে তাকে। লোকটার পাশে বসা এক মাঝবয়েসী মহিলা অনুনয় করলেন, 'ফর গডস্ সেক, ফাদার! কিছু একটা বলুন ওদের!'

মাথা ঘুরিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকাল প্রিস্ট। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'দুঃখিত, আমি ফাদার নই। আমার নাম লিরয়। কিছু মনে করবেন না, উপরতলায় যেতে হচ্ছে আমাকে।'

সিট থেকে উঠে দাঁড়াল ছদ্মবেশী লোকটা। হাত নাড়ল ফিয়োনার উদ্দেশে। কাছে গিয়ে কিছু একটা নিল ওর কাছ থেকে,

তারপর হনহন করে এগোল আপার ডেকে যাবার সিঁড়ির দিকে। উপরে পৌঁছে দেখল, তাদের বন্দি নেতাকে মুক্ত করেছে হার্নান্দেজ।

দু'হাতে কবজি ডলছিল কেইন। লিরয়কে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'ফ্লাইট ডেকের চাবি কোথায়?'

'ফিয়োনা দিয়েছে,' পকেট থেকে চাবি বের করল লিরয়। 'এই তো।'

'লেটস্ গো।'

হার্নান্দেজের কাছ থেকে একটা পিস্তল নিল কেইন। দুই সঙ্গীকে নিয়ে এগোল ককপিটের দিকে। ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে পৌঁছে গেল ওখানে। পুরো বিমান জুড়ে কী ঘটছে গত কয়েক মিনিট ধরে, তার আভাস পায়নি ককপিটে বসা পাইলট, কো-পাইলট আর ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার। সন্ত্রাসীদেরকে অস্ত্র হাতে ঢুকতে দেখে চমকে উঠল।

পিস্তল তুলে ক্যাপ্টেনের দিকে তাক করল কেইন। সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বুঝে নিল ওরা।

'প্লেনের নিয়ন্ত্রণ নিলাম আমি,' ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকাল কেইন। 'কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টের সুইচ অফ করে দাও।'

ঝট্ করে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন। ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার এক এক করে তার রেডিওগুলো বন্ধ করে দিতে শুরু করল—প্রথমে ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি সেটগুলো, তারপর হাই ফ্রিকোয়েন্সি আর আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি।

'এবার স্যাটেলাইট রিলে,' নির্দেশ দিল কেইন। মুখ তুলে

তার দিকে তাকাল ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার, হাইজ্যাকারের জ্ঞানের বহর দেখে বিস্মিত হয়েছে।

'সাবধান, স্পেশাল রিলেতে হাত দেবে না!' হিসহিস করে উঠল কেইন।

চোখ পিট পিট করল ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার। কেউ জানে না, কোম্পানির কিছু লোক ছাড়া কারও জানার কথা নয় যে এই প্লেনে স্পেশাল রিলে সিস্টেম আছে! খুদে বোতামটা রয়েছে তার ডান হাঁটুর পাশেই, একবার শুধু টিপে দিলেই অরল্যাণ্ডো এয়ারপোর্ট কণ্ট্রোল জেনে যাবে হাইজ্যাকারদের পাল্লায় পড়েছে ফ্লাইট সিক্স-নাইন-ফোর—ফ্লাইট ডেকের প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার শুনতেও পাবে তারা। ধীরে ধীরে ডান হাঁটুর কাছ থেকে হাতটা সরিয়ে আনল সে।

'স্পেশাল রিলের সার্কিট থেকে ফিউজটা সরাও।' ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারের মাথার উপর অনেকগুলো বাক্স, সঠিক বাক্সটার দিকেই আঙুল তাক করল কেইন। আবার একবার ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল ইঞ্জিনিয়ার, চাবুকের মত শব্দ বেরুল কেইনের গলা থেকে।

'কারও দিকে তাকাতে হবে না, আমি যা বলছি করো!'

সাবধানে ফিউজটা সরাল ইঞ্জিনিয়ার, সামান্য একটু শিথিল হলো কেইনের কাঁধের পেশি।

আবার নির্দেশ দিল সে, 'ডিপারচার ক্লিয়ার‍্যান্স পড়ে শোনাও।'

'রেইডারের আওতা থেকে বেরিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে যাবার অনুমতি পেয়েছি আমরা। উনচল্লিশ হাজার ফিট পর্যন্ত উঠতে পারব।'

'তোমার পরবর্তী *অপারেশন্স নরম্যাল*-এর সময় বলো।' অপারেশন্স নরম্যাল হলো রুটিন রিপোর্ট—এল.এ. কন্ট্রোলকে জানাতে হবে প্ল্যান অনুসারেই এগোচ্ছে ফ্লাইট।

'এগারো মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ড পর।' ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারের বয়স বেশি হলে পঁয়ত্রিশ হবে, মাথায় সোনালি চুল। কপালটা চওড়া, এখন সেখানে ঘাম চিকচিক করছে। সপ্রতিভ চেহারা, বিপদের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ট্রেইনিংও নেয়া আছে তার।

ক্যাপ্টেনের দিকে মুখ ফেরাল কেইন, পরস্পরকে বোঝার চেষ্টায় দু'জনের দৃষ্টি অনেকক্ষণ এক হয়ে থাকল। ক্যাপ্টেনের মাথায় কালোর চেয়ে সাদা চুলই বেশি, বড়সড় গোল খুলি কামড়ে রয়েছে। ষাঁড়ের মত চওড়া ঘাড়, আর মাংসল মুখ দেখে তাকে কসাই বা চাষী বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক—কিন্তু তার চোখ জোড়া স্থির, আচরণ শান্ত এবং দৃঢ়। লোকটাকে একদমই পছন্দ হলো না কেইনের।

'আমি চাই কথাগুলো আপনি বিশ্বাস করুন,' কাটা কাটা গলায় বলল কেইন। 'মৃত্যুর কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা... সেইসঙ্গে বিমানের সমস্ত যাত্রী। সবার দায়িত্ব আপনার কাঁধে, ক্যাপ্টেন! শুধু যদি আপনি আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন, ওরা সবাই নিরাপদে থাকবে। এই একটা কথা আপনাকে আমি দিতে পারি।'

'বিশ্বাস করলাম,' বলে একবার মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। 'কী করতে হবে আমাকে?'

হার্নান্দেজের কাছ থেকে একটা চিরকুট নিল কেইন। তুলে দিল ক্যাপ্টেনের হাতে। 'এই নিন আমাদের নতুন ডেসটিনেশন।'

বলল সে। 'নতুন একটা কোর্স চাই আমি, বাতাসের মতিগতি আর পৌঁছুবার সময় সহ। পরবর্তী অপারেশন্স নরম্যাল রিপোর্ট পাঠাবার পরপরই নতুন কোর্স ধরবেন...' ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকাল সে, সময় জানতে চায়।

'নয় মিনিট আটান্ন সেকেণ্ড,' সঙ্গে সঙ্গে জানাল ইঞ্জিনিয়ার।

'নতুন কোর্স ধরবেন খুব আস্তে-ধীরে, ব্যালেন্স থাকা চাই। আমরা চাই না প্যাসেঞ্জারদের গ্লাস থেকে শ্যাম্পেন ছলকে পড়ুক, ঠিক আছে?'

শান্ত ভঙ্গিতে সায় দিলেন ক্যাপ্টেন।

কয়েক মিনিট কেউ কোনও কথা বলল না। তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার, 'ত্রিশ সেকেণ্ড পর অপারেশন্স নরম্যাল।'

'ঠিক আছে, হাই ফ্রিকোয়েন্সি অন করে রিপোর্ট পাঠাও।'

'এল.এ. অ্যাপ্রোচ, দিস ইজ ট্রান্স-প্যাসিফিক ফ্লাইট সিক্স-নাইন-ফোর।'

'গো অ্যাহেড, সিক্স-নাইন-ফোর।'

'অপারেশন্স নরম্যাল,' হেডসেটে বলল ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার।

'রজার, সিক্স-নাইন-ফোর। রিপোর্ট এগেন ইন ফোরটি মিনিটস্।'

'ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কেইন। 'সেট অফ করো,' বলে ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল সে। 'ফ্লাইট ডাইরেক্টর ডিজএনগেজ করুন, বাঁক নিয়ে নতুন কোর্স ধরুন নিজ হাতে—দেখা যাক কতটা নরমভাবে কাজটা করতে পারেন আপনি।'

বিমান-চালনার অপূর্ব প্রদর্শনী চাক্ষুষ করল সে, মাত্র এক মিনিটে ষাট ডিগ্রি দিক বদল সহজ কথা নয়। টার্ন অ্যাণ্ড ব্যালেন্স

ইণ্ডিকেটরের কাঁটা এক চুল এদিক-ওদিক নড়ল না। বাঁক নেয়া শেষ হতে হাসল কেইন।

'থ্যাঙ্কস্,' বলল সে, 'আপনাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। বাকিটা আমরাই করে নিতে পারব।'

কেউ কিছু বলার আগেই ট্রিগার চাপল নির্দয় খুনিরা। পর পর তিনটে বুলেট ঢুকে গেল পাইলট, কো-পাইলট আর ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারের খুলিতে। সিটে এলিয়ে পড়ল তাদের দেহ।

লিরয়ের দিকে ফিরল কেইন। নির্দেশ দিল, 'টেক ওভার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে এগোল লিরয়। সিট থেকে টান দিয়ে সরিয়ে আনল ক্যাপ্টেনের লাশ। তারপর নিজে ওখানে বসে ফ্লাইট কন্ট্রোলের দায়িত্ব নিল।

হার্নান্দেজকে নীচে পাঠিয়ে দিল কেইন। লাশ সরিয়ে বসল কো-পাইলটের সিটে। আর তখুনি খড়খড় করে উঠল রেডিও।

'ফ্লাইট সিক্স-নাইন-ফোর, দিস ইজ অরল্যাণ্ডো টাওয়ার।'

'গো অ্যাহেড, টাওয়ার,' হেডফোন কানে লাগিয়ে বলল কেইন।

'ফ্লাইট প্ল্যানে ডেভিয়েশন লক্ষ করছি আমরা। কারণ কী?'

'বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হলো, তাই...' হালকা গলায় বলল কেইন।

'হোয়াট! হু ইজ দিস?'

'আমার নাম কেইন... ডেমিয়েন কেইন। আর এই বিমান এখন আমার দখলে। গুডবাই।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল কেইন।

ছয়

বাইরে থেকে চিৎকার, চেঁচামেচি আর হৈচৈ-এর আওয়াজ শুনে সচকিত হয়ে উঠল রানা। একটু পরেই পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ভেসে এল ফিয়োনার কণ্ঠ। মেয়েটার হুমকিবাণী চুপচাপ শুনল ও, উত্তেজিত হলো না, তাতে কোনও লাভ নেই। ও যে ল্যাভেটরিতে আছে, তা সম্ভবত জানা নেই হাইজ্যাকারদের। কেউ ওকে বেরুতে বলছে না এখান থেকে। আপাতত জায়গাটা মন্দ নয়। বাইরের হৈ-হল্লা থামার জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে রানার মাথায়। অনেক ধরনের কৌশল খেলা করছে মগজে, কিন্তু সেগুলোর কোন্‌টা প্রয়োগ করবে, তা জানে না। আগে পরিস্থিতি যাচাই করা প্রয়োজন। মিনিট পনেরো পেরিয়ে গেলে সাবধানে ল্যাভেটরির দরজা খুলল ও, পাল্লা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল বাইরে। এক সেকেণ্ডের মধ্যে কোচে পজিশন নেয়া সন্ত্রাসীদের লোকেশন দেখে নিল, সেইসঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল আশপাশে।

ল্যাভেটরির ধারেকাছে নেই কেউ, তাই কুঁজো হয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এল রানা। কোচ এবং বিমানের পিছনদিককার পার্টিশনের আড়ালে গা-ঢাকা দিল ও। মাথার উপরে, বাল্কহেডের

গায়ে ঝুলছে একটা এয়ার-ফোন। হাত তুলে ক্রেডল থেকে রিসিভার নামাল, দ্রুত ডায়াল করল ট্রান্স-প্যাসিফিকের হেডকোয়ার্টারের নাম্বারে।

অরল্যাণ্ডোর ট্রান্স-প্যাসিফিক হেডকোয়ার্টারে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। বৃহদায়তন কনফারেন্স রুমকে অপারেশন্স সেন্টারে পরিণত করছে ব্যস্ত স্টাফের দল, ওখান থেকেই হাইজ্যাক সিচুয়েশন মনিটর করা হবে।

টপ লেভেলের একজন এগজিকিউটিভের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কনফারেন্স রুমে ঢুকলেন অ্যালান ব্র্যাডফোর্ড।

'আমাদের বিমানে ডেমিয়েন কেইনের ট্রানজিট কে অথোরাইজ করেছে?' বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি।

'কেউ না,' বলল এগজিকিউটিভ। 'এফবিআইয়ের কাজের ধরন নিশ্চয়ই আপনি জানেন। আগে থেকে কোনও নোটিফিকেশন দেয়নি। টিকেটের বুকিং দিয়েছে কেবল; শেষ মুহূর্তে এয়ারপোর্টে এসে জানিয়েছে, একজন কয়েদিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। বিমানের টপ ডেক খালি করার হুকুম দিয়েছে। এই ফ্লাইটে যাত্রী কম ছিল, তাই হেডকোয়ার্টারের ক্লিয়ারেন্স নেয়ার প্রয়োজন হয়নি। ক্লিয়ারেন্স নেয়ার কিছু নেইও... পুরো বিমানও যদি চেয়ে বসে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ, আমাদেরকে সেটা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে হবে। আমরা অসহায়!'

'সেক্ষেত্রে এ-ঘটনার দায়ও ওদেরকেই নিতে হবে,' রাগী গলায় বললেন ব্র্যাডফোর্ড। 'নইলে মামলা ঠুকব আমরা।'

'যা-ই করা হোক,' হতাশ গলায় বলল এগজিকিউটিভ, 'পাবলিক আমাদেরকেই দুষবে। আমাদের ইমেজের দফা-রফা

হয়ে গেছে।'

আশপাশের লোকজনকে তটস্থ হতে দেখে উল্টো ঘুরলেন ব্র্যাডফোর্ড। পক্বকেশ এক বৃদ্ধ এসে ঢুকেছেন কনফারেন্স রুমে। অ্যাডিসন কোল—ট্রান্স-প্যাসিফিকের চেয়ারম্যান এবং সি.ই.ও। থমথম করছে চেহারা।

'অ্যালান!' কামরায় ঢুকেই হাঁক ছাড়লেন তিনি। ভূমিকা-টুমিকা করলেন না, সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'কে ঘাপলা করেছে?'

চেহারায় বিরক্তি ভর করল ব্র্যাডফোর্ডের। বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি বলির পাঁঠা খোঁজাটা বোধহয় ঠিক হবে না, মি. কোল।'

'ভুল,' বললেন কোল। 'পিঠ বাঁচানোর রাস্তা শুরুতেই ঠিক করে রাখা ভাল। যদি কারও নাম বলতে না চাও, তা হলে তোমাকে দিয়েও কাজ চলবে আমার।'

হার মানলেন ব্র্যাডফোর্ড। ইতস্তত করে বললেন, 'জেসন কালেন আমাদের এয়ারলাইন সিকিউরিটির অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর। কো-ইনসিডেন্স বলতে পারেন, তবে গত কয়েকদিন থেকে ও এ-ধরনের ঘটনা ঠেকাবার জন্য অ্যান্টি-টেরোরিজম ইউনিট চালু করার ব্যাপারে কাজ করছে।'

'খুব খারাপ,' জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করলেন কোল। 'জেসনকে খুবই পছন্দ করি আমি। কিন্তু... নিজেদের দিকটাও তো ভাবতে হবে!'

কর্ডলেস টেলিফোন নিয়ে এক অ্যাসিসটেন্ট এগিয়ে এল। 'মি. ব্র্যাডফোর্ড, মাসুদ রানা নামে এক ভদ্রলোক লাইনে আছেন।'

'ওকে বলে দাও, আমরা এখন ক্রাইসিসের মধ্যে আছি,'

খেঁকিয়ে উঠলেন ব্র্যাডফোর্ড। 'পরে কথা বলব।'

'এক্সকিউজ মি, স্যর... ভদ্রলোক বলছেন, উনি নাকি এ-মুহূর্তে আমাদের হাইজ্যাক হওয়া বিমানে আছেন। মি. জেসন কালেনের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

চমকে উঠল সবাই।

তাড়াতাড়ি অ্যাসিসটেন্টের কাছ থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে কানে ঠেকালেন ব্র্যাডফোর্ড।

'মি. রানা, দিস ইজ অ্যালান ব্র্যাডফোর্ড। আপনি কোথায়?'

ওপাশ থেকে খসখসে আওয়াজে ভেসে এল রানার গলা—ট্রান্সমিশন দুর্বল, ধরা পড়ার ভয়ে কথাও আস্তে বলতে হচ্ছে ওকে।

'বিমানের আফট সেকশনে আছি আমি,' জানাল ও, 'লেফট বাল্কহেডের পিছনে। জেসন আছে আপনার সঙ্গে?'

'না, মি. রানা। আপাতত আমার সঙ্গেই কথা বলতে হবে আপনাকে। কী ঘটছে উপরে?'

'বিমান দখল করে নিয়েছে টেরোরিস্টরা। চারজনকে দেখতে পেয়েছি আমি, উপরে সম্ভবত আরও এক বা দু'জন আছে। কারা এরা, কোত্থেকে এল... বুঝতে পারছি না। আপনাদের কাছে কোনও ইনফরমেশন আছে?'

'ইয়েস, মি. রানা। ডেমিয়েন কেইন নামে একজন বন্দি টেরোরিস্টকে ওই বিমানে নিয়ে যাচ্ছিল এফবিআই। ও-ই...'

'আর কিছু বলতে হবে না। নামটার সঙ্গে আমি পরিচিত। বিমানে ওঠার আগে আমাকে এ-বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি কেন?'

'আমরা নিজেরাই জানতাম না। কেইন এবং ওর এসকর্টরা

শেষ মুহূর্তের যাত্রী।'

'হুম। কেইনের ফাইল স্টাডি করা আছে আমার, মি. ব্র্যাডফোর্ড। প্রফেশনাল টেরোরিস্ট... গত দশ বছরে আটটা বিমান হাইজ্যাক করেছে সে। বোমা মেরেছে অন্তত এক ডজন জায়গায়। বহু নিরীহ মানুষ মারা পড়েছে ওর হাতে। বলতে বাধ্য হচ্ছি, ও-ই যদি হাইজ্যাকারদের লিডার হয়, বুঝে নিতে হবে, পরিস্থিতি তা হলে খুবই খারাপ। সাধারণ কোনও ক্রিমিনাল নয় কেইন, একজন ম্যানিয়াক। হাইজ্যাকিঙের পর জিম্মিদের খুন করা ওর অভ্যাস। ও যদি...'

'হোয়াটএভার, মি. রানা,' বাধা দিয়ে বললেন ব্র্যাডফোর্ড। 'আমার কথা শুনুন। আমরা চাই, আপনি হাইজ্যাকারদের লিডারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, জেনে নিন ওদের দাবি-দাওয়া। ট্রান্স-প্যাসিফিকের চেয়ারম্যান আছেন আমার সঙ্গে, ওদেরকে জানান—আমরা নেগোশিয়েট করতে চাই।'

'আমার কথা আপনি বোধহয় বুঝতে পারেননি, মি. ব্র্যাডফোর্ড,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'ডেমিয়েন কেইনের সঙ্গে নেগোশিয়েট করে কোনও লাভ নেই। ও একটা ঠাণ্ডা মাথার খুনি। দাবি মেনে নেয়া হলেও নিজের ট্রেইল লুকানোর জন্য বিমানের প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জারকে খুন করবে সে। অতীতে একাধিকবার তা-ই করেছে!'

'তা হলে কী করতে বলেন আপনি?'

'আমাকে হ্যাণ্ডেল করতে দিন ব্যাপারটা। এ-সব সিচুয়েশন ট্যাকেল করবার অভিজ্ঞতা আছে আমার।'

'না, মি. রানা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ব্র্যাডফোর্ড। 'হিরো সাজবার কোনও দরকার নেই...'

'সরি, আর কথা বলতে পারছি না,' তাঁকে থামিয়ে দিল রানা। 'উইশ মি লাক।'

লাইন কেটে দিল ও।

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে মূর্তির মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন ব্র্যাডফোর্ড। তারপর টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলেন সখেদে।

'কার ফোন?' জানতে চাইলেন কোল।

'মাসুদ রানা, স্যর,' বললেন ব্র্যাডফোর্ড। 'যার মাধ্যমে অ্যান্টি-টেরোরিজম ইউনিট চালু করতে চাইছি আমরা। ওর কথা বলেছি আপনাকে ক'দিন আগে।'

'হ্যাঁ, মনে আছে। ও সিক্স-নাইন-ফোরে?'

মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে থেমে গেলেন ব্র্যাডফোর্ড। হন্তদন্ত ভঙ্গিতে কনফারেন্স রুমে ঢুকেছে জেসন কালেন। বিরক্ত স্বরে বললেন, 'ছিলে কোথায়? আমরা কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, জানো?'

'সরি, স্যর,' বিব্রত স্বরে বলল জেসন। 'ফেডারেল এভিয়েশনের সঙ্গে কথা বলছিলাম... ওরা বিভিন্ন ডিটেইলস্ জানতে চাইছিল।'

'জাহান্নামে যাক ফেডারেল এভিয়েশন। রানার ফোন মিস করেছ। ও সিক্স-নাইন-ফোরে, এ-খবর তুমি জানো?'

'জী, স্যর।' জেসন মাথা ঝাঁকাল। 'আমি নিজেই ওকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।'

'তোমার বন্ধু নাকি?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন কোল।

সায় দিল জেসন। তারপর চোখ ফেরাল ব্র্যাডফোর্ডের দিকে। 'কী বলেছে রানা?'

তিক্ততা ফুটল ব্র্যাডফোর্ডের চেহারায়। 'ভদ্রলোক একটা ঝামেলা পাকাতে যাচ্ছেন বলে সন্দেহ করছি আমি।'

'খামোকা ভয় পাচ্ছেন, স্যর। ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসার মানুষ নয় রানা। যা-ই করুক, বুঝে-শুনে করবে। যাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি নেবে না ও কিছুতেই।'

'তা-ই যেন হয়,' বিড়বিড় করলেন ব্র্যাডফোর্ড।

সাত

বিমানের ভিতরে, কোচ সেকশনের দুই আইল ধরে টহল দিচ্ছে মন্টগোমারি আর এলক্ হর্ন। হাতে অলস ভঙ্গিতে ধরে রেখেছে আগ্নেয়াস্ত্র, ক্ষণে ক্ষণে অগ্নিদৃষ্টি হানছে দু'পাশে বসে থাকা যাত্রীদের দিকে। মাঝবয়েসী এক মহিলা ফুঁপিয়ে উঠতেই ধমক খেলো মন্টগোমারির।

'অ্যাই! কান্নাকাটি কীসের? ছিঁচকাঁদুনে মেয়েরা আমার দু'চোখের বিষ। হাসুন বলছি!'

দাঁত খিঁচানোর মত বীভৎস একটা চেহারা করল মহিলা, হাসতে পারছে না। দৃশ্যটা দেখে হো হো করে হেসে উঠল এলক্ হর্ন।

'প্যাথেটিক!' বিরক্ত গলায় বলল মন্টগোমারি।

ঠিক তখুনি বিমানের পিছন দিক থেকে ভেসে এল ধাম ধাম জাতীয় কয়েকটা শব্দ। ঝট্ করে সেদিকে মুখ ঘোরাল সন্ত্রাসীরা। চমকে গেছে।

কোচ সেকশনের দুই এণ্ট্রান্সে দাঁড়িয়ে আছে হার্নান্দেজ আর ফিয়োনা। সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে মেক্সিকান সন্ত্রাসী জিজ্ঞেস করল, 'হোয়াট দ্য হেল ইজ দ্যাট?'

'কিছু বাড়ি খাচ্ছে মনে হয়,' ফিয়োনা বলল।

সিট থেকে উঠে দাঁড়াল জেনি। বলল, 'ল্যাভেটরি ডোরের আওয়াজ ওটা। টার্বিউলেন্সের ঝাঁকিতে মাঝে মাঝে খুলে যায় ওগুলো, বাড়ি খায় বাল্কহেডে। আমি বন্ধ করে আসব?'

'থ্যাঙ্কস, ডিয়ার,' কপট সুরে বলল হার্নান্দেজ। 'তবে তোমার এত লক্ষ্মী মেয়ে না হলেও চলবে। চুপচাপ সিটে বসে থাকো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে পড়ল জেনি।

মন্টগোমারির দিকে তাকাল হার্নান্দেজ। 'চেক করে এসো।'

পিস্তল উঁচিয়ে আফট সেকশনে চলে এল মন্টগোমারি। জেনির কথাই ঠিক। হাট হয়ে খুলে আছে দুই ল্যাভেটরির দরজা। বিমান নড়ে উঠলেই দড়াম করে বাড়ি খাচ্ছে ফ্রেম আর বাল্কহেডের গায়ে।

সতর্কভাবে এগোল তরুণ সন্ত্রাসী। প্রথম স্টলটা চেক করল, কেউ নেই ভিতরে। দরজা আটকে দিয়ে দ্বিতীয় স্টলে গেল। ওখানেও নেই কেউ। সন্তুষ্ট হয়ে উল্টো ঘুরতে যাবে, এমন সময় আকাশ ভেঙে পড়ল তার উপরে।

ল্যাভেটরির ছাতের উপরে ফাঁকা একটু জায়গা আছে। ওখানে লুকিয়ে ছিল রানা। প্রতিপক্ষ অসতর্ক হবার সঙ্গে সঙ্গে প্যানেল সরিয়ে ভারী পাথরের মত তার গায়ের উপর আছড়ে পড়ল ও।

তাল হারাল মন্টগোমারি, হুড়মুড় করে পড়ে গেল। কমোডের কিনারায় ঠুকে গেল মাথা। আর্তনাদ করে উঠল ব্যথায়। নির্দয়ের মত পিছন থেকে কলার মুঠো করে ধরে টেনে তাকে দাঁড় করাল রানা। এক হাতে ধরে ফেলল পিস্তলধরা কবজি, অন্যহাত দিয়ে সজোরে তার মুখ ঠুকে দিল আয়নায়।

কাঁচ ভাঙার আওয়াজ হলো। চৌচির হয়ে গেল আয়না। ব্যথায় আবারও চেঁচাল মন্টগোমারি, কিন্তু পরমুহূর্তে সচল হয়ে উঠল। ঝটকা মেরে রানার বাঁধন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করল। ঘুরে যেতে শুরু করল ওর দিকে। রানা টের পেল, লোকটার চওড়া কবজি পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে ওর মুঠো থেকে। পিস্তলটা মুক্ত করে ফেললেই সর্বনাশ। তাই হাঁটু দিয়ে লোকটার পেটে একটা গুঁতো মারল ও। হুশ করে বাতাস বেরুল মন্টগোমারির মুখ থেকে, ল্যাভেটরির দেয়ালে ঢলে পড়ল সে।

পিস্তলটা কেড়ে নিল রানা। তারপর মনের সুখ মিটিয়ে দুটো ঘুসি মারল লোকটার রক্তাক্ত মুখে। নাকটা সমান হয়ে গেল মন্টগোমারির, কপালের একপাশ ফুলে উঠল বেঢপভাবে। প্রায়-অচেতন দশা এখন তার। টান দিয়ে তাকে ল্যাভেটরি থেকে বের করে আনল রানা। মানব-বর্মের ভঙ্গিতে ধরল শরীরের সামনে। তারপর কপালের পাশে পিস্তল ঠেকিয়ে হুকুম দিল, 'মুভ!'

পায়ে পায়ে দু'জনে বেরিয়ে এল আফট সেকশন থেকে। পার্টিশন পেরুতেই চোখে পড়ল হার্নান্দেজকে। মন্টগোমারিকে কয়েক দফা ডেকেও সাড়া না পাওয়ায় খোঁজ নিতে আসছিল। সঙ্গীর দশা দেখে থমকে দাঁড়াল।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল সে।

পাঁই করে ঘুরল এলক্ হর্ন আর ফিয়োনা। দু'জনের মুখ দিয়েই বেরিয়ে এল একই ধরনের খেদোক্তি।

'খবরদার!' গমগম করে উঠল রানার গলা। 'এক পা-ও এগিয়ো না এদিকে। নইলে গুলি করে এই লোকের খুলি উড়িয়ে দেব।'

গোলাগুলির ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন প্যাসেঞ্জার। সিট ছেড়ে অনেককেই দেখা গেল মেঝেতে কুঁজো হয়ে বসে পড়তে। হাইজ্যাকাররাও হতভম্ব হয়ে পড়েছে। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল হার্নান্দেজ, ফিয়োনা আর এলক্ হর্ন। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

মন্টগোমারিকে ধাক্কা দিয়ে দু'পা এগোল রানা। হুকুম দেয়ার সুরে বলল, 'আর্মস্ ফেলে দাও। নইলে গুলি চালাতে বাধ্য হব আমি।'

'বোকামি করছ, মিস্টার,' খ্যাপাটে কণ্ঠে বলল হার্নান্দেজ। 'আমরা তিনজন, তুমি একা। কিছুতেই পেরে উঠবে না আমাদের সঙ্গে।'

'সেটা ভেবে যদি শো-ডাউনে নামতে চাও, আপত্তি নেই আমার।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল হার্নান্দেজ। পোড়-খাওয়া যোদ্ধা সে, অভিজ্ঞ চোখে আরেকজন যোদ্ধাকে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। বুঝতে পারছে, কঠিন পাত্রের পাল্লায় পড়েছে। গোলাগুলি করে খুব একটা লাভ হবে না, সুবিধেজনক পজিশনে রয়েছে প্রতিপক্ষ। মন্টগোমারিকে বর্ম হিসেবে পাচ্ছে, প্রয়োজনে লাফ দিয়ে আফট সেকশনের পার্টিশনের ওপাশে চলে যেতে পারবে। না, ভিন্ন কৌশল খাটাতে হবে লোকটাকে বাগে পেতে চাইলে।

'ওকে ছেড়ে দাও, মিস্টার,' বলল হার্নান্দেজ। 'নইলে যাত্রীদেরকে খুন করতে শুরু করব আমরা।'

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিন্দুমাত্র চিহ্ন ফুটল না রানার চেহারায়। জানে, দুর্বলতা প্রকাশ করলে এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটবে ওর লড়াইয়ের। তাই ধাপ্পা দেয়ার জন্য হালকা সুরে বলল, 'ভেবেছ ওদের পরোয়া করি আমি? উঁহুঁ, আই কেয়ার ওনলি অ্যাবাউট মাইসেলফ। প্রয়োজনে দু'চারজনকে আমি নিজেও গুলি করতে পারি, বুঝেছ?' গলার স্বর কঠিন হলো ওর। 'ফালতু হুমকি দিয়ে লাভ নেই, অস্ত্র ফেলে দিয়ে পিছিয়ে যাও!'

'যদি না যাই?'

'পোর্টহোলে গুলি করতে বাধ্য হব আমি। একটা ফুটোই যথেষ্ট... আমরা সবাই উড়ে চলে যাব আকাশে। ইউ সি... মরতে যদি হয়ই, আমি একা মরব না, সবাইকে নিয়ে মরব।'

মুখ কালো হয়ে গেল হার্নান্দেজের। রানাকে জানালার দিকে পিস্তল তাক করতে দেখে আঁতকে উঠল। তাড়াতাড়ি বলল, 'অ্যাই, অ্যাই! করছ কী! শান্ত হও! ঠিক আছে, তোমার কথাই সই।'

রানার দিকে অস্ত্র তাক করে রেখে পায়ে পায়ে পিছাতে শুরু করল তিন হাইজ্যাকার। পিস্তলগুলো ফেলে দেয়ার ব্যাপারে বেশি চাপাচাপি করল না রানা; এত সহজে ওরা যে অস্ত্র ফেলবে না, তা জানা কথা।

পর্দা সরিয়ে আপার গ্যালিতে পৌঁছুল ওরা, সেখান থেকে ফার্স্ট ক্লাসে। মন্টগোমারিকে ঠেলে রানাও এগোল। গ্যালি পেরিয়ে পৌঁছুল ফার্স্ট ক্লাসের খালি সেকশনে। আপার ডেকে যাওয়ার সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে থামল হার্নান্দেজ। উপরদিকে

তাকিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'কেইন! এখানে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে!'

পদশব্দ শোনা গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে এল ডেমিয়েন কেইন। প্রথমবারের মত একত্র হলো তার আর রানার চোখ। পরস্পরকে নীরবে যাচাই করে নিল ওরা।

ফাইলে ছবি দেখেছে, কিন্তু মুখোমুখি হয়ে রানা অনুভব করল—ছবিতে কেইন লোকটার সত্যিকার ভয়ঙ্করত্বের কিছুই ফুটে ওঠেনি। ক্ষুরধার শীতল দৃষ্টির আড়ালে নির্মম এক খুনিকে দেখতে পেল ও, বুঝতে পারল—মানুষটা পুরোপুরি বিকারগ্রস্ত। ভায়োলেন্স শুধু তার পেশা বা শখ নয়, একই সঙ্গে নেশাও বটে।

কেইনও শান্ত ভঙ্গিতে রানাকে মাপছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ওকে। স্থির দু'চোখ, সেইসঙ্গে শান্ত এবং দৃঢ় আচরণ লক্ষ করে অস্বস্তি অনুভব করল। কঠিন একটা পরিস্থিতিতে রয়েছে অদ্ভুত যুবকটি, অথচ হাবভাবে এক ফোঁটাও বিচলিত মনে হচ্ছে না। রক্তাক্ত এবং গোঙাতে থাকা মন্টগোমারিকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, প্রয়োজনে এই লোক যথেষ্ট নিষ্ঠুরও হতে জানে। উপলব্ধি করল কেইন, একে ছোট করে দেখা ঠিক হবে না।

কয়েক মুহূর্ত চলল নীরব দৃষ্টি বিনিময়, তারপর কেইন জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার হিরোটি কে?'

গ্যালি থেকে ফ্লাইট ম্যানিফেস্ট নিয়ে এসেছে ফিয়োনা। তাতে চোখ বুলিয়ে বলল, 'মাসুদ রানা। বিজনেসম্যান।'

'কোন্ ধরনের বিজনেস করেন আপনি, জানতে পারি, মি. রানা?'

জবাব দিল না রানা। কাঠখোট্টা গলায় নির্দেশ দিল, 'আর্মস

ফেলে দাও। নইলে তোমাদের বন্ধুর খুলি উড়িয়ে দেব!'

'তা-ই?' সকৌতুকে বলল কেইন। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। চোখের পলকে হাতে বেরিয়ে এল পিস্তল, নিমেষে দু'বার ট্রিগার চাপল মন্টগোমারিকে লক্ষ্য করে।

বুক ফুটো হয়ে গেল তরুণ হাইজ্যাকারের, আর্তনাদ করে উঠল। ভীষণভাবে ঝাঁকি খেলো দেহটা। তাকে প্রতিপক্ষের দিকে ছুঁড়ে দিল রানা, ডাইভ দিল উল্টোদিকে। গ্যালিতে ঢুকে পড়ল। কিন্তু ওখানে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে, হুড়মুড় করে তার গায়ে ধাক্কা খেলো ও। দু'জনে জড়াজড়ি করে পড়ে গেল মেঝেতে। মানুষটাকে জড়িয়ে ধরল রানা, গড়ান দিয়ে চলে এল পার্টিশনের আড়ালে। আর তখুনি মেঝেতে মাথা কুটল কেইনের লক্ষ্যভ্রষ্ট তৃতীয় বুলেট।

শরীর বের করল না, শুধু হাত প্রসারিত করে আড়াল থেকে ফার্স্ট ক্লাসের দিকে আন্দাজে দুটো গুলি করল রানা। ওদিক থেকে ভেসে এল শাপ-শাপান্ত আর পদশব্দ—হাইজ্যাকাররা পাগলের মত কাভার খুঁজছে। আছড়ে-পিছড়ে উঠে বসল রানা। পিস্তল ঘোরাল গ্যালির দ্বিতীয় মানুষটার দিকে। এতক্ষণে চিনল তাকে।

জেনি হোয়াইট! সিট ছেড়ে উঠে এসেছে মেয়েটা।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' ঝাঁঝালো গলায় বলল রানা, রাগের ঠেলায় সম্বোধন পাল্টে ফেলেছে। 'এখানে কী করছ?'

'কী করছেন আপনারা, তা দেখতে চাইছিলাম,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জেনি। 'যা বুঝলাম, মাথা আমার না... আপনারটাই খারাপ হয়ে গেছে! কোন্ সাহসে যুদ্ধ বাধাচ্ছেন

এতগুলো টেরোরিস্টের সঙ্গে?'

'এ-ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।' বলে টান দিয়ে মেয়েটাকে নিজের পাশে নিয়ে এল রানা। 'এখানেই থাকো, নইলে তোমার গায়ে গুলি লাগবে।'

আড়াল থেকে আরেক দফা গুলি করল রানা। শত্রুকে ঘায়েল করতে পারল না, তবে তাদেরকে ফার্স্ট ক্লাসে আটকে রাখা গেল।

'আপনার প্ল্যানটা কী?' জানতে চাইল জেনি।

'আপাতত প্রাণ বাঁচানো,' রানা বলল।

'গুড প্ল্যান!' কপট সুরে বলল জেনি।

ওর কথা শেষ হতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল কেইনের চিৎকার।

'রানা! আত্মসমর্পণ করো! কোনও আশা নেই তোমার। ম্যাগাজিন খালি হতেই কোণঠাসা হবে তুমি। তারচেয়ে হার মেনে নাও। নইলে একা তুমিই মরবে না, নিরীহ যাত্রীদেরকেও খুন করব আমি!'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল রানা। চোখে আঙুল দিয়ে আসল সমস্যাটা দেখিয়ে দিয়েছে ধুরন্ধর টেরোরিস্ট—ওর অ্যামিউনিশন সীমিত। কিন্তু আত্মসমর্পণ করলেও ব্যাপারটা ওখানেই চুকে যাচ্ছে না। নির্ঘাত ওকে খুন করা হবে। এবং তারপর টেরোরিস্টদেরকে ঠেকাবার আর কেউ থাকে না।

চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল ও চারপাশে। গ্যালির ছোট্ট এলিভেটরটার উপর চোখ পড়তেই থেমে গেল। জেনির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'ওটাই আমাদের এস্কেপ রুট।'

'আমাদের মানে!'

'দুঃখিত, তুমিও আসছ আমার সঙ্গে। হাইজ্যাকারদের সামনে দিয়ে সিটে ফিরতে পারবে না।'

টান দিয়ে মেয়েটাকে এলিভেটরের দিকে নিয়ে গেল রানা। দরজা খুলে দুজনে উঠে পড়ল তাতে।

আট

'লাস্ট চান্স, রানা!' গর্জে উঠল কেইন। 'বেরিয়ে এসো!'

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না গ্যালির দিক থেকে। ভুরু কুঁচকে গেল সন্ত্রাসী-নেতার, মাথা ঘোরাল সঙ্গীদের দিকে, ওরা সবাই সিটের পিছনে আশ্রয় নিয়েছে। ইশারায় তাদেরকে হামলা চালাতে নির্দেশ দিল সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এলক্ হর্ন আর হার্নান্দেজ। দু'পাশের দুই আইল ধরে সন্তর্পণে গ্যালির দিকে রওনা হলো তারা। পিছন থেকে তাদেরকে কাভার দিচ্ছে কেইন আর ফিয়োনা।

গ্যালির দুই এন্ট্রান্সের মুখে গিয়ে একটু থামল হর্ন আর হার্নান্দেজ। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝোঁকাল, তারপরেই ঝড়ের মত হানা দিল ওখানে। কিন্তু কেউ নেই ভিতরে। ঝট্ করে এলিভেটরের দিকে তাকাল হার্নান্দেজ। গুঞ্জন করছে মোটর,

লোয়ার গ্যালির দিকে রওনা দিয়েছে এলিভেটর।

'ড্যাম ইট!' গাল দিয়ে উঠল সে।

'কী হয়েছে?' পিছন থেকে উদয় হলো কেইন।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল হার্নান্দেজ। বিশালদেহী রেড ইণ্ডিয়ান ঝাঁপিয়ে পড়ল এলিভেটরের দরজার উপর। নিজের আসুরিক শক্তি ব্যবহার করে চেষ্টা করল দরজাটা খুলতে। কিন্তু সফল হলো না।

'নীচে কী?' ফিয়োনার কাছে জানতে চাইল হার্নান্দেজ।

'লোয়ার গ্যালি,' ফিয়োনা বলল। 'ওখান থেকে লোয়ার ডেকের বিভিন্ন অংশে যাওয়া যায়।'

'হোয়াটএভার!' আশ্চর্যরকম শান্ত দেখাচ্ছে কেইনকে। 'বদ্ধ একটা জায়গা ওটা। পিঠে পাখা না গজালে কোথাও যাবার উপায় নেই লোকটার। আটকা পড়েছে মাসুদ রানা।' মেক্সিকান সঙ্গীর দিকে ফিরল। 'তুমি আর ফিয়োনা যাত্রীদেরকে সামলাও। হর্ন আর আমি রানাকে দেখছি।'

লোয়ার গ্যালিতে পৌঁছে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। গাদাগাদি হয়ে ভিতরে হাঁসফাঁস করছিল রানা আর জেনি, ছিটকে বেরিয়ে এল ওখান থেকে।

ধাতস্থ হবার জন্য মাত্র এক সেকেণ্ড নিল রানা, তারপরেই একটা খালি ফুড কার্ট টেনে গোঁজের মত আটকে দিল এলিভেটরের দরজায়। এখন আর ওটা উপরে উঠবে না। এরপর নজর দিল লোয়ার গ্যালির ভিতরে। ব্যস্ত চোখে কী যেন খুঁজছে।

জেনি তখনও হাঁপাচ্ছে। দম একটু ফিরে পেতেই জিজ্ঞেস করল, 'কী খুঁজছেন?'

'এভিয়োনিক্স কম্পার্টমেন্টে যাবার হ্যাচটা কোথায়, জানো?'

'কেন?'

'বিমানটাকে আকাশ থেকে ফেলে দেয়ার একটা উপায় বের করা দরকার।'

চোখে বিস্ময় ফুটল জেনির। পাগল নাকি লোকটা!

'আকাশ থেকে ফেলে দেবেন মানে? এটা একটা জাম্বো জেট। চাইলেই একটা জাম্বো জেটকে আকাশ থেকে নামানো যায় না!'

'দেখাই যাক!'

হ্যাচটা খুঁজে পেয়েছে রানা। হাতলে মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল।

'অ্যাই, দাঁড়ান!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জেনি। 'আপনি ওখানে যেতে পারবেন না।'

ওর কথা অগ্রাহ্য করল রানা। ঢুকে পড়ল এভিয়োনিক্স কম্পার্টমেন্টে।

পিছু পিছু ছুটে এল জেনি। ওকে জাপটে ধরল পিছন থেকে। সর্বশক্তিতে ওকে আটকে রাখার চেষ্টা করছে। সামান্য ধস্তাধস্তি হলো। পাঁজরের উপর কনুই দিয়ে হালকা একটা গুঁতো মারতেই বাঁধন আলগা করতে বাধ্য হলো মেয়েটা। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। ওকে ঠেসে ধরল লোয়ার ডেকের দেয়ালে।

'বড্ড মারকুটে স্বভাবের মেয়ে তুমি,' মৃদু অভিযোগের সুরে বলল রানা।

'পাঁচ-পাঁচটা ভাইয়ের সঙ্গে বড় হবার কুফল,' বলল জেনি। শরীর মোচড়াল। 'ছাড়ুন আমাকে!'

'উঁহুঁ। আগে শান্ত হও।'

শান্তহ আছে আমি। ছাড়ুন।'

'আবার আমাকে মারতে চাইবে না তো?'

'না... ছাড়ুন তো!'

জেনির কাছ থেকে সরে এল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ওকে লক্ষ্য করে একটা ঘুসি ছুঁড়ল মেয়েটা। মাথা একটু হেলিয়ে আঘাত এড়াল ও, খপ্ করে ধরে ফেলল হাতটা। মোচড় দিতেই শরীর ঘুরে গেল জেনির। মোচড়ানো হাতটা ওর পিঠের উপর তুলে ফেলল রানা, আবার চেপে ধরল দেয়ালে।

'তোমাকে দেখছি একদমই বিশ্বাস করা যাবে না!' বিরক্ত গলায় বলল ও।

'আর আপনাকে বুঝি খুব বিশ্বাস করা যায়?' ফুঁসে উঠল জেনি। 'উপরের হাইজ্যাকারদের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই আপনার। বরং তারচেয়েও খারাপ বলা যায়। ওরা স্রেফ দখল করেছে বিমান, আর আপনি চাইছেন এটাকে ক্র্যাশ করাতে!'

'ভুল একটা ধারণা নিয়ে বসে আছ তুমি,' রানা বলল। 'আমি সুইসাইডাল ম্যানিয়াক নই। প্লেনটাকে মাটিতে নামাতে চাইছি শুধুই সবার জীবন বাঁচানোর জন্য।'

'মানে?'

'ব্যাখ্যা করতে পারি সবটা, কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে, মারামারি না করে আমার কথা শুনবে।'

ইতস্তত করল জেনি। বলল, 'ঠিক আছে। কথা দিচ্ছি।'

মেয়েটাকে আবার মুক্তি দিল রানা। পিছাল দু'পা, কিন্তু সতর্ক দৃষ্টি রাখল ওর দিকে। এবার অবশ্য আগ্রাসী আচরণ করল না জেনি। কবজি ডলতে ডলতে ঘুরল ওর দিকে। তারপর বলল, 'বলুন কী বলবেন।'

'আমাদের পরিচয়টাই এখনও ঠিকমত হয়নি,' রানা বলল। 'আমি মাসুদ রানা। ডিরেক্টর অভ রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট। তোমাদের এয়ারলাইনে অ্যান্টি-টেরোরিজম ইউনিট চালু করার ব্যাপারে কাজ করছি আমি। ইন ফ্যাক্ট, সেই কারণেই স্টকহোল্ডার্স মিটিং অ্যাটেণ্ড করবার জন্য লস অ্যাঞ্জেলেসে যাচ্ছিলাম।'

'আপনি সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট? ট্রান্স-প্যাসিফিকের সঙ্গে জড়িত?' সন্দিহান গলায় বলল জেনি। 'কই... কেউ বলেনি তো!'

'ব্যাপারটা এখনও অফিশিয়াল হয়নি। তবে উপরে যেতে পারলে তোমাকে কাগজপত্র দেখাতে পারব।'

'ব্যাপারটা বড্ড কাকতালীয় হয়ে গেল না?' ভুরু কোঁচকাল জেনি। 'আপনি যে-বিমানে উঠেছেন, সেটাই হাইজ্যাক হলো?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই তো সন্ধ্যা হয়... এ ছাড়া আর কী বলব?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল জেনি। রানার চেহারায় খেলা করছে নির্ভয়, নিষ্ঠুরতা আর একই সঙ্গে মমতা। চোখদুটো আশ্চর্য মায়াময়, সেদিকে একবার তাকালে অনুভব করা যায়—এই লোককে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে না। আচমকাই হৃদয়ে আলোড়ন উঠল... জেনি উপলব্ধি করল, অদ্ভুত এই যুবকটিকে ভুল বুঝেছে সে।

'সরি, মি. রানা,' লজ্জিত গলায় বলল ও। 'উত্তেজনার বশে পাগলামি করে ফেলেছি...'

'ইটস্ ওকে,' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রানা। 'আমি কিছু মনে করিনি। তবে *মিস্টার* ডাকাটা বন্ধ করলে খুশি হব।'

'যা তোমার মর্জি,' হাসি ফুটল জেনির ঠোঁটে। হাত বাড়িয়ে

দিল। 'আমি জেনিফার হোয়াইট। বন্ধুরা আমাকে জেনি বলে ডাকে।'

'নাইস টু মিট ইউ, জেনি,' রানাও হাসল। 'বন্ধুরা আমাকে রানা ডাকে।' হাত মেলাল।

'নাইস টু মিট ইউ টু, রানা!'

'এবার তা হলে আমি কাজে নামতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু বিমানকে কেন নামাতে চাইছ তুমি?'

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলল রানা। 'হাইজ্যাকারদের লিডারকে তো দেখেছ। ওর নাম ডেমিয়েন কেইন। খুবই ভয়ঙ্কর এক টেরোরিস্ট, ইন্টারপোলের মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে গত দশ বছর ধরে নাম আছে তার। ম্যানিয়াক টাইপের লোক... যদি দেরি করি, প্যাসেঞ্জারদের খুন করবার সুযোগ পাবে সে। তাই দ্রুত ওকে ঘায়েল করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, যতক্ষণ আকাশে থাকছি আমরা, কেউ ওর কাছ ঘেঁষতে পারছে না... কেউ ওকে থামাতে পারছে না। কিন্তু ওকে যদি মাটিতে নামতে বাধ্য করতে পারি, তা হলে পরিস্থিতির উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাবে সে। বিমান ঘেরাও করতে পারবে পুলিশ আর এফবিআই, প্রয়োজনে কমাণ্ডো হামলা চালিয়ে মুক্ত করতে পারবে আমাদেরকে।'

'বুঝলাম, কিন্তু যেভাবে তুমি প্লেনকে নামাতে চাইছ, তা বিপজ্জনক নয়?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু তারচেয়েও বিপজ্জনক কেইনের মত একটা ম্যানিয়াকের সঙ্গে আকাশে থাকা।'

বিশাল এক জাংশান বক্সের সামনে পৌঁছে থামল ওরা। ডালা খুলল রানা। ভিতরটা রঙ-বেরঙের হাজারো তারে ভরা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও। তারের জঞ্জাল ঘেঁটে নির্দিষ্ট কয়েকটা তার

আলাদা করল।

'ছুরি-টুরি কিছু আছে তোমার কাছে?' জিজ্ঞেস করল জেনির দিকে তাকিয়ে।

'না,' মাথা নাড়ল জেনি। 'তবে লোয়ার গ্যালিতে কাটলারিজ থাকে। দাঁড়াও, নিয়ে আসছি এক্ষুণি।'

ছুটে চলে গেল ও। ফিরে এল একটু পরে। রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল প্লাস্টিকের একটা ডিনার নাইফ। খুব ধারালো নয়, তবে কাজ চলবে।

ছুরি নিয়ে তারগুলো কাটতে শুরু করল রানা।

নয়

আপার গ্যালিতে এলিভেটরের দরজা নিয়ে যুদ্ধ করছে এলক্ হর্ন। একটা ডিনার ট্রে-র কোনা ঢুকিয়ে দিয়েছে দরজার ফাঁকে। চাড় দিয়ে খোলার চেষ্টা করছে পাল্লা। পিছনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে তার কাজ দেখছে কেইন। হঠাৎ তার মনোযোগে ছেদ পড়ল বাইরে থেকে বিচ্ছিরি একটা আওয়াজ ভেসে আসায়।

খক্ খক্ করে কেশে উঠেছে জাম্বো জেটের ইঞ্জিন!

প্লেন ঝাঁকি খেল না, সাবলীল গতিতে এতটুকু বিঘ্নও সৃষ্টি হলো না; শুধু জোড়া ইঞ্জিনের ধারাবাহিক যান্ত্রিক গুঞ্জনে মাঝে

মধ্যে ক্ষণস্থায়ী অথচ স্পষ্ট ছেদ পড়ছে। প্রতিটি ইঞ্জিন আলাদাভাবে খক্‌খক্‌ করছে, তবে ধীরে-সুস্থে, যেন দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে একজন বক্তা গলা পরিষ্কার করে নিচ্ছে। ভ্রূকুটি দেখা দিল কেইনের কপালে।

নীরব কেবিনে জ্যান্ত হয়ে উঠল পিএ সিস্টেম, যেন নখ দিয়ে বোর্ড আঁচড়াল কেউ।

'বস! উপরে আসুন!' লিরয়ের গলা।

আবার কেশে উঠল ইঞ্জিন, আওয়াজটা আগের চেয়ে চড়া, যেন মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

'এখানেই থাকো,' রেড ইণ্ডিয়ানকে বলল কেইন। 'আমি দেখে আসছি ব্যাপারটা কী।'

ঘুরে পা বাড়াতে গেল সে, আর তখুনি আরও জোরে কেশে উঠল ইঞ্জিন, সেইসঙ্গে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো বিমান। তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল কেইন, কোনোমতে গ্যালির বাল্কহেডে হাত রেখে সামলাল নিজেকে। হর্নের কপাল তত ভাল নয়, তৈরি ছিল না, তাই আছড়ে পড়ল এলিভেটরের দরজায়।

নাক নিচু হয়ে গেছে বিমানের। গ্যালির কেবিনেটগুলোর পাল্লা খুলে গেল, ঝনঝন করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ভিতরের বাসন-কোসন আর গ্লাস। কোচের দিক থেকে ভেসে এল যাত্রীদের হাহাকার আর আতঙ্কিত চেঁচামেচি। আকাশ থেকে খসে পড়তে শুরু করেছে জাম্বো জেট।

আছড়ে-পাছড়ে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছুল কেইন, সেখান থেকে আপার ডেক হয়ে ককপিটে। ভিতরে ঢুকতেই দেখল, কন্ট্রোল কলাম নিয়ে রীতিমত যুদ্ধ করছে লিরয়। মুখ ভিজে গেছে ঘামে।

'হচ্ছেটা কী?' খেঁকিয়ে উঠল কেইন।

মুখ ঘোরাল না লিরয়। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'ক্র্যাশ... আমরা ক্র্যাশ করছি!'

ট্রান্স-প্যাসিফিকের অপারেশন্স রুম থেকে এল খবরটা। হন্তদন্ত হয়ে একজন টেকনিশিয়ান এসে জানাল, 'স্যর, রেইডার স্ক্রিন থেকে হারিয়ে গেছে সিক্স-নাইন-ফোর।'

'হোয়াট!' গর্জে উঠলেন ব্র্যাডফোর্ড। 'হারিয়ে গেছে মানে?'

'সম্ভবত রেইডার অলটিচ্যুডের নীচে নেমে গেছে।'

'অথবা ক্র্যাশ করেছে,' বললেন অ্যাডিসন কোল। ব্র্যাডফোর্ডের দিকে ফিরলেন। 'ক্র্যাশ হলে মন্দ হয় না। অন্তত হাইজ্যাকিঙের চেয়ে ভাল পরিণতি ওটা। মিডিয়াকে সহজে সামাল দেয়া যাবে।'

বিবমীষা অনুভব করল জেসন। এরা মানুষ না অন্য কিছু? যেখানে নিরীহ যাত্রীদের প্রাণ বিপন্ন, সেখানে এরা ভাবছে কোম্পানির ইমেজ আর নিজেদের পিঠের চামড়া নিয়ে!

গলা খাঁকারি দিল ও। 'এক্সকিউজ মি, স্যর। এখুনি খারাপ কিছু ভাবা ঠিক হবে না। এমনও হতে পারে, ওরা ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে।'

টেকনিশিয়ানের দিকে তাকালেন কোল। 'ওদের লোকেশনের আশপাশে কোনও এয়ারপোর্ট বা এয়ারফিল্ড আছে?'

মাথা নাড়ল টেকনিশিয়ান। 'অন্তত একটা জাম্বো জেটকে ল্যাণ্ড করাবার মত নেই।'

'তোমার থিয়োরি টিকছে না, জেসন,' মুখ ঘোরালেন কোল। 'আশা করা যাক ওরা ক্র্যাশ-ই করছে।'

'মাফ করবেন, স্যর... আমি একটু টয়লেটে যাব,' বলে

কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে এল জেসন। লোকটার সামনে বসে থাকার আর রুচি হচ্ছে না ওর।

গড! রানা কোথায়? কী করছে ও?

'কী বলতে চাও?' জিজ্ঞেস করল কেইন। 'ক্র্যাশ করছি মানে?'

আঙুল দিয়ে ফিউয়েল গজের উপর টোকা দিল লিরয়। কাঁটাটা দ্রুত ঘুরে যাচ্ছে শূন্যের ঘরে। জ্বলে উঠেছে লাল বাতি। ডিসপ্লে-তে ভেসে উঠেছে:

ম্যানুয়াল ইমার্জেন্সি ফিউয়েল ভয়েড।

'মানে কী এর?' হতভম্ব গলায় জানতে চাইল কেইন।

'কেউ একজন আমাদের ফিউয়েল ডাম্প করে দিচ্ছে, বস!' লিরয় ব্যাখ্যা করল।

'কী! কীভাবে সেটা সম্ভব? ফিউয়েল ডাম্পিং শুধুমাত্র ককপিট থেকে করা যায়।'

'আমার ধারণা এভিয়োনিক্সের জাংশান বক্সে কেরামতি করছে লোকটা। ককপিটের সমস্ত কন্ট্রোল ওখান দিয়েই এসেছে।'

দাঁতে দাঁত পিষল কেইন। 'নিশ্চয়ই সে মাসুদ রানা!'

'সেটা আবার কে?' বিস্মিত হলো লিরয়। রানার খবর এখনও পায়নি সে।

'এক মিস্টার হিরো আছে বিমানে। মন্টগোমারিকে জিম্মি করেছিল। আমাদের তাড়া খেয়ে লোয়ার ডেকে গিয়ে ঢুকেছে।'

'ব্যাটাকে থামাচ্ছেন না কেন?'

'এলিভেটরের দরজা জ্যাম করে দিয়েছে হারামজাদা। হর্ন চেষ্টা করছে ওটা খুলতে।'

'ভেরি ব্যাড,' মাথা নাড়ল লিরয়। 'সেক্ষেত্রে এখুনি এই

লোহার জাঙ্কটাকে ল্যাণ্ড করাবার মত জায়গা খুঁজে বের করতে হবে, নইলে ক্র্যাশ করে মরব আমরা।'

কো-পাইলটের সিটে বসে পড়ল কেইন। 'আমি তোমাকে সাহায্য করছি।'

পিএ সিস্টেম অন্ করল লিরয়। 'প্যাসেঞ্জারদের বলছি, প্লিজ, যে-যার সিট-বেল্ট বাঁধুন। নো স্মোকিং। কাপড়চোপড় থেকে চশমা ও তীক্ষ্ণ জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলুন। সামনের দিকে ঝুঁকে বসার প্রস্তুতি নিন—হাঁটুর উপর ক্রস করে রাখা হাতের উপর কপাল রাখুন। ক্র্যাশ পজিশন।'

কথা শেষ করে কেইনের দিকে তাকাতেই বিরক্তি লক্ষ করল।

'ওদেরকে সাবধান করে দেবার প্রয়োজন ছিল না,' কেইন বলল। 'দু'চারজনের ঘাড় ভাঙলে আমি বরং খুশিই হই।'

'ইয়ে... আসলে আমাদের লোকজনের কথা ভেবে অ্যানাউন্সমেন্ট করেছি,' নার্ভাস হাসি হাসল লিরয়। 'প্যাসেঞ্জারদের জন্য না।'

'বাদ দাও। আমি কন্ট্রোলে থাকছি। তুমি ল্যাণ্ডিং সাইট খুঁজে বের করো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কন্ট্রোল কলাম ছেড়ে দিল লিরয়। একটা চার্ট খুলে কোলের উপর বিছাল। জিপিএস-এ নিজেদের পজিশন দেখে মেলাল ওটার সঙ্গে।

'নাগালের ভিতর একটাই এয়ারফিল্ড দেখতে পাচ্ছি,' কয়েক মিনিট পর বলল সে। 'লেক লুসিল, লুইযিয়ানা।'

'খুব ভাল,' মন্তব্য করল কেইন। 'ল্যাণ্ডিঙের প্রস্তুতি নাও।'

'একটাই সমস্যা, ওদের রানওয়ে বড্ড ছোট... আমাদের জেটকে নিতে পারবে না।'

'আর কোনও বিকল্প আছে?'

'না, নেই।'

'তা হলে লেক লুসিল-ই সই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কন্ট্রোল কলাম ধরল লিরয়। 'সিটবেল্ট বেঁধে ফেলুন, বস। ল্যাণ্ডিং খুব রাফ হবে।'

'হাতের কাছে খালি একবার পেয়ে নিই লোকটাকে!' বেল্ট আটকাতে আটকাতে বিড়বিড় করল কেইন। 'চামড়া খুলে লবণ মাখিয়ে দেব।'

রেডিও অন্ করল লিরয়। 'লেক লুসিল টাওয়ার, দিস ইজ ট্রান্স-প্যাসিফিক ফ্লাইট সিক্স-নাইন-ফোর। ডু ইউ রিড মি?'

কয়েক দফা ডাকাডাকির পর ঘুমজড়িত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল ওপাশ থেকে।

'দিস ইজ লেক লুসিল। হাউ মে আই হেল্প ইউ?'

'বিপদে পড়েছি আমরা,' লিরয় জানাল। 'ইমার্জেন্সি অ্যাপ্রোচ করছি আপনাদের এয়ারফিল্ডের দিকে। ল্যাণ্ডিং ইনস্ট্রাকশন চাই।'

চমকে গেল অপরপক্ষ। ঘুম ঘুম ভাব দূর হয়ে গেল কণ্ঠ থেকে। প্রতিবাদের সুরে বলল, 'নেগেটিভ, সিক্স-নাইন-ফোর! এটা কোনও কমার্শিয়াল এয়ারপোর্ট নয়। আমরা আপনাদের সাইজের বিমানকে অ্যাকোমোডেট করবার জন্য ইকুইপড্ নই। প্লিজ, ব্যাটন রুজে যান।'

'আপনাদের পরামর্শ চাইনি আমি!' কড়া গলায় বলল লিরয়। 'কোনও বিকল্প নেই আমাদের। হয় ল্যাণ্ডিং ইনস্ট্রাকশন দিন, নইলে তৈরি হোন এয়ারফিল্ড থেকে আমাদের ধ্বংসস্তূপ সরাতে!'

গাল দিয়ে উঠল অপরপক্ষ। তাড়াতাড়ি ল্যাণ্ডিঙের খুঁটিনাটি

জানিয়ে দিল—রানওয়ে হেডিং, এয়ারোড্রোম লেভেলে অ্যাটমস্ফেরিক প্রেশার, বাতাসের মুখ আর গতি, ইত্যাদি। 'আপনাদের স্ক্রিনে ট্রান্সপণ্ডার ব্লিপ দেখে এয়ারফিল্ডের সঠিক পজিশন জানতে পারবেন,' সবশেষে বলল লোকটা। 'তখন আবার যোগাযোগ করবেন।'

কেইনের দিকে ফিরল লিরয়। 'আমরা খুব ধীরে, নীচ দিয়ে এগোব। স্ক্রিনে ব্লিপ দেখা গেলে কন্ট্রোলের সব দায়িত্ব আমার, একশো দশ নটে নামিয়ে আনব স্পিড।'

'ঠিক আছে,' সায় দিল কেইন।

আড়াইশো ফুটে নেমে এল জাম্বো জেট, নাক বরাবর আরও বিশ মাইল এগোল। তারপর ওয়েদার স্ক্রিনে ফুটল সবুজ ফোঁটা। লেক লুসিলের সঙ্গে যোগাযোগ করল লিরয়।

'আমরা আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছি,' জানানো হলো টাওয়ার থেকে। 'রানওয়ে লাইট জ্বেলে দেয়া হচ্ছে, ওগুলো লক্ষ্য করে এগোন। ফর গডস্ সেক, আমি এখনও জানি না কীভাবে আপনারা থামাবেন বিমানকে। রানওয়ের শেষ মাথায় নিচু ফসলি খেত আছে... আমার ধারণা প্লেন নিয়ে ওখানে হুমড়ি খেয়ে পড়বেন আপনারা।'

'ওসব নিয়ে আমাকে চিন্তা করতে দিন,' বলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল লিরয়।

'সামনে আলো,' বলে উঠল কেইন।

'ফ্ল্যাপস্,' নির্দেশ দিল লিরয়।

সেন্টার কনসোলে একটা লিভার রয়েছে, বাঁ হাত বাড়িয়ে সেটা অপারেট করল কেইন। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের ডান দিকে পজিশন ইণ্ডিকেটর, তাতে চোখ রেখে পাইলটের সমস্ত আচরণ

লক্ষ করছে সে।

স্পিড কমছে, কিন্তু আরও কমাবার জন্যে তাগাদা দিল লিরয়। একটু পর ল্যাণ্ডিং গিয়ার নামাতে বলল সে। আপাতত নেতৃত্ববোধ বিসর্জন দিয়েছে কেইন, রোবটের মত নির্দেশ পালন করে চলল। ভারী একটা আওয়াজ এল প্লেনের নীচ থেকে, বোঝা গেল রেট্র্যাক্টেবল ল্যাণ্ডিং গিয়ার নেমেছে। আণ্ডারক্যারিজ লক্ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের তলার মেঝে একটু কেঁপে উঠল, পরিষ্কার অনুভব করা গেল কম্পনটা। পাইলটের দিকে, অপারেটিং লিভারের উপরে জ্বলে উঠল তিনটে আলো।

ফ্লাইট সিস্টেম এখনও কণ্ট্রোল করছে প্লেন, কিন্তু জাম্বো জেটের আচরণে কিছুটা অস্থিরতার ভাব দেখা গেল। গতি একেবারে মন্থর করে আনলে সব প্লেনই এ-রকম ঝাঁকি খায়।

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল লিরয়ের দৃষ্টি। মেঘলা আকাশের নীচে, খুব বেশি দূরে নয়, আবছা আলো দেখতে পেল।

'অলটিমিটার সেটিং,' দ্রুত বলল সে।

'ওয়ান-জিরো-নাইন,' জবাব এল কেইনের কাছ থেকে। 'উইণ্ড, থ্রি-ফাইভ-টু ডিগ্রিজ অ্যাট ওয়ান-সেভেন।'

'একেবারে নাকের ডগায়,' বলল লিরয়। 'ঠিক আছে, কণ্ট্রোল এখন আমার হাতে।' সুইচ টিপে কো-পাইলটের কাছ থেকে বিমানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল সে।

চঞ্চলমতি, এলোমেলো খানিকটা বাতাসের মধ্যে গিয়ে পড়ল জাম্বো জেট, লেজ থেকে নাক পর্যন্ত কেঁপে উঠল। স্টারবোর্ড ডানা হঠাৎ করে কাত হয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ হাতে সেটাকে সিধে করল লিরয়। রানওয়ে দেখা গেল না, কিন্তু আলোর দু'সারি ছোট ছোট ফোঁটা দেখে বোঝা গেল, ওগুলো রানওয়ে লাইট,

মাঝখানে নামতে হবে তাকে। রানওয়ের সঙ্গে বিমানকে অ্যালাইন করে আনল সে।

লম্বা একটা পথ ধরে বিপজ্জনক মন্থর গতিতে নেমে যাওয়া। দু'সারি আলোর মাঝখানে লম্বা একটা কালো গহ্বর। সিক্স-নাইন-ফোরের নিজস্ব ল্যাণ্ডিং লাইট জ্বলে উঠল। জোড়া আলোকরশ্মিকে অনুসরণ করল একশো টন ওজনের জাম্বো জেট। বিমানটা এখন ছুঁড়ে দেয়া ঢিলের মত, তাকে আর ফেরাবার কোনও উপায় নেই। প্রকাণ্ড এয়ারলাইনার ঝাঁপিয়ে পড়ল রানওয়ের ওপর, কংক্রিটের সঙ্গে টায়ারের সংঘর্ষে তীক্ষ্ণ, গগনবিদারী আওয়াজ উঠল।

স্টিয়ারিং কলাম আঁকড়ে ধরেছে লিরয়, আঙুলের মাথা সাদা হয়ে গেছে। সমস্ত জ্ঞান আর কৌশল খাটিয়ে বিমানকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

'রিভার্স থ্রাস্ট!' চিৎকার করল সে। নির্দেশ পালন করল কেইন। ছিয়াত্তর হাজার পাউণ্ড ওজনের প্রচণ্ড ধাক্কাটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে লাইনারের গতি মন্থর করার কাজে লাগানো হলো, সেই সঙ্গে জেটের গম্ভীর গর্জন বাড়তে বাড়তে বিকট হয়ে উঠল।

প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খাবার সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয়ভাবে কমে যাচ্ছে প্লেনের গতি, সেই সঙ্গে ফিউজেলাজের ভিতর যেন তুমুল ঝড় বইতে শুরু করল। কোচের আরোহীরা সিট থেকে ছুটে যেতে চাইল সামনের দিকে, কিন্তু সিটবেল্ট থাকায় মুখ থুবড়ে পড়ল না কেউ। খুলে গেল গ্যালির কেবিনেট আর প্যাসেঞ্জার সেকশনের ওভারহেড বিনগুলো। তৈজসপত্র, ব্যক্তিগত হ্যাণ্ড-লাগেজ... সব কিছুর যেন পাখা গজিয়েছে, উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল যাত্রীদের মাথা, মেঝে আর বাল্কহেডের গায়।

রানওয়ের শেষ মাথায় ভিড় করে থাকা লাইটগুলোর আলো যেন কাঁপছে, দ্রুত কাছে চলে আসছে সেগুলো। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লিরয় আর কেইন। তারপর... হঠাৎ... প্লেনের নাকের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল আলোগুলো—সামনে কিছু নেই, শুধু গাঢ় অন্ধকার।

হাতের কাছে অটল যা কিছু পেয়েছে, তা-ই আঁকড়ে ধরে রেখেছে লিরয় আর কেইন। থেমে যাবার আগের মুহূর্তে দ্রুত ডানদিকে ঘুরে গেল প্লেন, টায়ারগুলো থেকে হু-হু করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। সমতল শেষে, যেখানে কাদায় ভরা আবাদী জমি শুরু হয়েছে, ঠিক সেখানে পৌঁছে থামল জাম্বো জেট। পোর্ট সাইডের ডানা ঝুলছে খেতের উপর।

উত্তেজনা থিতিয়ে আসায় সিটের উপর এলিয়ে পড়ল লিরয়। শুকনো ঠোঁটের উপর জিভের ডগা বুলিয়ে বলল, 'মস্ত একটা ফাঁড়া কাটল!'

প্রশংসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল কেইন। ছোট্ট করে বলল, 'গুড জব!'

দশ

কয়েক মিনিট আগের ঘটনা।

বিমান নাক নিচু করে ডাইভ দিতেই পড়ে যাচ্ছিল জেনি, ধরে

ফেলল রানা, এভিয়োনিক্স কম্পার্টমেন্ট থেকে বের করে নিয়ে এল লোয়ার গ্যালিতে। ওখানকার দেয়াল থেকে ঝুলছে বেশ ক'টা হারনেস—সেগুলো দিয়ে নিজেদেরকে আটকে ফেলল ওরা।

একটু পরেই ঝাঁকি খেতে শুরু করল বিমান। এর ফলে আচমকা মুক্ত হয়ে গেল এলিভেটরের প্রবেশমুখে গুঁজে রাখা ফুড কার্ট-টা। ঝন ঝন শব্দ তুলে পিছনদিকে গড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল স্বয়ংক্রিয় দরজা। উপর থেকে টিপে রাখা হয়েছিল বোতাম, মোটরে গুঞ্জন তুলে উপরদিকে রওনা হলো এলিভেটর কার।

প্রমাদ গুনল রানা। জেনির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তৈরি হও। মেহমান আসছে।'

'কী!' চমকে উঠল জেনি। 'তা হলে উপায়?'

জবাব না দিয়ে হারনেসের বাঁধন খুলতে শুরু করল রানা। উত্তেজনায় হাত কাঁপছে, তার ওপর ক্রমাগত ঝাঁকুনি... বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল মুক্ত হতে।

হারনেসের বাঁধন খুলে সোজা হয়েছে রানা, এমন সময় আবার খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। উদ্যত পিস্তল হাতে সেখান দিয়ে বেরিয়ে এল এলক্ হর্ন। নিজের পিস্তল বের করবার জন্য সময় পেল না রানা, খালি হাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রেড ইণ্ডিয়ানের উপর। যেন মাছি তাড়াচ্ছে কোনও চতুষ্পদ প্রাণী, এমন ভঙ্গিতে গা ঝাড়া দিল হর্ন। গ্যালির মেঝেতে ছিটকে পড়ল রানা। আর তখুনি ভয়ানক এক ঝাঁকি খেলো বিমান।

তাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে পড়ে গেল হর্ন। হাত থেকে ছুটে গেল পিস্তল। তাড়াতাড়ি নিজের অস্ত্র বের করার জন্য কোমরে হাত দিল রানা, পরমুহূর্তে মুখ কালো হয়ে গেল। আছাড়

খাবার সময় ওরটাও পড়ে গেছে বেল্ট থেকে। যা করার, তা এখন খালি হাতেই করতে হবে। ব্যাপারটা হর্নও অনুধাবন করতে পেরেছে।

পরস্পরের চোখে চোখ রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল দু'জনে। বিশালদেহী রেড ইণ্ডিয়ানের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল রানা। ঘাড়ে-গর্দানে লোকটা ওর দ্বিগুণ। পোশাকের তলায় কিলবিল করছে পেশি। হাতের ও-দুটো মুঠো তো না, যেন হাতুড়ি! চেতানো বুকের ছাতি, চ্যাপ্টা পেট—সুঠাম; শক্তিশালী দু'বাহু মিলিয়ে বড়সড় একটা গরিলাই বলা চলে।

সে-তুলনায় কমপক্ষে চার ইঞ্চি বেঁটে রানা, ওজনে আধমণ কম। একহারা গড়ন ওর, কোমরের কাছে সরু, এই শরীরে দ্রুত নড়াচড়া করা সম্ভব; তবে লড়াইয়ে জেতার জন্য সেটা যথেষ্ট কি না, বলা কঠিন। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঠোঁট চাটতে চাটতে সামনে এগোল রেড ইণ্ডিয়ান, হাসছে, শয়তানি দৃষ্টি খেলা করছে ওর ধূসর চোখে।

একটুও তাড়াহুড়ো করল না লোকটা, হাসি মুখে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল প্রতিপক্ষের দিকে। দু'পা ফাঁক করে দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতে থাকল রানা। হর্ন কাছে আসতেই আচমকা ঝলসে উঠল ওর বাম হাত। ঘুসি খেয়ে একটু যেন টলে উঠল রেড ইণ্ডিয়ান, পিছিয়ে গেল, চোখজোড়া কুঁচকে উঠল তার। পরমুহূর্তে মাথা নিচু করে খ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে এল সে—শরীরের তুলনায় অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্র লোকটা। কাছাকাছি এসে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জোড়াপায়ে লাথি মারল রানার বুকে।

এক লাফে পিছনে সরে যাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। লাথির চোটে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, ব্যথায় ককিয়ে

উঠল। পরমুহূর্তে আবার লাফ দিল হর্ন, ভূপাতিত শত্রুর বাম হাত বরাবর শরীরের সব ভর নিয়ে পড়ল সে, সেই সঙ্গে ডান হাতে ঘুসি চালাল রানার চিবুক লক্ষ্য করে। জায়গামতই লাগল প্রচণ্ড আঘাতটা। চোখে সর্ষেফুল দেখল ও, দু'ভাঁজ হয়ে গেল শরীর। উঠে দাঁড়াল হর্ন এবার মনের সুখে লাথি হাঁকাবে বলে।

আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির বশে হঠাৎ মাথা সরিয়ে নিল রানা, কানের একটু পাশে মেঝেতে পড়ল লাথি। এক গড়ান দিয়ে সরে গেল রানা। ডাইভ দিল গরিলা রানার বুকে চড়ে বসে গলা টিপে ধরবে বলে। চিত হয়ে শুয়ে শূন্যে পা তুলে দিল রানা, উড়ে আসছিল রেড ইণ্ডিয়ান, পেটে বেমক্কা লাথি খেয়ে মাথার উপর দিয়ে ছুটে গিয়ে বিমানের দেয়ালে আছড়ে পড়ল। একলাফে উঠে দাঁড়াল রানা, ঝাঁপিয়ে পড়ল হর্নের উপর। সামলে নেবার আগেই নাকে-মুখে দমাদম কয়েকটা ঘুসি খেয়ে বেসামাল হয়ে গেল রেড ইণ্ডিয়ান, সেই সুযোগে জুডোর প্যাঁচে আবার ধরাশায়ী করল ওকে রানা। খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু জিভ শুকিয়ে গেল ওর লোকটাকে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াতে দেখে। টের পেয়ে গেছে, অসুরের শক্তি রয়েছে দৈত্যটার গায়ে, খালিহাতে কিছুতেই পারা যাবে না এর সঙ্গে।

রানার মাথা ঘুরছে, উপর্যুপরি আঘাতে টলছে। এগিয়ে এল হর্ন, আচমকা ডান হাতে ছোবল মারার ভঙ্গিতে ওর নাকটা থেঁতলে দিল রানা। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে নাকের ফুটো দিয়ে, কিন্তু তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই হর্নের। রানার চোখে চোখ রেখে এগিয়ে এল। ডান হাত ঘুরিয়ে ঘুসি চালাল সে রানার কান বরাবর। ঝুপ করে বসে পড়ল রানা, তারপর লাফিয়ে উঠে কাঁধের ধাক্কায় ওর পেটটা ফাটিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু

তার আগেই সর্বশক্তিতে হাঁটুর আঘাত হানল হর্ন ওর পাঁজর বরাবর। একপাশে সরে গিয়ে গা বাঁচানোর চেষ্টা করল রানা, পারল না। পা হড়কে গেল ওর, চিত হয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সময় নষ্ট না করে প্রাণপণে লাথি চালাল রেড ইণ্ডিয়ান ওর পেট লক্ষ্য করে।

প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁচকে গেল রানার শরীর, কিন্তু থামল না লোকটা, আরও কয়েকটা লাথি মারল এখানে-ওখানে। এখন আর লড়াই হচ্ছে না, পড়ে পড়ে স্রেফ মার খাচ্ছে রানা। শুধু লাথি মেরেই ক্ষান্ত হলো না অবশ্য রেড ইণ্ডিয়ান, রানা দুর্বল হয়ে পড়তেই কলার চেপে তুলে ধরে বিমানের গায়ে ছুঁড়ে ফেলল। ধাম করে বাড়ি খেলো রানা, ককিয়ে উঠল ব্যথায়। আবার ছুঁড়ল।

অল্পক্ষণেই নেতিয়ে পড়ল ও—আক্রমণ তো দূরের কথা, আত্মরক্ষা করবারও শক্তি নেই এখন। বাল্কহেডে হর্ন ওর মাথা ঠুকে দিতেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। পাশ থেকে আরও কয়েকটা লাথি কষল রেড ইণ্ডিয়ান, গাছের গুঁড়ির মত গড়িয়ে গেল ও। নড়াচড়া করছে না আর।

মাথা ঘুরিয়ে জেনির দিকে তাকাল রেড ইণ্ডিয়ান—মেয়েটা হারনেস থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছে দেখে মুখে শয়তানি হাসি ফুটে উঠল লোকটার। 'এত নড়াচড়া কীসের? দর্শক হিসেবে মজা লাগছে না?'

'লাগত, যদি ওর বদলে তুমি গড়াগড়ি দিতে।' নিখাদ ঘৃণা মেয়েটার কণ্ঠে।

'তা-ই? তা হলে তো ওকে আরেকটু সাইজ করতে হয়।'

আক্রোশ ফুটল হর্নের চেহারায়। সাহস কত হারামজাদির,

ওর মুখের ওপর কথা বলছে! খ্যাপাটে ভঙ্গিতে রানার দিকে এগোল সে, শুকনো-পটকা বাঙালিটাকে এবার মেরেই ফেলবে।

আহত হয়েছে রানা, তবে একেবারে নিস্তেজ হয়ে যায়নি। শরীরে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছে চূড়ান্ত আঘাতটা হানার জন্য। এতক্ষণে সে-সুযোগ পাওয়া গেছে দেখে নড়ে উঠল ও, হর্নকে অবাক করে দিয়ে ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল, তারপরই এক লাফে পৌঁছে গেল তার সামনে।

প্রতিক্রিয়ার সময় পেল না রেড ইণ্ডিয়ান, পেটের উপর এত জোরে ঘুসি পড়ল যে আতঙ্ক ফুটে উঠল গরিলার চোখে, পরমুহূর্তে কাঁধের প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল একই জায়গায়। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, ধাক্কা খেয়ে উল্টে-পাল্টে পড়ে গেল বাল্কহেডের গায়ে। মাথার পিছনটা ঠুকে গেল বিশ্রীভাবে। টলছে। সেই অবস্থায় সোজা হবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই এগিয়ে এসে তার চিবুকের নীচে কষে একটা পেনাল্টি কিক ঝাড়ল রানা। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাবার ভয়ানক আওয়াজ হলো, অচেতনের মত মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল হর্ন।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা। হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে। ব্যথায় টন টন করছে আঘাত পাওয়া জায়গাগুলো। হারনেস খুলতে পেরেছে জেনি, কাছে এসে হাত রাখল ওর কাঁধে।

'খুব ব্যথা করছে, রানা?' কণ্ঠে রাজ্যের উদ্বেগ।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

আর তখুনি প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিয়ে লেক লুসিলের রানওয়েতে নেমে এল জাম্বো জেট। ঝাঁকিতে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল রানা আর জেনি। টায়ারের ঘর্ষণ আর গগনবিদারী আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যাবার জোগাড়।

কাঁপুনি একটু কমলে উঠে দাঁড়াল রানা, জেনিকেও দাঁড়াতে সাহায্য করল।

'ল্যাণ্ড করেছি আমরা!' বলে উঠল মেয়েটা।

'হ্যাঁ,' রানা বলল। 'লোডিং বে-র হ্যাচ খোলো।'

দ্বিরুক্তি না করে দেয়ালের পাশে চলে গেল জেনি। একটা লিভার টানল। যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে খুলতে শুরু করল বিমানের গায়ে লাগানো লোডিং বে-র দরজা। সঙ্গে সঙ্গে হামলা চালাল দুরন্ত বাতাস। কান-ফাটানো আওয়াজের তীব্রতা বেড়ে গেল কয়েক গুণ। টায়ার আর ইঞ্জিনের তারস্বরে চিৎকার শুনে বোঝা গেল, বিমানকে থামাবার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে পাইলট। বাইরে সাঁই সাঁই করে সরে যাচ্ছে একের পর এক রানওয়ে লাইট। আবছাভাবে চোখে পড়ল রানওয়ের পাশের ঘাসে ঢাকা নরম জমি। অনেক কমে এসেছে জাম্বোর স্পিড।

'এবার কী?' গলা চড়িয়ে জানতে চাইল জেনি।

'লাফ দাও,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রানা। 'ওপাশে নরম জমি আছে, ঠিকমত পড়তে পারলে বেশি ব্যথা পাবে না।'

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল জেনি। 'তুমি ঠাট্টা করছ?'

'উঁহুঁ। বাইরের লোকজনকে আমাদের সিচুয়েশন ব্যাখ্যা করবার জন্য কাউকে যেতে হবে। আমার এখানে থাকা দরকার... কাজেই তুমিই বেস্ট চয়েস। দেরি কোরো না।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার, রানা!'

'জলদি লাফ দাও,' কড়া গলায় বলল রানা। 'নইলে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেব আমি।'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল জেনি। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করছে, রানা কতখানি সিরিয়াস। হঠাৎ ওর দৃষ্টি বিস্ফারিত

হয়ে গেল।

'রানা!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা।

ঝট্ করে উল্টো ঘুরল রানা, দেখতে পেল হর্নকে। উঠে এসেছে বিশালদেহী রেড ইণ্ডিয়ান। হিংস্র ভঙ্গিতে ছুটে আসছে ওকে লক্ষ্য করে। আঘাত সামলানোর সময় পাওয়া গেল না, সোজা ওর বুকের মাঝখানে লাথি চালাল লোকটা।

চোখে আঁধার দেখল রানা, সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে ফুসফুস থেকে। টলমল পায়ে একটু পিছিয়ে গেল। শরীর বিদ্রোহ করছে, প্রাণপণ চেষ্টা করল ব্যালান্স ফিরে পেতে, তবে তাতে বিশেষ লাভ হলো না। এগিয়ে এসে কাঁধ দিয়ে ওর বুকে আরেক দফা আঘাত করল হর্ন। তালগোল পাকিয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল রানা লোডিং হ্যাচ গলে বাইরে!

ধড়াস করে রানওয়ের উপর পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়ল ও। গতির কারণে গড়ান খেলো দু'বার, থামল উপুড় হয়ে। পাশে মুখ ঘোরাতেই দেখল মূর্তিমান দানবের মত ছুটে আসছে জাম্বো জেটের একজোড়া চাকা, এখুনি ওকে পিষে ফেলবে! বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। উপুড় অবস্থা থেকে ব্যাঙের মত লাফ দিল ও, চলে এল ঘেসো জমিতে। ওর পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল চাকাগুলো।

মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে রানা। গোটা শরীর কাঁপছে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত, পিঠে দপদপে ব্যথা। অ্যাসফল্টে গড়ান খাওয়ায় চামড়াও ছড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। অসহ্য জ্বালাপোড়া। আড়চোখে লক্ষ করল, লোডিং হ্যাচের পাশে দাঁড়িয়ে ওর উদ্দেশে টা-টা করার ভঙ্গিতে হাত নাড়ছে রেড ইণ্ডিয়ান, মুখে বিজয়ীর হাসি।

দ্রুত সরে গেল জাম্বো জেট। ওটার আওয়াজ কমে যেতেই ভেসে এল পুলিশ ক্রুজারের সাইরেন। কয়েকটা গাড়ি বেরিয়ে এসেছে রানওয়েতে, ছুটছে বিমানের পিছু পিছু। রানার কয়েক হাত তফাতে পৌঁছে থেমে গেল একটা ক্রুজার। দরজা খোলা আর বন্ধ করার শব্দ হলো।

কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো রানা। দু'জন পুলিশ বেরিয়ে এসেছে গাড়ি থেকে—একজন মোটা, মাঝবয়েসী। অন্যজন তুলনামূলকভাবে অল্পবয়স্ক, রোগা-পটকা। ওকে নড়তে দেখেই ঝটপট হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল তারা। তাক করল ওর দিকে।

'হোল্ড ইট, বয়!' চেঁচিয়ে উঠল মোটা পুলিশ।

'বয়?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

ওকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না তারা। উপুড় করে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দিল। তারপর টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে তুলল গাড়িতে।

'ভুল করছেন আপনারা!' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল রানা। 'আমি আপনাদের লোক!'

'ওসব পরে শোনা যাবে,' বলল মোটা পুলিশ। 'এখন মুখ বন্ধ করে রাখো! একদম চুপ!'

সাইরেন বাজাতে বাজাতে ঘুরে গেল গাড়ির মুখ, ছুটল ফিরতি পথ ধরে।

এগারো

ট্রান্স-প্যাসিফিক হেডকোয়ার্টারের কনফারেন্স রুম।

কামরার এক কোণে বসানো টিভি সেটের সামনে জড়ো হয়েছে সমস্ত কর্মকর্তা আর স্টাফরা। রেকর্ডকৃত প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের একটা ভিডিও টেপ চালানো হয়েছে, স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে দাড়িঅলা এক বয়স্ক ভদ্রলোককে। ইজরায়েলি উচ্চারণে কথা বলছেন তিনি, তলায় ফুটে আছে তাঁর নাম পরিচয়:

ড. রবার্ট হাইনম্যান, অথর, দ্য নিউ টেরোরিজম।

'...ডেমিয়েন কেইন একজন ভাড়াটে টেরোরিস্ট,' বলে চলেছেন ভদ্রলোক। 'উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে যে-কেউ তাকে কাজে লাগাতে পারে। সত্যি বলতে কী, কোনও ধরনের রাজনৈতিক আদর্শ নেই তার। আমার মতে, এটাই তাকে সবচেয়ে বিপজ্জনক করে তুলেছে। কারণ কোনও ধরনের আদর্শের জন্য কেইন জীবন দেবে না। নিজের সার্ভাইভালই তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তার সার্ভাইভ্যাবিলিটিকে একমাত্র তেলাপোকার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে...'

আর শোনার প্রয়োজন মনে করলেন না অ্যাডিসন কোল, রিমোট টিপে স্থির করে দিলেন টেপটা। তারপর মুখ ঘোরালেন

ব্র্যাডফোর্ড আর জেসনের দিকে। বললেন, 'এই বিশেষজ্ঞের কথা যদি ঠিক হয়, কেইন স্বেচ্ছায় বিমানকে ক্র্যাশ করাবে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' ব্র্যাডফোর্ড একমত হলেন।

'আর তোমার বন্ধু?' জেসনের দিকে তাকালেন কোল। 'ওর মধ্যে সুইসাইডাল টেনডেন্সি আছে?'

'রানা একজন স্বীকৃত কাউন্টার-টেরোরিজম এক্সপার্ট,' জেসন বলল। 'ও যদি প্লেনকে ক্র্যাশ করায়, সেটা যুদ্ধকৌশলের অংশ হিসেবে করবে... আত্মহত্যার জন্য নয়।'

'কথা তো একই দাঁড়াল, তাই না?' বিরক্ত গলায় বললেন কোল। 'প্লেনকে ক্র্যাশ করাতে পারে সে!'

মুখ কাঁচুমাঁচু হয়ে গেল জেসনের। কনফারেন্সের রুমের দরজায় ছোট্ট একটা জটলা সৃষ্টি হওয়ায় প্রশ্নবাণ থেকে বেঁচে গেল ও। আই.ডি. দেখিয়ে কামরায় প্রবেশ করল সুট-বুট পরা কয়েকজন এফবিআই এজেন্ট। নেতা গোছের মানুষটির বয়স পঞ্চাশের ঘরে, রুক্ষ চেহারা, হাসি কী জিনিস জানে না। গটমট করে হেঁটে হাজির হলো এয়ারলাইনের তিন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সামনে।

'হ্যালো, জেসন!' ভদ্রতাসূচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে।

মানুষটাকে চেনে জেসন। উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলাল। 'হাই, জিম!' তারপর ঘুরল সঙ্গীদের দিকে। 'মি. অ্যাডিসন কোল, মি. অ্যালান ব্র্যাডফোর্ড... ইনি স্পেশাল এজেন্ট জেমস ওয়েব, এফবিআই।'

'গুড ইভ্‌নিং, জেন্টলমেন,' মাথা একটু নোয়াল ওয়েব।

কুশল বিনিময়ের মুডে নেই ব্র্যাডফোর্ড। কাঠখোট্টা গলায়

বললেন, 'আপনি আসায় খুব ভাল হলো, এজেন্ট ওয়েব। কর্মাশিয়াল এয়ারক্রাফটে ডেঞ্জারাস ক্রিমিনালদেরকে ট্রান্সপোর্ট করা নিয়ে কিছু কথা আছে আমাদের...'

'ওসব নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে,' রূঢ়ভাবে তাঁকে থামিয়ে দিল ওয়েব। জেসনের বাড়িয়ে দেয়া চেয়ারে বসল। 'ভুল আপনাদের তরফ থেকেও কম হয়নি।'

'আমাদের ভুল মানে?'

'বিমানের ক্রু আর প্যাসেঞ্জারদের ম্যানিফেস্ট চেক করেছি আমরা। ফিয়োনা রিচি নামে একজন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট আছে ওতে। আপনারা কেউ চেনেন তাকে?'

মাথা নাড়লেন ব্র্যাডফোর্ড। 'না। তবে আমাদের এয়ারলাইনে আড়াইশো ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট কাজ করে। ওদের সবাইকে চিনব, এমনটা আশা করেন না নিশ্চয়ই?'

'শুনে খুশি হবেন, এই মেয়ে আপনাদের এয়ারলাইনের কেউ নয়।' বাঁকা সুরে বলল ওয়েব। 'আপনাদের কম্পিউটার ডেটাবেজে হ্যাকিঙের নিদর্শন পেয়েছি আমরা। ফিয়োনা রিচিকে মাত্র গতকাল ঢোকানো হয়েছে এমপ্লয়ি লিস্টে। তারপর ট্রান্সফার করা হয়েছে ফ্লাইট সিক্স-নাইন-ফোরে।'

'এ অসম্ভব!' জেসন বলল। 'বাতাস থেকে গজিয়ে ওঠা কাউকে কোনও ফ্লাইটে ডিটেইল করি না আমরা।'

'হ্যাকিঙের কথা বলেছি, খেয়াল করোনি?' ওয়েব বলল। 'ট্রান্স-প্যাসিফিকে গত পাঁচ বছরের ভুয়া রেকর্ড যোগ করা হয়েছে নামটার সঙ্গে। তারপরেও অবশ্য অরিজিনাল ফ্লাইট-ক্রু লিস্টে ওর নাম ছিল না। হ্যাকিঙের মাধ্যমে ঢোকানো হয়েছে ওকে।'

'এই মেয়েই তা হলে বিমান দখলে সাহায্য করেছে

হাইজ্যাকারদেরকে?' কোল জিজ্ঞেস করলেন।

'ও নিজেও সম্ভবত দলটার সদস্য,' ওয়েব বলল। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনাদের সাইবার সিকিউরিটি যদি একটু কড়া হতো, এমন ঘটনা ঘটতে পারত না। কোথায় ভুল করেছেন, আশা করি ধরিয়ে দিতে পেরেছি?'

এর কোনও জবাব খুঁজে পেলেন না ব্র্যাডফোর্ড।

জেসনের দিকে ফিরল ওয়েব। 'প্যাসেঞ্জার লিস্টের আরেকটা নাম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—মাসুদ রানা। সত্যিই কি ভদ্রলোক ওই বিমানে?'

'হ্যাঁ,' জেসন সায় দিল।

'আপনি চেনেন ওঁকে?' জিজ্ঞেস করলেন কোল।

'কে না চেনে!' হালকা গলায় বলল ওয়েব। 'কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিত্ব। মন্দলোকের যম!'

এফবিআই এজেন্টের কণ্ঠে মৃদু তাচ্ছিল্যের সুর কান এড়াল না কোলের। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি দ্বিমত পোষণ করেন।'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়েব। 'ভদ্রলোকের দক্ষতা নিয়ে আমার কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু উনি আন-অর্থোডক্স টেকনিক ব্যবহার করেন—সেটা আমার অপছন্দ।'

'আন-অর্থোডক্স?' ভ্রূকুটি করলেন কোল।

'আনপ্রেডিক্টেবল টাইপের মানুষ,' ব্যাখ্যা করল ওয়েব। 'কখন কী করে বসবেন, কিছুই বলা যায় না। অতীতে বহুবার তাঁর কারণে ঝামেলায় পড়েছি আমরা।'

'তার মানে এই নয় যে ওর উপর আস্থা রাখা যাবে না,' জোর গলায় প্রতিবাদ জানাল জেসন। 'এ-মুহূর্তে রানাই আমাদের বেস্ট

হোপ।'

মি. কোলের চেহারা দেখে মনে হলো না কথাটা তিনি বিশ্বাস করেছেন।

কানে টেলিফোন লাগিয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে এল একজন এগজিকিউটিভ। বলল, 'কনফার্মড্ খবর পাওয়া গেছে, স্যর। সিক্স-নাইন-ফোর ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ডিং করেছে লুইযিয়ানার লেক লুসিলে।'

খবরটা শোনামাত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল স্টাফদের বুক থেকে। কেউ কেউ উল্লাসও প্রকাশ করল—যাক, বিমানটা অন্তত ক্র্যাশ করেনি। কিন্তু কনফারেন্স টেবিলে বসা কর্মকর্তা আর এফবিআই এজেন্টরা তাদের সঙ্গে শামিল হলো না। ব্র্যাডফোর্ডের নির্দেশে দ্রুত একটা ম্যাপ এনে বিছানো হলো টেবিলে। সেখান থেকে লেক লুসিল খুঁজে বের করা হলো।

'এ তো একেবারে অজ পাড়া-গাঁ!' বলে উঠলেন কোল।

'হতে পারে,' বলল ওয়েব। 'কিন্তু ওই জায়গাই এখন সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু।'

বারো

পুরোপুরি কৃষিপ্রধান এলাকা লেক লুসিল। ছোট একটা শহর

আছে, আর আছে একটা স্থায়ী ফেয়ারগ্রাউণ্ড—বছরভর মেলা চলে ওখানে। মিঠা পানির যে-হ্রদের নামে নামকরণ হয়েছে, সেটা বাদ দিলে মাইলের পর মাইল শুধু শস্যখেত। গম আর ভুট্টা-সহ হরেক রকম কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয় এসব জমিতে। সড়কপথের বেহাল দশার কারণে বছরদশেক আগে তৈরি করা হয়েছে এয়ারফিল্ড। ছোট ছোট কার্গো বিমানে করে আকাশপথে শস্য পাঠানো হয় দেশের বিভিন্ন জায়গায়।

বৃদ্ধ এক দম্পতি দেখাশোনা করেন এই এয়ারফিল্ডের—ফ্র্যাঙ্ক আর নোরা অ্যালেন। স্বল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁরাই চালান এয়ার অপারেশন আর কন্ট্রোল টাওয়ারের কার্যক্রম। বলা বাহুল্য, আজ তাঁরা দিশেহারা বোধ করছেন। লেক লুসিলের অনুল্লেখ্য এয়ারফিল্ডে এই প্রথম একটা জাম্বো জেট ল্যাণ্ড করেছে। শুধু তা-ই নয়, ওটা একটা হাইজ্যাক হওয়া এয়ারক্রাফট! এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফ্যাক্স পাবার কিছুক্ষণ পরেই উদয় হয়েছে ওটা।

কন্ট্রোল টাওয়ারের কাঁচ ভেদ করে হতভম্বের মত জাম্বো জেটের দিকে তাকিয়ে আছেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। একটু পর সংবিৎ ফিরে পেলেন ফ্র্যাঙ্ক। তাড়াতাড়ি হেডসেট লাগিয়ে যোগাযোগ করলেন বিমানের সঙ্গে।

'ওয়েলকাম টু লেক লুসিল, সিক্স-নাইন-ফোর। দেখার মত একটা ল্যাণ্ডিং হয়েছে ওটা!'

খড়খড় করে উঠল রেডিও। শোনা গেল কেইনের গলা। 'দক্ষিণী আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ, লেক লুসিল। কিন্তু এক্ষুণি পুলিশ কারগুলোকে ফিরে যেতে বলো। আর যত দ্রুত সম্ভব একটা ফিউয়েল ট্রাক পাঠাও। নইলে দরজা খুলে লাশ ফেলতে

শুরু করব আমরা!'

'হ্যাঁ... হ্যাঁ... নিশ্চয়ই।' স্ত্রীকে ইশারা করলেন ফ্র্যাঙ্ক।

মোবাইল বের করে ডায়াল করতে শুরু করলেন নোরা।

কয়েক মিনিট পরে আরেকটা পুলিশ কার এসে থামল টাওয়ারের বাইরে। গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল মেদবহুল এক ইউনিফর্মধারী মানুষ—লেক লুসিলের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রধান... শেরিফ জার্ভিস পিটম্যান। জুলফির কাছে পাক ধরতে শুরু করেছে চুলে, চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি। এই এলাকায় ছোটখাট চুরি-চামারি ছাড়া আর কোনও অপরাধ হয় না, আরাম-আয়েশে দিন গুজরানে অভ্যস্ত সে। কিন্তু আজকের ঘটনা সামাল দেবার জন্য খাটতে হবে তাকে, এটাই তার বিরক্তির কারণ।

'শেরিফ!' লোকটাকে দেখতে পেয়েই যেন ধড়ে প্রাণ ফিরল ফ্র্যাঙ্কের।

শব্দ করে এক দলা থুতু ফেলল শেরিফ। জানালার কাছে গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। নজর ফেলল দূরে দাঁড়িয়ে থাকা জাম্বো জেটের উপর। নিঃসঙ্গ, চুপচাপ, যেন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে ওটা। উজ্জ্বল মার্কিংগুলো অলঙ্করণের মত লাগছে। রানওয়ের দিকে আড়াআড়ি অবস্থায় থেমেছে, প্রতিটি হ্যাচ আর দরজা বন্ধ। সার সার জানালার উপর এক এক করে দৃষ্টি ফেলল শেরিফ, ভিতর থেকে প্রতিটির সানশেড বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ফ্লাইট ডেকের উইণ্ডশিল্ড আর সাইড প্যানেলের দিকে তাকাল। ভিতরের আলো নিভিয়ে ফেলা হয়েছে, হাইজ্যাকার বা ক্রুদের দেখার কোনও উপায় নেই, ফ্লাইট ডেকে গুলি করাও সম্ভব

নয়। টার্মিনাল ভবনের সবচেয়ে কাছের কোণ থেকে প্লেনটার দূরত্ব অন্তত আধ মাইল, সুযোগ পেলেও রাতের অন্ধকারে ওখানে লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব নয় কোনও স্নাইপারের পক্ষে।

'রিপোর্ট দাও, ফ্র্যাঙ্ক,' কর্কশ গলায় বলে উঠল শেরিফ।

কাঁধ ঝাঁকালেন ফ্র্যাঙ্ক। 'একটু আগে ল্যাণ্ড করেছে ওরা। ফিউয়েল ট্রাক চাইছে। আর হ্যাঁ... আপনার গাড়িগুলোকে ফিরে আসতে বলেছে। নইলে নাকি লাশ ফেলতে শুরু করবে।'

'আপনার ডেপুটিকে মোবাইলে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছি আমি,' যোগ করলেন নোরা।

তাঁর বক্তব্যের সত্যতা দেখতে পেল শেরিফ। ধাওয়া বন্ধ করে রানওয়ের পেরিমিটারে অবস্থান নিয়েছে ডেপুটির গাড়ি, সেইসঙ্গে অন্যগুলোও।

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল সে। 'এফবিআইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ওরা না আসা পর্যন্ত আমিই এখানকার চার্জে থাকছি।' উল্টো ঘুরল। 'হাইজ্যাকারদের সঙ্গে কথা বলব আমি, ফ্র্যাঙ্ক।'

'নিশ্চয়ই!' রেডিও নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বৃদ্ধ।

জাম্বো জেটের ককপিট থেকে বাইরে নজর রাখছে কেইন। নীরবে পুলিশ ক্রুজারগুলোকে ফিরে যেতে দেখল।

'এবার কী, বস্?' জিজ্ঞেস করল লিরয়। কণ্ঠে রাজ্যের উদ্বেগ।

ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল কেইনের ঠোঁটে। 'ভয় পাবার কিছু নেই। মাটিতে যখন নেমেই পড়েছি, আমাদের অসুবিধেগুলোকে সুবিধেয় পরিণত করব।'

'*জেরোনিমো*-র কী হবে?'

'প্ল্যানটা ভাল ছিল... কিন্তু এখনকার পরিস্থিতিতে একেবারেই অচল। নতুন প্ল্যান ফলো করব আমরা।'

তার কথা শেষ হতেই সরব হলো রেডিও।

'সিক্স-নাইন-ফোর, ডু ইউ রিড মি? দিস ইজ শেরিফ জার্ভিস পিটম্যান অভ লেক লুসিল পোলিস ডিপার্টমেন্ট।'

লিরয়ের দিকে ফিরে হাসল কেইন। 'লক্ষণ শুভ! গেঁয়ো এক শেরিফ যখন যোগাযোগ করছে... তারমানে এফবিআই এখনও পৌঁছায়নি এখানে।'

লিরয়ও হাসল।

হেডসেট কানে ঠেকাল কেইন। 'গো অ্যাহেড, শেরিফ।'

'প্রথমেই বলে দিতে চাই, টেরোরিস্টদের সঙ্গে নেগোসিয়েশন করি না আমরা...'

'খুব খারাপ, শেরিফ,' জিভ দিয়ে চুক চুক আওয়াজ করল কেইন। 'শুরুতেই আমাকে টেরোরিস্ট বলে গাল দিচ্ছেন আপনি!'

'এনিওয়ে,' কথাটা না শোনার ভান করল শেরিফ, 'তোমার বেলায় কিছুটা শিথিল হতে রাজি আছি আমি। ফিউয়েল চাও? তা হলে ছেড়ে দাও প্যাসেঞ্জারদের।'

লোকটার কণ্ঠে অহমিকা টের পেল কেইন, সেটাকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত নিল। হুমকি-টুমকি কিছুই দিল না, নরম স্বরে বলল, 'আপনি আমাকে বেকায়দা অবস্থায় পেয়ে গেছেন, শেরিফ। কী আর করা... ঠিক আছে, আপনার প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি আমি। অর্ধেক যাত্রীকে এখুনি ছেড়ে দেব। বাকি অর্ধেক মুক্তি পাবে ফিউয়েল ট্রাক আসার পর। প্রস্তাবটা পছন্দ হয়?'

গর্বে শেরিফ পিটম্যানের বুক আধহাত ফুলে উঠল। ভাবছে

হাইজ্যাকারদের বাঁদর-নাচ নাচাতে পারবে। এফবিআই আসার আগেই যদি চুকে-বুকে যায় ব্যাপারটা, নিঃসন্দেহে লোকের চোখে হিরো সাজতে পারবে। রেডিওতে তার কণ্ঠ শুনেই আঁচ করা গেল মনের অবস্থা।

'ঠিক আছে,' খুশিতে ডগমগ শেরিফ। 'রেডি হয়ে আবার যোগাযোগ কোরো।'

সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে সিধে হলো সে, ফ্র্যাঙ্ক আর নোরার দিকে ফিরল। 'শিখে রাখো কীভাবে নেগোশিয়েট করতে হয়!'

'ফিউয়েল দেবেন ওদেরকে?' একটু দ্বিধান্বিত সুরে বললেন ফ্র্যাঙ্ক। 'তার আগে এফবিআইয়ের সঙ্গে একটু কথা বলে নেয়া ভাল না?'

'জ্ঞান দিতে এসো না!' খেঁকিয়ে উঠল শেরিফ। 'এ-মুহূর্তে আমিই এখানকার ইনচার্জ—যে-কোনও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আছে আমার। কেন কিছু জিজ্ঞেস করতে যাব এফবিআইকে? ওদেরকে ছাড়াই সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে মুক্ত করতে পারছি যখন?'

'একই সঙ্গে হাইজ্যাকারদের চলেও যেতে দিচ্ছেন। ফিউয়েল পেলেই আবার উড়াল দেবে ওরা।'

'এত সোজা না,' হাসল শেরিফ। 'যাত্রীরা ছাড়া পাক, এরপর গুলি করে বিমানের সবক'টা টায়ার ফাটিয়ে দেব।'

মুখে হাসি নিয়ে টাওয়ারের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। আত্মতুষ্টিতে ভরে উঠেছে মন।

রানওয়ে ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে এল পুলিশ ক্রুজার, পিছনে ধুলো উড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। তীব্র গতির কারণে ঝাঁকি খাচ্ছে

ক্রমাগত, ব্যাকসিটে ক্ষণে ক্ষণে লাফিয়ে উঠছে রানা।

কয়েক মিনিট পরে হেডলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল এয়ারফিল্ডের সীমানার কাঁটাতারের বেড়া। অসহায় দৃষ্টিতে বাইরে তাকাল রানা। দূরে সরে যাচ্ছে জাম্বো জেট আর কন্ট্রোল টাওয়ার।

'এক্সকিউজ মি,' বলে উঠল ও। 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?'

'কোথায় আবার... থানায়!' বিরক্ত গলায় বলল মোটা পুলিশ।

'থানা! কেন?'

'এই প্রথম অ্যারেস্ট হয়েছ, বয়? আসামীকে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়, এটা জানো না?' বিদ্রূপের সুরে বলল লোকটা।

'আমি তো আসামী নই!' প্রতিবাদ করল রানা। 'বললাম না, আমি আপনাদের দলে?'

'কে কার দলে, সেটা থানায় যাবার পর বোঝা যাবে।'

'কিন্তু এখানেই থাকা দরকার আমার!' জোর গলায় বলল রানা। 'ইটস্ ইম্পরট্যান্ট!'

ঘাড় ফিরিয়ে চরম বিরক্ত চোখে ওর দিকে তাকাল মোটা পুলিশ। বলল, 'কোন্ মুলুক থেকে এসেছ, জানি না; কিন্তু লেক লুসিলে অপরাধীর হুকুমে চলে না পুলিশ।'

'সরি,' গলার সুর একটু নরম করল রানা। 'আমি হুকুম দিচ্ছি না, মিস্টার...'

'মিস্টার না!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'সার্জেন্ট! আমি সার্জেন্ট বয়েড। আর এ হলো কনস্টেবল মরগান।' সঙ্গীকে দেখাল সে। 'ঠিকমত ডাকো আমাদেরকে।'

'দুঃখিত, সার্জেন্ট। আপনাদেরকে অপমান করতে চাইনি।

কিন্তু এ-মুহূর্তে হাইজ্যাক হওয়া এয়ারক্রাফটের কাছাকাছি থাকতে হবে আমাকে। আপনি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না...'

'চুপ! আর কোনও কথা না। যথেষ্ট সহ্য করেছি। আবার যদি কথা বলার চেষ্টা করো, রুমাল ঠেসে দেব মুখে!' নিচু গলায় একটা গালি দিয়ে সোজা হলো বয়েড।

হতাশায় মাথা দোলাল রানা।

এয়ারফিল্ডের সীমানা থেকে বেরিয়ে এল গাড়ি। উঠে পড়ল শহরমুখী রাস্তায়। রানা বুঝতে পারল, এই নির্বোধ সার্জেন্টকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। নিজের চেষ্টায় ফিরতে হবে এয়ারফিল্ডে।

দু'হাত পিছমোড়া করে হ্যাণ্ডকাফ পরানোয় খুব অসুবিধের মধ্যে আছে ও। পায়ের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে সামনে নিয়ে এল হাতদুটো। তারপর তাকাল আশপাশে। কাজে লাগানোর মত কিছু পাওয়া যায় কি না, খুঁজছে। কিন্তু নেই কিছু। ব্যাকসিট আর ফ্রন্টসিটের মাঝখানটা লোহার নেট দিয়ে আলাদা করা, কাজেই দুই পুলিশের উপর হামলা চালাবার উপায় নেই। গাড়ির দরজাগুলোও লক্ করে রাখা হয়েছে, বেরুনোও যাবে না।

সিটের উপর শুয়ে পড়ল রানা। হাঁটু ভাঁজ করল, তারপর জোড়া পায়ে লাথি ছুঁড়ল একপাশের জানালার কাঁচে। এক লাথিতে কিছুই হলো না। হতোদ্যম না হয়ে আবারও লাথি মারল ও।

শব্দ শুনে একযোগে ঘাড় ফেরাল দুই পুলিশ। বয়েড চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই! কী হচ্ছে!'

তার কথায় কান দিল না রানা। লাথি মেরে চলল জানালায়। তিন লাথি খেয়েই চিড় দেখা দিল কাঁচে।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল বয়েড। তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে পড়ল সিটবেল্ট খোলায়। মরগানকে বলল, 'তুমি ড্রাইভ করতে থাকো, আমি ওকে দেখছি...'

তার কথা শেষ হবার আগেই বিকট আওয়াজ তুলে ভেঙে গেল জানালা। চুরচুর হয়ে খসে পড়ল কাঁচ। ঝট্ করে উঠে বসল রানা, ভাঙা জানালা দিয়ে বের করে দিল উর্ধ্বাঙ্গ। দু'হাতে ছাতের কিনারা আঁকড়ে ধরে শরীরের বাকি অংশ বের করতেও সময় লাগল না।

'অ্যাই! থামো বলছি!' গর্জে উঠল বয়েড।

কে শোনে কার কথা! রাস্তার পাশে ঘাসে ছাওয়া জমি দেখতে পাচ্ছে রানা, লাফিয়ে পড়ল ওখানে। কয়েক গড়ান দিয়ে স্থির হলো।

ব্রেক কষল মরগান। টায়ারের কর্কশ শব্দ শোনা গেল। ঘষটাতে ঘষটাতে দশ গজের মত চলে গেল ক্রুজার, তারপর থামল। দরজা খুলে লাফিয়ে নামল দুই পুলিশ। রানা ততক্ষণে দৌড়াতে শুরু করেছে, পিস্তল উঁচিয়ে পিছু পিছু ধাওয়া করে এল তারা।

ঘেসো জমির পাশেই রয়েছে ভুট্টা খেত। লম্বা লম্বা ভুট্টা গাছ দুলছে বাতাসে। তার ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা, বেশ কিছুদূর গিয়ে ঘাপটি মারল। একটু পর দেখা গেল আলোর আভা; সেইসঙ্গে শোনা গেল খসখসানি আর ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ। টর্চলাইট জ্বেলে দুই পুলিশও ঢুকে পড়েছে খেতে। ছড়িয়ে পড়ল ওর খোঁজে।

একদিকের শব্দ লক্ষ্য করে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল রানা। একটু পরেই দেখতে পেল জুতো পরা এক জোড়া পা। সার্জেন্ট

বয়েড। কাছেই কোথাও থেকে শোনা গেল মরগানের গলা, 'সার্জেন্ট, আমি কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

'ভালমত খোঁজো, গর্দভ!' চেঁচিয়ে বলল বয়েড। 'ব্যাটাকে পালাতে দিলে শেরিফ আমাদের মুণ্ডু চিবিয়ে খেয়ে নেবে।'

ভূতের মত তার পিছনে উঠে দাঁড়াল রানা। এগোল সন্তর্পণে। শেষ মুহূর্তে ওর উপস্থিতি টের পেল সার্জেন্ট, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। দ্রুত ঘুরতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু পুরোপুরি ঘোরার আগেই বাঘের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। হ্যাণ্ডকাফে দু'হাত আটকানো ওর, এ-অবস্থায় পিস্তল কেড়ে নেবার চেষ্টা করে লাভ নেই, তাই ছোবল দিয়ে সার্জেন্টের কোমর থেকে ব্যাটন তুলে নিল ও—জিনিসটা অরক্ষিত ছিল।

পিস্তল উঁচু করতে চাইল বয়েড, কিন্তু পারল না। কবজির উপর ব্যাটন দিয়ে মাপা একটা আঘাত করল রানা। ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে, নিজের অজান্তেই মুঠো থেকে খসে পড়ল আগ্নেয়াস্ত্র। ব্যাটনের ডগা দিয়ে এবার তার বুকে একটা খোঁচা মারল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গেল, হাঁসফাঁস করে উঠল বয়েড। কোনোমতে চেঁচাল:

'মরগান! হেল্প!'

সার্জেন্টের হাঁটুর পিছনে এবার ব্যাটন চালাল রানা, তালগোল পাকিয়ে মাটিতে পড়ে গেল মোটাসোটা দেহটা।

ব্যথায় ককাতে থাকল বয়েড, উঠে দাঁড়াতে পারছে না। ঝটপট মাটি থেকে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিল রানা, তাক করল তার দিকে। কয়েক মিনিট পর ভুট্টাগাছের সারি ভেঙেচুরে কনস্টেবল মরগান যখন উদয় হলো, জলদগম্ভীর গলায় হুকুম দিল, 'ওখানেই জমে যাও, মরগান। তোমাদের কারও ক্ষতি চাই না আমি, কিন্তু

যদি কথা না শোনো, তা হলে কঠোর হতে বাধ্য হব।'

'মাই গড!' হতভম্ব চোখে বয়েডের দিকে তাকাল কনস্টেবল। 'কী করেছ তুমি ওঁর?'

'কথা না। আর্মস ফেলো।'

ইতস্তত করল মরগান। অস্ত্র হাতছাড়া করতে চাইছে না। রানা হ্যামার টানতেই সাহস হারাল। তাড়াতাড়ি ফেলে দিল নিজের পিস্তল—বুঝেছে, ওটা হাতে রেখে কোনও লাভ নেই। আজ পর্যন্ত কোনও মানুষকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়নি সে, কোনদিন চালাতে পারবে বলেও মনে হয় না।

'গুড,' রানা বলল। 'তোমার কাছে হ্যাণ্ডকাফ আছে?' মরগান মাথা ঝাঁকাচ্ছে দেখে বলল, 'বের করো। সার্জেন্টের হাতে লাগাও একদিক, অন্যদিক নিজের হাতে।'

নীরবে আদেশ পালন করল মরগান। সন্তুষ্ট হয়ে পিস্তল কোমরে গুঁজল রানা। সার্জেন্টের পকেট হাতড়ে বের করে নিল নিজের হ্যাণ্ডকাফের চাবি, মুক্ত হলো।

'চলো যাই,' কনস্টেবলের পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল ও। 'মরগান, সার্জেন্টকে সাহায্য করো। হাঁটতে সম্ভবত একটু কষ্ট হবে ওঁর।'

তেরো

এয়ারফিল্ডের ছোট্ট টার্মিনালের সামনে তৈরি করা হয়েছে স্টেজিং এরিয়া—বেশ কিছু পুলিশ ক্রুজার, ইউটিলিটি ভ্যান, অ্যাম্বুলেন্স আর ইমার্জেন্সি ভেহিকল জড়ো হয়েছে ওখানে। অ্যাপ্রন পরা প্যারামেডিকের দল অপেক্ষা করছে ডাক পাবার জন্য। টারমাকের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটা ফিউয়েল ট্রাক—ইঞ্জিন চালু করে রেখেছে। সঙ্কেত পেলেই বিমানের উদ্দেশে রওনা হবে।

ককপিটের জানালা দিয়ে দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করল কেইন। তারপর বেরিয়ে এল ওখান থেকে। লিরয়কে নিয়ে হাজির হলো কোচে। অস্ত্র হাতে সেখানে যাত্রীদেরকে পাহারা দিচ্ছে ফিয়োনা, হার্নান্দেজ আর এলক্ হর্ন। জেনিকে বসিয়ে রাখা হয়েছে সামনের একটা সিটে।

'প্ল্যানে সামান্য রদবদল হতে যাচ্ছে,' কোচে প্রবেশ করে বলল কেইন। 'লিরয় আর হর্ন থেকে যাবে এখানে। গ্রেনেডগুলো কার কাছে?'

হাত তুলল হার্নান্দেজ। জ্যাকেটের চেইন খুলে বুকে ঝোলানো বিস্ফোরকগুলো দেখাল।

'গুড, ওগুলো হর্নকে দিয়ে দাও।' কেইন বলল। তারপর

তাকাল লিরয় আর হর্নের দিকে। 'আশা করি জানো কী করতে হবে?'

মাথা ঝাঁকাল পাইলট আর রেড ইণ্ডিয়ান। হার্নান্দেজের কাছ থেকে গ্রেনেডগুলো নিয়ে পকেটে ভরে ফেলল হর্ন।

যাত্রীদের দিকে ফিরল কেইন। গলা উঁচু করে বলল, 'সুসংবাদ! অর্ধেক যাত্রীকে এখুনি মুক্তি দেব আমরা।'

কথাটা শোনামাত্র প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল। উত্তেজিত গুঞ্জনে ভরে গেল বিমানের অভ্যন্তর। জেনি অবশ্য খুশি হলো না, চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে রইল হাইজ্যাকারদের দিকে।

'রিফিউয়েলিঙের পর বাকিরাও ছাড়া পাবেন,' যোগ করল কেইন। 'এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথম গ্রুপে কারা যেতে চান?'

বলা বাহুল্য, একসঙ্গে উঠে গেল সবক'টা হাত।

হাসল কেইন। 'সবাই যেতে চাইলে তো হবে না!'

শুরু হয়ে গেল হৈ-চৈ। একযোগে যাত্রীদের সবাই কাকুতি-মিনতি জানাতে শুরু করেছে কেইনের উদ্দেশে—ওদেরকে ছেড়ে দেবার জন্য। মুখের হাসি বিস্তৃত হতে শুরু করল কেইনের, মজা পাচ্ছে খুব।

ব্যাপারটা সহ্য হলো না জেনির। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল, যাত্রীদের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠল, 'থামুন আপনারা! শুধু শুধু এই লোকের সামনে নিজেদের ছোট করবেন না! দেখছেন না, বদমাশটা মজা পাচ্ছে এতে?'

নীরবতা নেমে এল বিমানের ভিতর। কেইনের হাসি অদৃশ্য হলো। এগিয়ে গেল জেনির দিকে। বলল, 'তোমার দেখছি অনেক সাহস, মেয়ে! হুম...' নেমপ্লেট পড়ল, 'জেনিফার? রানার সঙ্গে

তুমিই তো নীচে গিয়েছিলে, তাই না? কৌতূহলে মরে যাচ্ছি আমরা, ওখানে কী ঘটেছে, তা জানার জন্য। হিরোটা তোমাকে একা পেয়ে চান্স নেয়নি তো? অবশ্য... চান্স তুমিও দিয়ে থাকতে পারো... হাঃ হাঃ হাঃ!' হেসে উঠল সে।

'তুমি একটা ইতর, নোংরা জীব!' হিসিয়ে উঠল জেনি।

'সত্যি বলতে কী, এটা আমি অনেক আগে থেকেই জানি। আর হ্যাঁ, মানুষের দুর্দশা দেখতে ভাল লাগে আমার। কেউ জীবনভিক্ষা চাইলে তো রীতিমত আনন্দ পাই! আমাকে একটু আনন্দ দাও, জেনি। জীবনভিক্ষা চাও!'

'জাহান্নামে যাও তুমি!' গাল দিল জেনি।

'তা-ই?' পিস্তল তুলল কেইন, ঠেকাল মেয়েটার কপালে।

আঁতকে ওঠার মত শব্দ করল যাত্রীরা। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল দুর্বলচিত্তরা, হত্যার দৃশ্য দেখতে চাইছে না।

'অনুরোধ করো আমাকে,' ফিসফিসাল কেইন। 'জীবনভিক্ষা চাও!'

গা কাঁপছে জেনির, কিন্তু টলল না। লোকটার চোখে চোখ রেখে দৃঢ় গলায় বলল, 'না... কিছুতেই না। ট্রিগার চাপো!'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল কেইন। বুঝল, এই মেয়ে হার মানার পাত্রী নয়। হঠাৎ তার মুখে হাসি ফুটল। পিস্তলটা জেনির কপাল থেকে সরিয়ে পাশে ফেরাল। একটা টেডি বিয়ার জড়িয়ে ধরে মায়ের পাশে বসে আছে ছোট্ট একটা ছেলে, ব্যারেল ওর দিকে স্থির হলো।

ট্রিগারের উপর কেইনের চাপ বাড়ছে দেখে বুক কেঁপে উঠল জেনির। নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠল, 'না-আ! থামো!! প্লিজ!!!'

'প্লিজ?' ভুরু নাচাল কেইন।

'প্লিজ, মেরো না ওকে!' আকুতি ফুটল জেনির গলায়। 'প্লিজ!'

প্রতিক্রিয়াহীন রইল কেইন। জেনির চোখে চোখ রেখে ট্রিগার চাপল সে।

'না-আ!' চেঁচিয়ে উঠল জেনি। নিষ্পাপ বাচ্চাটাকে রক্তাক্ত হতে দেখবে ভেবে বিস্ফারিত হলো দু'চোখ। কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটল না।

খটাস করে খালি চেম্বারে বাড়ি পড়ল হ্যামারের। দাঁত কেলিয়ে কেইন বলল, 'প্রথম রাউণ্ড সবসময় খালি রাখি আমি, মিসফায়ারে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে। তবে...' মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'খুব ভাল লাগল তোমাকে এ-অবস্থায় দেখে!'

থমথমে নীরবতা নেমে এসেছে বিমানে। জেনির মনে হলো, এইমাত্র ধর্ষিত হয়েছে সে। মুখ নিচু করে ফেলল।

যাত্রীদের দিকে আবার ফিরল কেইন। 'হাতের কাজ সেরে ফেলা যাক। কারা আগে যাবে, সেটা আমিই ঠিক করে দিচ্ছি। দশ থেকে ত্রিশ নম্বর সারি পর্যন্ত বসা যাত্রীরা...' একটু থামল সে, 'পরে যাবে!'

চেহারা উজ্জ্বল হতে শুরু করেছিল, আবার মুখ কালো হয়ে গেল ওসব সিটের যাত্রীদের। খুশি হলো কেইন তাদেরকে বোকা বানাতে পেরে। উৎফুল্ল গলায় বলল, 'বাকিরা... গেট রেডি।'

লেক লুসিল কন্ট্রোল টাওয়ার।

কানে টেলিফোন ঠেকিয়ে কথা বলছিল শেরিফ পিটম্যান, আচমকা দরজা দড়াম করে খুলে যাওয়ায় লাফিয়ে উঠল। চোখ ফেরাতেই দেখতে পেল সার্জেন্ট বয়েড আর কনস্টেবল

এই বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটবর্তী বুকস্টল অথবা হকারের কাছ থেকে আজই সংগ্রহ করবেন। লেখক অথবা প্রকাশনা সংস্থার কোন ক্ষতি হোক, তা আমরা চাই না।

বাংলাপিডিএফ.নেট

মরগানকে, হাতকড়া পরা অবস্থায় দু'জন ঢুকেছে ভিতরে।

'হোয়াট দ্য...'

শেরিফের বিড়বিড়ানি শেষ হবার আগেই দুই পুলিশের পিছন থেকে বেরিয়ে এল রানা। সহজ ভাষায় বলল, 'গুড ইভ্‌নিং! কেমন আছেন আপনারা?'

চোয়াল ঝুলে পড়ল শেরিফের। 'কে তুমি?'

'মাসুদ রানা। আমি ওই বিমানের প্যাসেঞ্জার,' আঙুল তুলে জাম্বো জেটকে দেখাল রানা, 'মানে... ছিলাম আর কী। ল্যাণ্ড করার সঙ্গে সঙ্গে হাইজ্যাকাররা আমাকে দরজা দেখিয়ে দিয়েছে।'

'কী!' ওর কথা বুঝতে পারছে না শেরিফ।

'ও আমাকে পিটিয়েছে, শেরিফ!' নালিশ জানানোর সুরে বলল বয়েড।

'কথাটা কি সত্যি?' রুক্ষ হয়ে উঠল শেরিফের চেহারা।

'হ্যাঁ, তবে আমাকে বাধ্য করা হয়েছে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'সব ব্যাখ্যা করছি এখুনি। তার আগে ওদের পিস্তলদুটো জমা দিয়ে প্রমাণ করতে চাই, খারাপ কোনও উদ্দেশ্য নেই বা ছিল না আমার।'

শেরিফের হাতে দুই পুলিশের পিস্তল তুলে দিল রানা। 'সার্জেন্টের বোধহয় সামান্য ফার্স্ট এইড দরকার। ওকে পাঠিয়ে দিতে পারেন।'

'হাবার মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছ কী!' বলল শেরিফ বয়েডকে। নড়ে না দেখে খেঁকিয়ে উঠল আবার, 'যাও!'

গাড়িতে ওঠার আগে মরগানের কাছ থেকে হ্যাণ্ডকাফের চাবি নিয়ে নিয়েছিল রানা, পকেট হাতড়ে ওটা বের করে দিল। তাড়াতাড়ি হ্যাণ্ডকাফের তালা খুলল মরগান, বয়েডকে নিয়ে দ্রুত

পায়ে বেরিয়ে গেল টাওয়ার থেকে।

'হ্যাঁ, এবার বলো তোমার কথা,' টেলিফোন নামিয়ে রেখে রানার দিকে ফিরল শেরিফ।

'আপনি এখানকার ইনচার্জ?'

'অবশ্যই! কোনও সন্দেহ আছে?'

ওয়ালেট থেকে আই.ডি. কার্ড বের করে শেরিফকে দেখাল রানা। বলল, 'আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর এবং সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট। ট্রান্স-প্যাসিফিকের সঙ্গে কাজ করছি।'

আই.ডি.-তে চোখ বোলাল শেরিফ। 'রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি? কখনও নাম শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'চাইলে ওয়াশিংটন, লস অ্যাঞ্জেলেস বা বস্টনে ফোন করে ভেরিফাই করে নিতে পারেন। এ-দেশের বড় বড় প্রায় সব শহরে শাখা আছে আমাদের।'

'ডোন্ট ওয়ারি, মিস্টার। প্রয়োজনে অবশ্যই খোঁজ নেব।'

শেরিফের হামবড়া ভাবটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না রানার। অধৈর্য ভঙ্গিতে ও বলল, 'দেখুন শেরিফ, খামোকা সময় নষ্ট করছেন আপনি। টেরোরিস্টদের সম্পর্কে তথ্য আছে আমার কাছে... সেগুলো এখুনি আপনার শোনা দরকার।'

মোটেই ভাবান্তর হলো না শেরিফের মধ্যে। বলল, 'এখানে কোথাও লেখা নেই যে, তুমি ট্রান্স-প্যাসিফিকের সঙ্গে জড়িত। এমনও হতে পারে, তুমি নিজেও হাইজ্যাকারদের একজন... এখানে এসেছ আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করতে।'

'তা হলে এমনও তো হতে পারে—পুলিশের পোশাকে আপনি একজন নির্বোধ অপদার্থ!' রাগের মাথায় বলে বসল রানা।

'কী বললে?' তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল শেরিফ।

'ভুল বলেছি? আমাকে হাইজ্যাকার ভেবে বোকামির পরিচয় দিচ্ছেন আপনি। পরিচয় দিয়েছি, চাইলে ওটা ভেরিফাই করুন... খামোকা এটা-সেটা কল্পনা করতে যাবেন না।'

রানার আত্মবিশ্বাসের সামনে একটু যেন মিইয়ে গেল শেরিফ। তারপরেও গরম গলায় বলল, 'শোনো মিস্টার, যে-পরিচয় দিচ্ছ, সেটা যদি সত্যিও হয়, তোমার কোনও অধিকার নেই এখানে এসে আমার মাথার উপর ছড়ি ঘোরানোর। সাহায্য করতে চাও ভাল কথা, কিন্তু ভুলে যেয়ো না, এটা আমার এলাকা... আমার এয়ারফিল্ড... আমার অপারেশন!'

'আপনার অথোরিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না আমি। শুধুই সাহায্য করতে চাই। হোস্টেজ নেগোসিয়েশন ও কাউন্টার-টেরোরিজমের ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে আমার।'

'শুনে খুশি হলাম।' চাঁছাছোলা গলায় বলল শেরিফ।

টেলিফোন কানে ঠেকিয়ে এ-সময় তাকে ডেকে উঠলেন নোরা। 'শেরিফ পিটম্যান, আপনার ফোন।'

'কে?'

'ট্রান্স-প্যাসিফিক হেডকোয়ার্টার।'

রিসিভার কানে ঠেকাল পিটম্যান। 'দিস ইজ শেরিফ জার্ভিস পিটম্যান।'

'শেরিফ, আমি স্পেশাল এজেন্ট জেমস ওয়েব, এফবিআই,' কথা ভেসে এল ওপাশ থেকে। 'ট্রান্স-প্যাসিফিকের এগজিকিউটিভরাও আছেন আমার সঙ্গে। পরিস্থিতি সম্পর্কে একটু বলতে পারেন আমাদেরকে?'

'বিমানটা ল্যাণ্ড করেছে, এজেন্ট ওয়েব,' শেরিফ বলল। 'আমরা এ-মুহূর্তে যাত্রীদের মুক্তির জন্য নেগোশিয়েট করছি। ওরা

ফিউয়েল চাইছে। ফিউয়েল পেলে সবাইকে ছেড়ে দেবে বলে কথা দিয়েছে।'

স্পিকারফোনে কথা বলছে ওয়েব। পাশ থেকে জেসন জানতে চাইল, 'কেউ আহত হয়নি তো?'

'আমার জানামতে—না... মানে যাত্রীদের কথা বলছি। তবে আমার এক অফিসারকে আপনাদের লোক পিটিয়ে আধমরা বানিয়ে দিয়েছে।'

'আমাদের লোক!'

'হ্যাঁ। নাম বলছে মাসুদ রানা।'

'রানা আপনার সঙ্গে?' চমকে উঠল জেসন। 'ও বিমান থেকে নামল কী করে?'

'হাইজ্যাকাররা নাকি ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে বিমান থেকে।'

'ও ঠিক আছে তো? একটু কথা বলা যাবে?'

শেরিফের ইশারা পেয়ে প্যারালাল লাইনের রিসিভার তুলল রানা।

'হাই, জেসন!'

'মনে হচ্ছে খুব ব্যস্ত ছিলে।'

'হুঁ। বিমানটাকে মাটিতে নামাতে মজাই লেগেছে!' ঠাট্টা করল রানা।

'কীভাবে নামালে?'

'সমস্ত ফিউয়েল ডাম্প করে দিয়েছি।'

ওর কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন ব্র্যাডফোর্ড, কোল আর এজেন্ট ওয়েব।

'কী করেছে ও?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন অ্যাডিসন কোল।

'ফিউয়েল ডাম্প করে দিয়েছে,' মুখ বাঁকিয়ে বলল ওয়েব। 'আন-অর্থোডক্স টেকনিকের কথা বলেছিলাম, প্রমাণ পেলেন তো? এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেন মাসুদ রানার কাজের ধারা আমার পছন্দ নয়?'

'বুঝব না মানে!' উত্তেজিত গলায় বললেন ব্র্যাডফোর্ড। 'বিমানের সবাই মারা পড়তে পারত! না, কিছুতেই এটা মেনে নেয়া যায় না।' স্পিকারফোনের দিকে ফিরলেন। 'শেরিফ পিটম্যান, আমি অ্যালান ব্র্যাডফোর্ড—ডিরেক্টর অভ ট্রান্স-প্যাসিফিক অপারেশন্স। মাসুদ রানা এই কোম্পানির কেউ নয়। দয়া করে এখুনি হাজতে ঢোকান ওকে। আমরা পরে ভেবে দেখব, ওর বিরুদ্ধে সিভিল এয়ার কোড ভাঙার অভিযোগে ক'টা মামলা ঠোকা যায়।'

'কী বলছেন আপনি, মি. ব্র্যাডফোর্ড!' প্রতিবাদ করল জেসন। 'ওখানে এ-মুহূর্তে রানাই একমাত্র লোক, যে এ-ধরনের সিচুয়েশন হ্যাণ্ডেল করতে জানে।'

'আমি মানি না সে কথা,' গোঁয়ারের মত বললেন ব্র্যাডফোর্ড। 'নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে গেছে, মি. রানা একটা বদ্ধ উন্মাদ। যাত্রীদের প্রাণ নিয়ে খেলা করার সুযোগ তাকে আর দিতে রাজি নই আমি।' কোলের দিকে ফিরলেন। 'মি. কোল, আপনার কী মত?'

'আমি একমত,' কোল মাথা ঝাঁকালেন।

'জেসন,' রানা বলল, 'মনে হচ্ছে, গ্যাঁড়াকলে ফেঁসে যাচ্ছি। উপকার করতে গিয়ে এ-পরিস্থিতিতে পড়ব ভাবিনি।'

'আমি দুঃখিত, রানা,' বিব্রত গলায় বলল জেসন। 'ধৈর্য ধরো, আমি দেখি কী করা যায়। তার আগে কিছু করতে যেয়ো না।'

ফোন নামিয়ে রেখে কনস্টেবল মরগানের দিকে ফিরল শেরিফ পিটম্যান—সার্জেন্ট বয়েডকে ফার্স্ট এইডের জন্য পৌঁছে দিয়ে এইমাত্র ফিরে এসেছে সে।

'মরগান, টার্মিনালে একটা ডিটেনশন রুম বানানো হয়েছে। মি. রানাকে এসকর্ট করে ওখানে নিয়ে যাও,' নির্দেশ দিল সে। 'পারবে তো, নাকি বয়েডের মত মার খেয়ে ভূত হবে?'

'ভয়ের কিছু নেই, শেরিফ,' বলে উঠল রানা। মেজাজ খিঁচড়ে গেছে ওর। 'ট্রান্স-প্যাসিফিক যেহেতু চাইছে না, আমি ব্যাপারটার সঙ্গে নিজেকে আর জড়াতে চাই না।' মরগানের দিকে ফিরল। 'চলো কোথায় যেতে হবে।'

'খবরদার, মি. রানা,' হুঁশিয়ার করল শেরিফ। 'কোনও চালাকি নয়।'

'করব না, বললাম তো।'

'হ্যাণ্ডকাফ পরাব?' জানতে চাইল মরগান। তার চোখে সহানুভূতি লক্ষ করল রানা।

তীক্ষ্ণ চোখে রানাকে দেখে নিল শেরিফ। তারপর বলল, 'থাক, দরকার নেই।'

কনস্টেবলের সঙ্গে টাওয়ারের কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে মরগান বলল, 'আই অ্যাম সরি, মি. রানা।'

'কেন?'

'ব্যুরোক্রেসি কাকে বলে, তা জানা আছে আমার। আমার বাবা ব্যুরোক্রেসির ফাঁদে পড়ে চাকরি হারিয়েছিলেন।'

'কী আর করা, ওসব যে-কোনও পেশারই অংশ।'

'আচ্ছা, আপনি কি কিছু করতে পারতেন যাত্রীদের জন্য?

মানে... শেরিফ যদি সুযোগ দিতেন আর কী।'

'হয়তো।'

'হাইজ্যাকাররা অর্ধেক যাত্রীকে এখুনি ছেড়ে দিচ্ছে, ফিউয়েল পাবার পর বাকিদেরও মুক্তি দেবে। এরচেয়ে ভাল আর কী-ই বা করা সম্ভব?'

থেমে গেল রানা। চেহারা চিন্তিত হয়ে উঠেছে। 'ছেড়ে দিচ্ছে? ফিউয়েল পাবার আগেই?'

'অস্বাভাবিক লাগছে ব্যাপারটা?'

'তা তো বটেই। হাইজ্যাকারদের লিডার লোকটার ফাইল ভালমত স্টাডি করেছি আমি। এত সহজে কাউকে ছেড়ে দেবার লোক নয় ও। নিশ্চয়ই অন্য কোনও প্ল্যান আছে ওর।'

'কী সেটা?'

'জানি না। যাত্রীদেরকে যখন ছাড়বে, তখন হয়তো বোঝা যাবে। কিন্তু সেজন্যে কাছাকাছি থাকা প্রয়োজন ছিল আমার।'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নীরব হয়ে গেল মরগান। একটু পর শান্ত গলায় বলল, 'ঠিক আছে, যান আপনি।'

'কী!' রানা অবাক।

'আমি আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি, মি. রানা,' মরগান বলল। 'যান, ব্যাটাদেরকে ঠেকান।'

'ক্... কিন্তু কেন?' বিস্ময়ে কথা আটকে যাচ্ছে রানার।

'কারণ আমার বিশ্বাস, মাথামোটা ওই নির্বোধ শেরিফ বা ট্রান্স-প্যাসিফিকের ওইসব ব্যুরোক্র্যাটদের চেয়ে আপনি অনেক বেশি সাহায্য করতে পারবেন বিমানে আটকা পড়া যাত্রীদেরকে। ওদের কিছু হয়ে গেলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না, মি. রানা—জেনেশুনে আপনাকে আটকে রাখার জন্য বাকি জীবন

অপরাধী ভাবব নিজেকে।'

কনস্টেবলকে জড়িয়ে ধরল রানা। 'ধন্যবাদ, মরগান। তোমার দায়িত্বজ্ঞান দেখে আমি মুগ্ধ। আজকের কথাটা আমি কোনোদিন ভুলব না। কিন্তু... আমাকে যে যেতে দিচ্ছ, শেরিফের কাছে কী জবাব দেবে?'

'জবাব দেবার কী আছে? হাঁদারামটার আণ্ডারে চাকরি করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি... বরখাস্ত করবে তো? খুশিই হব তাতে। যান আপনি, দেরি করবেন না। পিস্তলটা নিয়ে যান।'

অস্ত্রটা নিয়ে আরেকবার ধন্যবাদ জানাল রানা। তারপর উল্টো ঘুরে ছুট লাগাল। পিছন থেকে পরম বিশ্বাস নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল মরগান।

চোদ্দ

কন্ট্রোল টাওয়ারের রেডিও জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। কেইনের কণ্ঠ ভেসে এল তাতে।

'শেরিফ, দিস ইজ ডেমিয়েন কেইন। ফিউয়েল ট্রাক কি রেডি?'

'হ্যাঁ,' জানাল শেরিফ পিটম্যান।

'গুড। কিন্তু সাবধান করে দিতে চাই—রিফিউয়েলিঙের সময়

যদি বিমানের একশো গজের মধ্যে কেউ আসে, বাকি যাত্রীদেরকে খুন করব আমরা।'

'নিশ্চিন্ত থাকো, কেউ যাবে না তোমাদের আশপাশে।'

'রিফিউয়েলিঙের সময় রেডিও কমিউনিকেশন বন্ধ থাকবে,' যোগ করল কেইন। 'স্ট্যাণ্ডবাই টু রিসিভ প্যাসেঞ্জারস্।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ওয়াকি-টকি তুলে নিল শেরিফ।

কয়েক মিনিটের মধ্যে খুলে গেল বিমানের সামনের দিককার একটা দরজা। ফুলে উঠল ইমার্জেন্সি স্লাইড, তারপর প্যাঁচ খুলে নেমে এল মাটিতে। সেটায় চড়ে পিছলে একে একে নামতে শুরু করল বিমানের আরোহীরা। চোখের পলকে ভিড় জমে গেল টারমাকে। খানিক পর যাত্রীদের এই ঢল ছুটতে শুরু করল টার্মিনালের দিকে।

টার্মিনালের পাশ ঘুরে টারমাকে বেরিয়ে এল রানা। ওর দিকে নজর নেই কারও। প্যারামেডিক, পুলিশ আর ইমার্জেন্সি ক্রু-রা ব্যস্ত যাত্রীদেরকে সামলাতে। ভিড় পেরিয়ে বিমানের দিকে নজর ফেলল ও। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে কি না দেখছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বুঝে ফেলল ব্যাপারটা।

যাত্রীদের ভিড় থেকে আলাদা হয়ে গেছে তিনজন মানুষ, দ্রুত পায়ে হাঁটছে আরেক দিকে। রানওয়ে থেকে ঘাসে ঢাকা একটা জমিতে নেমে গেল। দূরে, আকাশের পটভূমিতে মিটমিট করে জ্বলছে লেক লুসিলের স্থায়ী ফেয়ারগ্রাউণ্ডের আলোকসজ্জা। সেদিকেই যাচ্ছে তারা।

কেইনের বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না রানা। সঙ্গী-সাথী নিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে বিমান থেকে নেমে এসেছে ধুরন্ধর

লোকটা। হট্টগোল আর বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে সরে যাচ্ছে!

ধাওয়া করতে চাইল রানা, কিন্তু মানুষের ভিড় ঠেলে উল্টোদিকে বেশিদূর এগোতে পারল না। বরং ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাবার দশা হলো কয়েকবার। উপায়ান্তর না দেখে উল্টো ঘুরল ও। অন্য কোনও পথ বের করতে হবে।

মানবস্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়ে টার্মিনালের দিকে এগোতে শুরু করল ও। শেষ মুহূর্তে বেরিয়ে এল ভিড় থেকে। টার্মিনাল ভবনকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল এয়ারফিল্ডের পার্কিং লটে।

একের পর এক গাড়ি আসছে ওখানে। সব স্থানীয় লোকজন, মজা দেখার জন্য জড়ো হচ্ছে। বিশালদেহী এক বাইকচালকের উপর দৃষ্টি আটকে গেল। দর্শনীয় এক হার্লি-ডেভিডসন মোটরবাইক নিয়ে এসেছে লোকটা। থেমে দাঁড়াতেই তার সামনে গিয়ে হাজির হলো রানা।

'ভিড় দেখে ছুটে এসেছি,' বলল বাইকচালক। 'এখানে হচ্ছেটা কী?'

'তোমার বাইক ছিনতাই!' সংক্ষেপে বলল রানা। পরমুহূর্তে দু'হাতে ধাক্কা দিল লোকটাকে। বাইকের সিট থেকে ছিটকে পড়ল সে।

বাইকটাকে সিধে করে উঠে পড়ল রানা। গিয়ার দিয়ে উল্টো ঘুরল, সবেগে বেরিয়ে গেল পার্কিং লট থেকে।

পিছন থেকে চেঁচাল বাইকের মালিক, 'অ্যাই! থামো! কে আছ, থামাও ওকে! আমার বাইক নিয়ে যাচ্ছে হাইজ্যাকার!'

কিন্তু তার চিৎকারে কান দিল না কেউ। সবার মনোযোগ অন্যদিকে।

ঘেসো জমি ধরে দ্রুতপায়ে এগোচ্ছে তিন টেরোরিস্ট—কেইন, হার্নান্দেজ আর ফিয়োনা। একটু পর পরই পিছনে তাকাচ্ছে, কেউ তাদের পিছু নিয়েছে কি না দেখার জন্য। তবে তেমন কোনও আলামত দেখা গেল না।

'লিরয় আর হর্নের কী হবে?' হঠাৎ জানতে চাইল হার্নান্দেজ।

'রিফিউয়েলিং শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা, ততক্ষণ দেখেশুনে রাখবে যাত্রীদেরকে,' কেইন বলল। 'সবকিছু যদি ঠিকঠাকমত এগোয়, রিফিউয়েলিঙের পর আবার টেকঅফ করবে বিমান নিয়ে। পুরনো প্ল্যান... মানে, *জেরোনিমো* ফলো করবে। বিমানে গ্রেনেড সেট করে প্যারাশুট নিয়ে লাফ দেবে রন্দিভু পয়েন্টের উপরে।'

'টেকঅফের আগেই যদি কমাণ্ডো অ্যাটাক চালায় এফবিআই?'

'সেক্ষেত্রে গ্রেনেড ফাটিয়ে মাটিতেই বিমানকে টুকরো টুকরো করে দেবে ওরা। ইউ সি... আকাশ হোক বা মাটি, বিস্ফোরণের পর একটা লাশও আস্ত পাওয়া যাবে না, ফলে কেউ বুঝতে পারবে না, আমরা আগেই বিমান থেকে নেমে গেছি।'

অবাক হলো হার্নান্দেজ। 'আত্মহত্যা করবে লিরয় আর হর্ন? আমাদের জন্য?'

হাসল কেইন। 'তুমি করতে না?'

কাঁধ ঝাঁকাল হার্নান্দেজ।

'ইশ্‌শ্‌!' আফসোস করল ফিয়োনা। 'বিস্ফোরণটা যদি দেখতে পেতাম! খুব মজা হতো!'

'হতাশ হবার কিছু নেই,' কেইন বলল। 'আগামী ছ'মাস

টিভির পর্দায় অনবরত দেখাবে দৃশ্যটা।'

উঁচু একটা সাইক্লোন ফেন্সের সামনে পৌঁছে গেল ছোট্ট দলটা। জুতো খুলে উল্টোপাশে ছুঁড়ে দিল সবাই, তারপর ফেন্সের তারের খোপে হাত-পায়ের আঙুল আটকে উপরে উঠতে শুরু করল। অল্পক্ষণেই টপকে গেল বাধাটা। মাটিতে নেমে আবার জুতো পরল ওরা। হাঁটতে থাকল।

'পা চালাও,' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল কেইন। 'এয়ারফিল্ডের সীমানা পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু বিপদ এখনও কাটেনি। যত দ্রুত সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে আমাদেরকে।'

অবশেষে থামল যাত্রীদের স্রোত। মুক্তি পাওয়া সবাইকে ঢুকিয়ে ফেলা হয়েছে টার্মিনালে। সেখানেই চলছে সেবা-শুশ্রূষা। জাম্বো জেটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উল্টো ঘুরল শেরিফ পিটম্যান। লক্ষ করল, গম্ভীর হয়ে আছে বৃদ্ধ ফ্র্যাঙ্ক অ্যালেনের চেহারা।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল শেরিফ।

'অর্ধেক তো না,' বললেন ফ্র্যাঙ্ক, 'তারচেয়েও বেশি যাত্রীকে ছেড়ে দিয়েছে ওরা!'

'তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে তাতে?' চরম বিরক্তি প্রকাশ করল শেরিফ।

'যা-ই বলুন, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।'

'এটুকু অস্বাভাবিকতা মেনে নিতে কোনও আপত্তি নেই আমার।' ওয়াকি-টকি মুখের কাছে তুলল শেরিফ। ডেপুটিকে বলল, 'ঠিক আছে, স্ট্যানলি, ফিউয়েল ট্রাকটাকে পাঠাতে পারো এবার।'

ঘেসো-জমি যেন প্রকাণ্ড সব ঢেউ, সেগুলোর উপর দিয়ে ছুটে চলেছে হার্লি-ডেভিডসন। লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে... প্রতি ঝাঁকিতে গুঙিয়ে উঠছে পুরো বডি। মাঠঘাট পেরিয়ে ফেয়ারগ্রাউণ্ডের দিকে যাচ্ছে রানা। সর্বোচ্চ পিকআপ দিয়েছে, ইঞ্জিনের কাছ থেকে আদায় করে নিতে চাইছে সমস্ত শক্তি। এবড়ো-থেবড়ো ঘেসো জমির মাঝখানে পথ বলতে কিছু নেই, তারপরেও মাঝে মাঝেই সত্তর মাইলে উঠছে হার্লির স্পিড।

হেডলাইট নিভিয়ে রেখেছে রানা, কিন্তু হার্লির শক্তিশালী ইঞ্জিনটা যেন জেলখানার পাগলাঘণ্টি, ওটার আওয়াজেই সতর্ক হয়ে গেল তিন টেরোরিস্ট। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। চাঁদের আলোয় আরোহীকেও চিনতে পারল। রানাও দেখতে পেয়েছে ওদের, বাঁ হাতে বাইকের হ্যাণ্ডেল ধরে রাখল, ডান হাতে তুলল মরগানের দেয়া পিস্তলটা।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল হার্নান্দেজ। 'প্লেনের ওই হিরোটা না? এখানে পৌঁছুল কীভাবে?'

'যেভাবেই পৌঁছাক, এখানে মরণ অপেক্ষা করছে ওর জন্যে,' রুক্ষ গলায় বলল কেইন। বেল্টে গোঁজা পিস্তল হাতে নিল। 'খতম করো শালাকে!'

নির্দেশটা মুখ থেকে বেরুতে যা দেরি, একযোগে গুলি ছুঁড়ল তিন সন্ত্রাসী। খোলা প্রান্তর বিদীর্ণ হলো পিস্তলের আওয়াজে, চারপাশ চমকে উঠল মাজল ফ্ল্যাশের আলোয়।

বাইকের মুখ ঘোরাল রানা, এঁকেবেঁকে এগোল প্রতিপক্ষের দিকে। পাল্টা গুলি ছুঁড়ল একইসঙ্গে। মাঠের উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল কেইন আর তার দুই সঙ্গী। চলল গুলি

বিনিময়।

মাঠের একটা জায়গা র‍্যাম্পের মত উঁচু হয়ে গেছে। ওখানে পৌঁছুল রানা, প্রবল বেগে উঠে পড়ল ঢালে, শেষ প্রান্তে গিয়ে শূন্যে লাফ দিল হার্লি। চাঁদের আলোয় আকাশের পটভূমিতে পরিষ্কার টার্গেট। কাছাকাছি রয়েছে হার্নান্দেজ, ধীরে-সুস্থে নিশানা ঠিক করল, তারপর চাপল ট্রিগার।

বাইকের ফিউয়েল ট্যাঙ্কে আঘাত হানল বুলেট, ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ ঘটল। হাজার চেষ্টা করেও বাহনকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না রানা। র‍্যাম্পের মত জায়গাটার ঠিক পরেই মুখ ব্যাদান করে রেখেছে অন্ধকার একটা খাদ, বাইক-সহ ওটার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল ও। দড়াম করে আওয়াজ হলো বাহন আর আরোহীর আছড়ে পড়ার।

'হাহ্-হা!' হাততালি দিয়ে উঠল হার্নান্দেজ। 'বুলস্ আই! ব্যাটা খতম!'

মাটিতে শুয়ে পড়েছিল কেইন। উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এল মেক্সিকান সঙ্গীর দিকে।

'গুড জব,' বলল সে। 'গিয়ে শিয়োর হও, ও সত্যিই মরেছে কি না। আমরা ফেয়ারগ্রাউণ্ডে চলে যাচ্ছি। তুমি এসে যোগ দিয়ো।' ফিয়োনার দিকে ফিরল। 'চলো, যাওয়া যাক।'

সঙ্গী দু'জনকে বিদায় দিয়ে খাদের দিকে এগোল হার্নান্দেজ। সাবধানে কিনার বেয়ে নেমে এল তলায়। এখানটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা টর্চ জ্বালল। দু'দফা এদিক-ওদিক ঘোরাতেই দেখতে পেল মোটরবাইকটাকে—খাদের তলায় নিস্পন্দভাবে পড়ে আছে। ওটার পাশে রানার পিস্তলটাও আছে... কিন্তু... মানুষটা নেই।

সতর্ক হয়ে উঠল মেক্সিকান সন্ত্রাসী। টর্চ ঘোরাতে শুরু করল খাদের ভিতরে। আর তখুনি ছায়া থেকে বেরিয়ে এল রানা। কিনারার ঠিক নীচে, অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে ছিল ও। পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল হার্নান্দেজের উপর। লোকটাকে জাপটে ধরে ধাক্কা দিল সামনে।

তাল হারাল হার্নান্দেজ, হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। আচমকা আছাড় খাওয়ায় হাত থেকে ছুটে গেল টর্চ আর পিস্তল। চট্ করে চিৎ হলো মেক্সিকান, লাফ দিয়ে ওর বুকের উপর চেপে বসল রানা, টিপে ধরল কণ্ঠনালী।

খাবি খেতে শুরু করল হার্নান্দেজ। শ্বাস নিতে পারছে না। আঙুলগুলো ধরে রানার সাঁড়াশি-চাপ আলগা করার চেষ্টা করল সে, পারল না। শেষে আর কোনও উপায় না দেখে হাঁটু দিয়ে গায়ের জোরে মারল রানার পিঠে। জায়গা মতোই লাগল আঘাতটা, জাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো। আলগা হয়ে গেল রানার হাত। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল হার্নান্দেজ, গড়ান দিয়ে সরে গেল রানার নীচ থেকে, তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দম ফিরে পেতে বার কয়েক জোরে জোরে শ্বাস টানল সে, বাতাস টেনে নিচ্ছে বুভুক্ষু ফুসফুস।

উঠে দাঁড়াল রানাও।

রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেছে হার্নান্দেজ। খ্যাপাটে গলায় বলল, 'লড়াই ঘুচাচ্ছি! আজ তোমাকে জন্মের শিক্ষা দিয়ে দেব!'

আচমকা ঘুসি চালাল সে রানাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু মাঝপথেই সে-ঘুসি ঠেকিয়ে দিল রানা, পাল্টা বিরাশি শিক্কার একটা ঘুসি বসাল প্রতিপক্ষের পেটে। হুঁক্ করে একটা শব্দ করল মেক্সিকান, কুঁজো হয়ে হাঁসফাঁস করতে লাগল বাতাসের

অভাবে। একটু পর মুখ তুলতেই এক পা সামনে এগোল রানা, দ্রুত দুটো আঘাত হানল—প্রথমটা কানের পাশে, পরেরটা চিবুকের নীচে। তালগোল পাকিয়ে মাটিতে পড়ে গেল হার্নান্দেজ। আঘাত সামলে চার হাত-পায়ে একটু উঁচু হতেই লাথি চালাল রানা তার ঘাড়ে। জ্ঞান হারিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল মেক্সিকান।

'ওভাবেই থাকো,' শান্ত গলায় বলল রানা। শরীর থেকে ধুলো ঝাড়ল, তারপর পিস্তল আর টর্চলাইট কুড়িয়ে নিয়ে উঠে এল খাদ থেকে।

প্রান্তরে চোখ বোলাল ও। ফেয়ারগ্রাউণ্ড এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আবছা আলোয় দুটো ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল। ফেয়ারগ্রাউণ্ডের কাছে পৌঁছে গেছে কেইন আর তার সঙ্গী। এক্ষুণি ঢুকে পড়বে ভিতরে।

দৌড়াতে শুরু করল রানা।

পনেরো

ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়ে বিমানের পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকাল এলক্ হর্ন। ফিউয়েল ট্রাক এসে থেমেছে স্টারবোর্ড উইঙের তলায়। ওভারঅল-পরা দু'জন গ্রাউণ্ড ক্রু নামল গাড়ি থেকে।

নজল্, হোস আর ল্যাডার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একটু পরেই চালু হলো পাম্প—জেট ফিউয়েলের প্রবাহ শুরু হলো বিমানের শিরা-উপশিরায়। মনে মনে খুশি হলো রেড ইণ্ডিয়ান। বিস্ফোরণটা বেশ ভালমতই হবে!

সত্যিকার ফ্যানাটিক বলতে যা বোঝায়, এলক্ হর্ন আসলে তা-ই। এক ধরনের আত্মঘাতী মনোভাবও আছে তার ভিতর। এ-কারণেই বেশ ক'বছর আগে তাকে দলে নিয়েছে কেইন। সে একা নয়, কেইনের দলের প্রতিটি সদস্যই হর্নের মত বেপরোয়া স্বভাবের।

রিফিউয়েলিঙের দৃশ্য কয়েক মিনিট নীরবে দেখল হর্ন। তারপর পোর্টহোলের শেড টেনে দিয়ে ঘুরল যাত্রীদের দিকে। কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে লিরয়। ককপিট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সে, সঙ্গীর সঙ্গে পাহারা দিচ্ছে যাত্রীদেরকে। বিমানের ভিতরে বরাবরের মত পিনপতন নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে। কেউ নড়ছেও না।

রাগত দৃষ্টিতে হঠাৎ রেড ইণ্ডিয়ানের দিকে তাকাল জেনি। জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের মতলবটা কী, জানতে পারি? বন্ধুদের সঙ্গে গেলে না কেন?'

'চুপ! তোমার কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নই আমরা!' ধমকে উঠল হর্ন।

ঘাবড়াল না জেনি। বলল, 'কী ভেবে তোমাদেরকে পিছনে রেখে গেল কেইন, বুঝতে পারছি না। আমরা সবাই মিলে যদি...' কথাটা বলছে আর যাত্রীদের দিকে নজর বোলাচ্ছে ও। বোঝাতে চাইছে পরিকল্পনাটা।

পিস্তল তুলল হর্ন। 'চুপ করো, মেয়ে! তোমার কৌশল বুঝতে

পারছি আমি। কিন্তু আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, সংখ্যায় বেশি হতে পারো... তাই বলে আমাদের উপর হামলা চালিয়ে সুবিধে করতে পারবে না।' এক হাতে জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা গ্রেনেড বের করে আনল। ভেস্টের সঙ্গে ঝুলছে বাকিগুলো—ইশারায় ওগুলোও দেখাল। 'একটুও যদি বেচাল দেখি,' হুমকি দিল সে, 'গ্রেনেড ফাটাব আমি। ক্লিয়ার?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল লিরয়।

স্থির চোখে দুই টেরোরিস্টের মুখের ভাব লক্ষ করল জেনি। কিন্তু কোনও কপটতার আভাস দেখতে পেল না। বুঝতে পারল, মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না, এরা সত্যিই সিরিয়াস। হামলা করতে গেলেই ফাটিয়ে দেবে গ্রেনেড।

হতাশায় মিইয়ে গেল ও।

কন্ট্রোল টাওয়ারের জানালা থেকে রিফিউয়েলিঙের কাজ দেখছে শেরিফ পিটম্যান। মন খুঁত খুঁত করছে তার। পরিস্থিতি বড্ড শান্ত, নীরব। যদিও হাইজ্যাকাররা রিফিউয়েলিঙের সময় রেডিও সাইলেন্সের নির্দেশনা দিয়েছে, তারপরেও কয়েক দফা চেষ্টা করেছে সে যোগাযোগের, কিন্তু কোনও জবাব পায়নি। ধীরে ধীরে অস্থির হয়ে উঠছে শেরিফ।

পিছনে দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে ঘুরল সে। হন্তদন্ত হয়ে তার ডেপুটি এসে ঢুকেছে কন্ট্রোল রুমে।

'কী ব্যাপার?' বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল শেরিফ।

'পার্কিং লটে একটা ঘটনা ঘটেছে, স্যর,' বলল ডেপুটি শেরিফ স্ট্যানলি রজার্স। 'ভারতীয় চেহারার এক লোক নাকি স্থানীয় এক বাইকারের মোটর সাইকেল ছিনিয়ে নিয়েছে।

ফেয়ারগ্রাউণ্ডের দিকে গেছে লোকটা।'

'ভারতীয় চেহারার লোক!' ভুরু কোঁচকাল শেরিফ। 'ডিটেনশন রুমে মাসুদ রানা নামে কাউকে কি দেখেছ তুমি?'

'না, স্যর,' ডেপুটি মাথা নাড়ল। 'ওখানে কেউ নেই।'

'নেই মানে!' খেঁকিয়ে উঠল শেরিফ। 'মরগান কোথায়?'

'ওকে তো টার্মিনালে দেখলাম। উদ্ধার পাওয়া প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে জবানবন্দি নিচ্ছে।'

'কী!'

টেলিফোনে কথা বলছিলেন ফ্র্যাঙ্ক, রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে ডাকলেন, 'শেরিফ, একটা রিপোর্ট এসেছে—ফেয়ারগ্রাউণ্ডের ওদিকে নাকি গোলাগুলি হয়েছে।'

'শালার মাসুদ রানা!' খ্যাপাটে গলায় বলল শেরিফ, 'লোকটা দেখছি আমার লাইফ হেল্ করে ছাড়বে!' সার্জেন্টের দিকে ফিরল। 'কয়েকজনকে ফেয়ারগ্রাউণ্ডে পাঠাও। রানাকে অ্যারেস্ট করে সোজা হাজতে নিয়ে ঢোকাও। আর হ্যাঁ... কাউকে বলো মরগানকে যেন কান ধরে এখানে নিয়ে আসে। চাবকে ওর পাছার ছাল তুলব আমি!'

'ইয়েস, স্যর,' বলে বেরিয়ে গেল ডেপুটি।

ষোলো

ফেয়ারগ্রাউণ্ডের প্রবেশপথের উপরে বিশাল এক ব্যানার ঝুলছেঃ

কাউন্টি ফেয়ার!

ফায়ারওয়ার্কস্ টুনাইট!!

ভিতর থেকে ভেসে আসছে হৈ-চৈ আর আনন্দ উল্লাসের আওয়াজ। এয়ারফিল্ডের নাটকীয় উত্তেজনার খবর সম্ভবত এখনও পায়নি এখানকার লোকেরা।

প্রবেশপথের সামনে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াল কেইন। ব্যানার পড়ল। তারপর ফিয়োনাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

মেলায় ঢোকার মুখেই রয়েছে বড়সড় একটা পানি-ভর্তি চৌবাচ্চা। তার উপরে একটা কাঠের প্ল্যাটফর্মে বসে আছে রঙচঙা পোশাক পরা এক সং। চৌবাচ্চার পাশে ঝুলছে রঙিন বুলস আই। মাঝারি আকারের টেনিস বল ওটায় লাগানোর চেষ্টা করছে কতগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে। হঠাৎ ঠং করে একটা বল নিশানায় আঘাত করল, সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম কাত হয়ে গেল। ঝপ্ করে পানিতে পড়ে গেল সং। হেসে উঠল বাচ্চারা, হাততালি দিল। করুণ মুখভঙ্গি করে চৌবাচ্চা থেকে উঠে এল সং। প্ল্যাটফর্মে আরেকজন জায়গা নিল তার।

আগ্রহ নিয়ে খেলাটা দেখছে ফিয়োনা, দলনেতার ডাকে সংবিৎ ফিরে পেল।

'আমাদের রন্দিভু পয়েন্ট কতদূরে?' জিজ্ঞেস করল কেইন।

'পোর্ট আর্থার, টেক্সাসের কথা বলছ?' একটু ভাবল ফিয়োনা। 'দুইশ' মাইলের মত হবে।'

'হুম, খুব দূরে নয় তা হলে,' মন্তব্য করল কেইন। 'ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যবস্থা করো। আমি রন্দিভু টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, বলে দেব ওরা যেন পজিশন মেইনটেন করে। আমরা না পৌঁছুনো পর্যন্ত কোথাও যাবে না।'

'গুড আইডিয়া, কেইন!'

'যাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ফিয়োনা। কেইন রওনা হলো টেলিফোনের খোঁজে।

এর খানিক পরেই ফেয়ারগ্রাউণ্ডে ঢুকল রানা। খোলা জায়গায় থাকল না ও, মিশে গেল ভিড়ের মাঝে। তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশে নজর বোলাচ্ছে, খুঁজে ফিরছে পলাতক দুই টেরোরিস্টকে।

হঠাৎ সম্মিলিত চিৎকার শুনে সচকিত হলো ও। মাথা ঘোরাতেই পেশিতে ঢিল দিতে বাধ্য হলো। না, বিপদ ঘটেনি কোনও। টিনএজারদের একটা দল... নাগরদোলায় উঠেছে, একটু উঁচুতে পৌঁছুতেই চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। অন্যদিকে নজর দিল ও।

কপাল খারাপ রানার, অল্পক্ষণেই চোখে পড়ে গেল কেইনের। নিজে লোকটাকে দেখতে পাবার আগেই। একটা টেলিফোন বুদে ঢুকে ফোন করছিল টেরোরিস্ট-নেতা, দেখে ফেলল ওকে। চরম তিক্ততা ভর করল কেইনের চেহারায়। এমন নাছোড়বান্দা লোক

জীবনে দেখেনি। চাইলে ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়া যায়, কিন্তু তা করল না। মাসুদ রানা নামের মানুষটা তার অহমিকায় আঘাত হানতে শুরু করেছে, এর একটা হেস্তনেস্ত না করলেই নয়।

ফোনে কথা শেষ করে সাবধানে বেরিয়ে এল সে। পা টিপে টিপে পিছন থেকে এগিয়ে গেল রানার দিকে। হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে, জ্যাকেটের ঝুলের আড়ালে কৌশলে লুকিয়ে রেখেছে অস্ত্রটা, যাতে কেউ দেখতে না পায়।

একেবারে রানার পিছনে গিয়ে থামল সে। পিস্তলের ব্যারেল ঠেকাল ওর পিঠে।

'চমৎকার রাত, তাই না?' কানের কাছে কণ্ঠ শুনে জমে গেল রানা। 'চলো একটু হাঁটি, মিস্টার হিরো!'

নড়ল না রানা। 'পিস্তলটা সরিয়ে নিলে ভাল করবে। তোমার জারিজুরি শেষ।'

'রিয়েলি?' হাসল কেইন। নজর বোলাল চারপাশে। 'কই, একজন পুলিশও তো দেখছি না! তা হলে কীভাবে জারিজুরি শেষ হলো আমার? নাকি তুমি একাই আমাকে ঠেকাবে বলে ভাবছ?'

'তোমার মত তেলাপোকার জন্য আমি একাই যথেষ্ট।'

'আর তোমার জন্য যথেষ্ট আমার ট্রিগারের একটা চাপ,' শীতল গলায় বলল কেইন। 'পেট ফুটো হয়ে যাবে... আর কোনোদিন জ্বালাতে পারবে না কাউকে।'

'পাবলিক প্লেসে গোলাগুলি করবে?' রানা এবার হাসল। 'কী ঘটবে তাতে, জানো না? তল্লাটের সমস্ত পুলিশ ছুটে আসবে তোমাকে অ্যারেস্ট করতে। না, না... অ্যারেস্ট বলছি কেন? তোমাকে দেখামাত্র গুলি করবে ওরা।'

'আমাকে এখনও তুমি চিনতে পারোনি, মিস্টার,' কেইন

বলল। 'অমন কিছু ঘটলে মরার আগে দু-চার ডজন নিরীহ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যাব আমি। দেখতেই পাচ্ছ, এখানে টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্য আবালবৃদ্ধবণিতার অভাব নেই।'

'অবাক হচ্ছি না,' রানা বলল। 'তুমি তো একটা মাস-মার্ডারার!'

'আর তুমি একটা আবেগপ্রবণ বোকা লোক। নিজে মরে হলেও নিরীহ মানুষের জীবন বাঁচাবে। তাই না, হিরো?'

জবাব দিল না রানা। ওর মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিল কেইন।

'কথা বাড়িয়ে লাভ নেই,' বলল সে। 'হাঁটো। তোমার কাছে আর্মস আছে; প্রথম যে ট্র্যাশ-ক্যানটা পড়বে, সেটায় ফেলে দেবে ওটা। যদি কথা না শোনো, গুলি চালাব আমি। প্রথমে তোমার পিঠে, তারপর মেলার অন্যান্য মানুষকে লক্ষ্য করে।'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই,' রানা বলল। একটা ট্র্যাশ-ক্যান লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল ও। পাশে গিয়ে সাবধানে নিজের পিস্তলটা ফেলে দিল ওতে।

'লক্ষ্মী ছেলে!' মুচকি হেসে বলল কেইন।

'এবার কী?'

'এবার আমরা হাঁটব, এবং কথা বলব। একটু সময় ব্যয় করব পরস্পরকে চিনে নেবার জন্য। কাকে খুন করছি, তা নিয়ে সাধারণত মাথা ঘামাই না আমি। কিন্তু তোমার বেলায় ব্যতিক্রম ঘটাতে চাই। আমাকে ইমপ্রেস করেছ তুমি, মি. রানা। নামটাও কেন যেন চেনা চেনা লাগছে। তবে তার আগে হার্নান্দেজের খবর জানতে চাই। কোথায় ও?'

'মেক্সিকান ওই লোকটা?' হালকা গলায় বলল রানা। 'সম্ভবত

গরুর গোবরে নাক গুঁজে ঘুমাচ্ছে।'

'হুম! ওকে একা পাঠিয়ে ভুল করেছি তা হলে। অসুবিধে নেই, ভবিষ্যতে এ-ভুল আর হবে না।'

হাঁটতে হাঁটতে ক্যারুজেলের সামনে এসে পড়েছে ওরা। চড়া লয়ে বাজতে থাকা সঙ্গীতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুরছে ওটা। ভিতরে কাঠের তৈরি হাতি, ঘোড়া আর ডলফিনের পিঠে বসে আছে আনন্দরত শিশুরা। রঙিন বাতি ঝলমল করছে পুরো ক্যারুজেল জুড়ে।

মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকাল কেইন। বলল, 'চমৎকার জায়গা, তাই না? জানো, মেলা-টেলায় যাইনি আমি কখনও। কোনোদিন কোনও ক্যারুজেল বা নাগরদোলাতেও চড়িনি।'

'আহা রে!' কৃত্রিম সহানুভূতি দেখাল রানা। 'ছেলেবেলা খুব খারাপ কেটেছে তোমার!'

'শুধু খারাপ না, রীতিমত দুঃস্বপ্ন বলতে পারো।'

'তাই নাকি? আর এখনকার জীবন? এটা কি সুখস্বপ্ন?'

খোঁটাটা ধরতে পারল কেইন। চেহারায় বিরক্তি ফুটল। 'ফালতু কথায় সময় নষ্ট করছ। তোমার পরিচয় বলো। সাধারণ প্যাসেঞ্জার নও... আসলে কে তুমি?'

'পরিচয়ে কী এসে-যায়?'

'কথা ঘুরিয়ো না!' একটু যেন রেগে গেল কেইন। 'আমার প্রশ্নের জবাব দাও, নইলে গুলি চালাব। না, তোমার গায়ে না, ওই বাচ্চাগুলোর গায়ে!'

রানার পিঠ থেকে পিস্তলের নল সরে গেল, ওটা তাক হলো ক্যারুজেলের পাশে জটলা করে থাকা শিশু আর তাদের অভিভাবকদের উপর।

'কাকে আগে গুলি করব, বলো তো?' রানা চুপ হয়ে আছে দেখে প্রশ্ন করল কেইন। 'ওই যে, আইসক্রিম খাচ্ছে একটা মোটা মেয়ে... ওটাকে? নাকি ওর পাশে দাঁড়ানো যমজ দুই বোনকে...'

'খবরদার...' হুমকি দিতে গেল রানা।

'খবরদার?' হেসে উঠল কেইন। 'তোমার সাহস দেখে অবাক হতে হয়, মিস্টার! এই পরিস্থিতিতেও ধমকাতে চাইছ আমাকে? লাভ নেই। তারচেয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দাও—কে তুমি?'

'নাম তো বিমানেই জেনেছ—মাসুদ রানা।'

'শুধু নাম না, পেশাও জানতে চাই।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, সেইসঙ্গে সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট। ট্রান্স-প্যাসিফিকে অ্যান্টি-টেরোরিজম ইউনিট চালু করার কাজ শুরু করতে যাচ্ছিলাম।'

'মাসুদ রানা?' ভুরু কোঁচকাল কেইন, কী যেন মনে পড়ি পড়ি করছে। 'অ্যান্টি-টেরোরিজম... সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট?' হঠাৎ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'এক মিনিট! তুমি মেজর মাসুদ রানা নও তো? জাতিসঙ্ঘের ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের স্পেশাল এজেন্ট?'

'ঠিকই ধরেছ,' বলল রানা। 'আমার সম্পর্কে জানো তুমি?'

'তোমার সম্পর্কে জানে না, এমন লোক আমার পেশায় খুব কমই আছে।'

'শুনে খুশি হলাম।'

কিন্তু কেইন খুশি হতে পারছে না। এতক্ষণে বুঝতে পারছে, কেন নামটা চেনা চেনা লাগছিল। মনে পড়ে যাচ্ছে মাসুদ রানা সম্পর্কে সব তথ্য। লোকটা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম সেরা এজেন্ট। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোনও

ষড়যন্ত্র হলে, কিংবা কোথাও মানুষের জন্যে ক্ষতিকর কোনও অশুভ তৎপরতা শুরু হলে নিজের জীবন তুচ্ছ করে সেটা ঠেকাবার জন্য ছুটে যায় সে। শুধু তা-ই নয়, আরও অনেকগুলো পরিচয় আছে এর। ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের স্পেশাল এজেন্ট সেগুলোর মাত্র একটা। এ ছাড়া বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির এক বা একাধিক শাখা ছড়ানো রয়েছে—ও তার প্রধান; ন্যাশনাল আণ্ডারওঅটর অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর—অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের বিশেষ স্নেহভাজন প্রিয়পাত্র; ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের আনঅফিশিয়াল উপদেষ্টা... ইত্যাদি। ক্যারিয়ারে কত শত ক্রিমিনাল আর টেরোরিস্টের সর্বনাশ করেছে রানা, তার লেখাজোখা নেই। অপরাধ জগতের সবার কাছে নামটা এক মূর্তিমান বিভীষিকা। এমনই কপাল, আজ এই আপদ লেগে গেছে তার পিছনে! নার্ভাস বোধ করল কেইন।

তীক্ষ্ণ চোখে লোকটার প্রতিক্রিয়া নিরীখ করল রানা। বলল, 'আশা করি বুঝতে পারছ, কোনও সুযোগ নেই তোমার, কেইন। পুলিশ আর এফবিআই আছে আমার সঙ্গে। আত্মসমর্পণ করে ফেলাই তোমার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ।'

'মিথ্যে কথা!' চাপা গলায় গর্জে উঠল কেইন। 'তুমি একা! আর কেউ নেই তোমার সঙ্গে।'

'এ-মুহূর্তে নেই, কিন্তু এসে পড়বে খুব শীঘ্রি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'নিজেকে যত সান্ত্বনাই দাও, আজ তুমি কিছুতেই পালাতে পারছ না। তারচেয়ে হার মেনে নেয়া ভাল না? খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না তাতে। আটটা হাইজ্যাকিঙের মামলা ঝুলছে তোমার মাথার উপরে। আরেকটা যোগ হলে কী-ই বা

এসে-যায়?'

'দেখা যাচ্ছে তুমিও আমার সম্পর্কে জানো!' মন্তব্য করল কেইন।

'না জানাটাই কি অস্বাভাবিক নয়? ইন্টারপোলের মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে গত দশ বছর থেকে শোভা পাচ্ছে তোমার নাম, ডেমিয়েন কেইন।'

ক্ষণিকের জন্য নীরব হয়ে গেল কেইন। তারপর বলল, 'খুব চালাক লোক তুমি, মাসুদ রানা।' কণ্ঠে সমীহ ফুটল। 'ইম্প্রোভাইজেশনের ওস্তাদ! তোমার ওই ফিউয়েল ডাম্প করে দেবার আইডিয়াটা ব্রিলিয়ান্ট ছিল!'

'ধন্যবাদ,' চাঁছাছোলা গলায় বলল রানা। 'এই প্রথম একজন সাইকোপ্যাথের মুখে প্রশংসা শুনলাম নিজের।'

'সাইকোপ্যাথ? না রানা, খুনি বলতে পারো... তবে সেটা সম্ভবত তোমার বেলাতেও খাটে। কপাল খারাপ, নইলে তোমার মত লোক খুব কাজে আসত আমার। কিন্তু মানবতা আর বিবেক নামের কিছু বস্তাপচা আইডিয়া পুষছ তুমি নিজের ভিতর। ওসব বাদ দিলে আমরা দু'জন খুব একটা আলাদা নই। দু'জনই খুনি!'

'আমি সাধারণত মানুষ-নামের কলঙ্কগুলোকে খুন করি, আর তুমি খুন করো নিরীহ মানুষকে। নিজের কাতারে ফেলে অপমান কোরো না আমাকে।'

'নিরীহ! কাদেরকে তুমি নিরীহ বলছ, রানা? এই দুনিয়া শুধু শক্তের জন্য, দুর্বলদের কোনও স্থান নেই এখানে। নিজে টিকে থাকবার জন্য মানুষ বা জানোয়ার যে-কারও প্রাণ নেয়া যেতে পারে... এটাই দুনিয়ার নিয়ম!'

'কিছু মনে কোরো না, কেইন,' শীতল গলায় বলল রানা,

'তুমি বিকৃত মস্তিষ্কের পিশাচ। তোমাকে খুন করতে একটুও খারাপ লাগবে না আমার।'

'দুঃখের বিষয়, সে সুযোগ তুমি পাবে না।'

এমন সময় একটা মেয়েকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল ওদের দিকে।

ফিয়োনা।

রানাকে দেখে অবাক হলো মেয়েটা। 'আরে! এই লাশটা আবার এসে হাজির! কীভাবে?'

'হার্নান্দেজ ব্যর্থ হয়েছে,' বলল কেইন। 'ট্রান্সপোর্টেশনের কী হলো?'

'ব্যাপ্টিস্ট চার্চ গ্রুপের একটা বাস ধার নিয়েছি। পার্কিং লটে ইঞ্জিন চালু করে রেখে এসেছি ওটা।'

'গুড। চলো।'

'আর ও?' রানার দিকে ইশারা করল ফিয়োনা।

'এখানে গোলাগুলি করলে সমস্যা আছে, তাই বাসে ওঠার পর যা করার করব,' বলল কেইন। 'লাশটা ফেলে দেব পথের ধারে কোনও জলায়।'

'নাইস!' হিংস্র ভঙ্গিতে হাসল ফিয়োনা।

সতেরো

কান ফাটানো গর্জন ছাড়তে ছাড়তে এয়ারফিল্ডের পাশের খোলা মাঠে ল্যাণ্ড করল দুটো মিলিটারি হেলিকপ্টার। পুরোদস্তুর সামরিক সাজে সেখান থেকে লাফিয়ে নামল বিশজন ফেডারেল এজেন্ট, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে দোহারা গড়নের এক যুবক। মাঠের কিনারে ওদের অপেক্ষায় ছিল ডেপুটি শেরিফ স্ট্যানলি রজার্স, দলটাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে চলল কন্ট্রোল টাওয়ারের দিকে।

সবাই ভিতরে ঢুকল না, টিম লিডার এবং তার সহকারী শুধু প্রবেশ করল কন্ট্রোল টাওয়ারে, বাকিরা পজিশন নিল টাওয়ারের আশপাশে।

উপরতলার কন্ট্রোল রুমে কনস্টেবল মরগানকে বাক্যবাণে তুলোধুনো করছিল শেরিফ পিটম্যান, নবাগতরা ঢুকতেই তাতে ছেদ পড়ল। তাড়াতাড়ি গদগদ ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল সে। সুযোগ বুঝে চট্ করে বেরিয়ে গেল মরগান।

'গুড ইভ্‌নিং, জেন্টেলমেন,' অভিবাদন জানাল শেরিফ। 'আপনাদেরকে আমাদের মাঝে পেয়ে সম্মানিত বোধ করছি। আমি শেরিফ জার্ভিস পিটম্যান।'

'আপনিই ইনচার্জ?' বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল এফবিআই টিমের দলনেতা। শেরিফের হাত কচলানো ভাবটা পছন্দ হচ্ছে না তার।

'অবশ্যই!' তার প্রশ্নের জবাবে বুক ফুলিয়ে বলল শেরিফ।

'নট এনিমোর। কেসটা এখান থেকে আমরা টেকওভার করছি,' বলল এজেন্ট। 'আমি স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন।' পাশের জনকে দেখাল, 'ইনি আমার সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড... এজেন্ট গ্যাব্রিয়েল রাইস।'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! আপনারাই তো এ-সবের বিশেষজ্ঞ। অবশ্য... নবীশ হিসেবে আমরাও এখানে মন্দ দেখাইনি...'

'বাজে কথা বন্ধ করে রিপোর্ট দিন,' বলল এরিক। 'সিচুয়েশন আপডেট চাই আমরা।'

মুখ কালো হয়ে গেল শেরিফের। 'হাইজ্যাকারদের সঙ্গে প্রাথমিক নেগোসিয়েশন হয়েছে আমাদের। সেই মোতাবেক রিফিউয়েলিং চলছে বিমানে। ওরা অর্ধেক যাত্রীকে ইতোমধ্যে মুক্তি দিয়েছে, রিফিউয়েলিং শেষ হবার পর বাকিদেরকেও মুক্তি দেবে বলে কথা দিয়েছে।'

'হোয়াট!' চমকে উঠল এরিক। 'আপনি ফিউয়েল দিচ্ছেন ওদেরকে? কার হুকুমে?'

'হুকুম নিতে হবে কেন?' গোমড়ামুখে বলল শেরিফ। বাহবা পাবে ভেবেছিল, তার বদলে কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে। 'এতক্ষণ আমিই চার্জে ছিলাম এখানকার। নিজের বিচারবুদ্ধিমত কাজ করেছি।'

'মাফ করবেন, শেরিফ, কিন্তু জিজ্ঞেস না করে পারছি না—হোস্টেজ নেগোসিয়েশনের ব্যাপারে কোনও ধরনের ট্রেইনিং

কি আছে আপনার? অথবা কোনও বাস্তব অভিজ্ঞতা?'

'ওসব ছাড়াই অর্ধেক প্যাসেঞ্জারকে মুক্ত করে এনেছি আমি, অ্যাচিভমেন্ট হিসেবে নিশ্চয়ই সামান্য বলবেন না ব্যাপারটাকে?' উদ্ধত গলায় বলল শেরিফ। 'বাকিদের মুক্তিও এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার।'

'কীভাবে শিয়োর হচ্ছেন?'

'হাইজ্যাকাররা কথা দিয়েছে...'

'কথা দিয়েছে!' এরিক হতভম্ব। এমন বেকুব একটা শহরের শেরিফ হলো কী করে? 'এক্সকিউজ মি, শেরিফ, হাইজ্যাকারদের লিডার... ডেমিয়েন কেইন সম্পর্কে কী জানেন আপনি?'

'কিছুই না,' স্বীকার করতে বাধ্য হলো শেরিফ।

'ওর মত ভয়ঙ্কর এবং চতুর ক্রিমিনাল দুনিয়ায় খুব কম আছে। জিম্মিদের মুক্তি দেয়া ওর কাজের ধারার সঙ্গে মেলে না। এখানে যদি দিয়ে থাকে, তার পিছনে নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারণ আছে। সেটা ঠিকমত খতিয়ে না দেখে ওর প্রস্তাবে রাজি হওয়া একদম উচিত হয়নি। মস্ত বোকামি করেছেন আপনি!'

'আমি কীভাবে জানব...'

'না জানলে জেনে নেয়া উচিত ছিল। নেগোসিয়েশনে যাবার আগে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হয়। নিদেনপক্ষে আমাদের জন্যও তো অপেক্ষা করতে পারতেন! তাড়াহুড়ো করেছেন কেন? বাহাদুরি ফলানোর জন্য?'

মুখের ভাষা হারাল শেরিফ। এরিকের অভিযোগ মিথ্যে নয়। এফবিআই এলে কর্তৃত্ব হারাবে, তাই তড়িঘড়ি করে নিজের কারিশমা দেখাতে চেয়েছিল সে।

'ঠিক আছে, নাহয় ভুল হয়েছে আমার। কী করব, এ-ধরনের

সিচুয়েশন আগে কখনও সামলাইনি আমি।' কাঁধ ঝাঁকাল শেরিফ। 'এখন কি তা হলে রিফিউয়েলিং বন্ধ করে দেব?'

'না,' এরিক মাথা নাড়ল। 'মাঝপথে ফিউয়েল দেয়া বন্ধ করলে হাইজ্যাকাররা উল্টোপাল্টা কিছু ঘটিয়ে বসতে পারে। লেট ইট ফিনিশ।'

'তা হলে কী করব?'

'আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না। আমাদেরকে হ্যাণ্ডেল করতে দিন সব।'

পরাজিত ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল শেরিফ।

সহকারী গ্যাব্রিয়েলের দিকে ফিরল এরিক। টার্মিনাল ভবনের ছাদে স্নাইপার বসাতে নির্দেশ দিল, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল ট্যাকটিকাল সেটআপে। আশপাশের আরও কয়েকটা স্পট নির্বাচন করল স্নাইপার বসানোর জন্য।

'রানওয়ে আর পুরো এয়ারফিল্ড আমাদের প্লে-গ্রাউণ্ড,' বলল সে। 'আসার পথে প্রচুর সিভিলিয়ান দেখলাম, ওদেরকে সরাবার ব্যবস্থা করো। অ্যাকশন শুরু হলে যেন উটকো কোনও ক্যাজুয়ালটি না হয়।'

'পাবলিক মুভমেন্ট বন্ধ করে দেব?' প্রশ্ন করল গ্যাব্রিয়েল।

'হ্যাঁ, রাস্তায় ব্যারিকেড বসাও।'

'আর শেরিফস্ ডিপার্টমেন্ট? ওদেরকে ইনভলভ করব?'

'নেগেটিভ,' এরিক মাথা নাড়ল। 'এটা সম্পূর্ণ ফেডারেল অপারেশন, অ্যাকশন জোনে ওদের কোনও স্থান নেই। তবে পরিস্থিতি খারাপ হলে ওদের সাপোর্ট প্রয়োজন হতে পারে, সেজন্য ব্যারিকেড আর পেরিমিটারে থাকবে ওরা।'

'ঠিক আছে। আর আমাদের বাকি লোক?'

'শটগান টিম চাই আমি,' বলল এরিক। 'চারজনের টিম, এয়ারক্রাফটের চারপাশে, নিরাপদ দূরত্বে লুকিয়ে থাকবে। স্নাইপারদের জন্য অবজার্ভেশন পোস্ট বসাও সুবিধেজনক জায়গায়। সেন্ট্রালি ওদেরকে কোঅর্ডিনেট করা হবে।'

'আমাদের কমাণ্ড পোস্ট কোথায় হবে?'

'এখানেই।'

ওয়াকি-টকি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এরিকের সহকারী।

টেলিফোনের রিং বাজল। রিসিভার তুললেন ফ্র্যাঙ্ক। ওপাশের সঙ্গে কথা বলে জানালেন, 'শেরিফ, আপনার লোকেরা ফেয়ারগ্রাউণ্ডে পৌঁছে গেছে।'

'ভাল,' বলল শেরিফ। 'ভালমত তল্লাশি চালাতে বলো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে টেলিফোনে কথা বলতে শুরু করলেন ফ্র্যাঙ্ক।

ঘাড় ফেরাতেই এরিকের কপালে ভ্রূকুটি দেখতে পেল শেরিফ।

'ফেয়ারগ্রাউণ্ডে লোক পাঠিয়েছেন কেন?' জানতে চাইল ও।

'আর বলবেন না, বিমান থেকে এক আপদ নেমে এসেছে!' তিক্ত গলায় বলল শেরিফ। 'মাসুদ রানা নামে এক বদ্ধ উন্মাদ... একটা মোটর সাইকেল চুরি করে ফেয়ারগ্রাউণ্ডের দিকে গেছে। ওকেই ধরার জন্য লোক পাঠিয়েছি।'

'কী বললেন?' চমকে উঠল এরিক। 'মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ। চেনেন লোকটাকে?'

শুধু চেনেই না, রানাকে নিজের গুরু এবং নির্ভরযোগ্য বন্ধু বলে মানে এরিক স্টার্ন। কঠিন এক অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে অর্জন করা বন্ধুত্ব। কয়েক বছর আগে নিউ অর্লিয়েন্সের এক জনসভায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়, আর

গুপ্তঘাতক হিসেবে ফাঁসিয়ে দেয়া হয় রানাকে। পুরোটাই ছিল ষড়যন্ত্র, র‍্যামডাইন নামে সিআইএ-র একটা গোপন অঙ্গ-সংগঠন নিজেদের কুটিল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঘটায় কাণ্ডটা। এরিক তখন সামান্য এক ডেস্ক এজেন্ট, কৌতূহলের বশে তদন্ত করতে গিয়ে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। র‍্যামডাইন ওকে খুন করতে যাচ্ছিল, নাটকীয়ভাবে রানাই বাঁচায় ওকে। পরে দু'জনে মিলে ছিন্ন করে ষড়যন্ত্রের জাল। সেই থেকে দু'জনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পরেও আরও কয়েকটা কেসে কাজ করেছে এরিক রানার সঙ্গে।

শেরিফের প্রশ্নের জবাব দিল না, ঝট্ করে সহকারীর দিকে ফিরল এরিক। উত্তেজিত গলায় বলল, 'গ্যাব্রিয়েল, মিস্টার মাসুদ রানা যে ফ্লাইট সিক্স-নাইন-ফোরে ছিলেন, এ-খবর তুমি জানো?'

'ও হ্যাঁ,' বিব্রত গলায় বলল গ্যাব্রিয়েল। 'দুঃখিত, এজেন্ট স্টার্ন, আমি তাড়াহুড়োয় আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'তুমি যে একটা কী না!' সখেদে বলল এরিক। শেরিফের দিকে ফিরল আবার। 'আমাকে প্রথম থেকে সব খুলে বলুন, শেরিফ। মি. রানার সঙ্গে কী কথা হয়েছে আপনার? ওঁর পিছনে লোক পাঠানোর প্রয়োজন হলো কেন?'

ওর এই আগ্রহের কারণ বুঝল না শেরিফ, তবে হালকা গলায় সব খুলে বলল। কথা শেষ হবার পর এরিকের ইচ্ছে হলো হাঁদারামটাকে কষে দু'ঘা লাগিয়ে দিতে। মানুষ এত আহাম্মক হয় কী করে!

'কী করেছেন আপনি, জানেন শেরিফ?' বলল ও। 'সিচুয়েশন ট্যাকেলে সবচেয়ে যোগ্য লোকটাকে খেদিয়ে

দিয়েছেন এখান থেকে! আশ্চর্য, কী করে পারলেন...'

'এক্সকিউজ মি, এজেন্ট স্টার্ন,' বলে উঠল গ্যাব্রিয়েল। 'একটু খটকা আছে আমার। মি. রানা ফেয়ারগ্রাউণ্ডে গেছেন কেন? তাঁর সম্পর্কে যতটা জানি, তাতে তো এখান থেকে কিছুতেই নড়বার কথা নয় ওঁর... যতই বাধা দেয়া হোক না কেন!'

সচকিত হলো এরিক। 'ঠিক বলেছ, গ্যাব্রিয়েল। মি. রানা সহজে দমবার পাত্র নন। ফেয়ারগ্রাউণ্ডে যাওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে।' জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। পালা করে দেখল দাঁড়িয়ে থাকা বিমান আর দূরে মিটমিট করতে থাকা আলোর মিছিলকে।

'ওটাই ফেয়ারগ্রাউণ্ড,' পাশে এসে বলল শেরিফ।

আচমকা রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল এরিকের কাছে। রানার জন্য ডেমিয়েন কেইনের চেয়ে বড় কোনও টার্গেট নেই এ-মুহূর্তে। শুধুমাত্র টেরোরিস্ট লোকটাকে ধাওয়া করেই ওখানে যেতে পারে ও। এর অর্থ একটাই—যাত্রীদের মুক্তি দেয়া হয়েছে স্রেফ ডাইভারশন হিসেবে, ভিড়ের সুযোগ নিয়ে শেরিফের চোখে ধুলো দিয়ে কেটে পড়েছে কেইন। মাঠ পেরিয়ে চলে গেছে ফেয়ারগ্রাউণ্ডে। তার পিছু নিয়েছে রানা।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে উল্টো ঘুরল এরিক। 'আমাদেরকে ফেয়ারগ্রাউণ্ডে যেতে হবে! মি. রানা একা না, কেইনও আছে ওখানে!'

আঠারো

ফেয়ারগ্রাউণ্ডের মাঝখান দিয়ে রানাকে নিয়ে চলেছে দুই টেরোরিস্ট। সামনে ফিয়োনা, পিছনে কেইন। দূরে, পার্কিং লটের একপ্রান্তে হলুদ রঙের একটা বাস দাঁড়ানো দেখল রানা। ইঞ্জিন চালু করে রাখা হয়েছে, দমকে দমকে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে এগজস্ট দিয়ে, ওরা চড়লেই রওনা দেবে।

হঠাৎ পুলিশের সাইরেন শোনা গেল। লাল-নীল বাতি জ্বালিয়ে দুটো ক্রুজার এসে থামল ফেয়ারগ্রাউণ্ডের প্রবেশপথে, চারজন পুলিশ গাড়ি থেকে নেমে ঢুকে পড়ল মেলায়। ভিড়ের মাঝে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটা লক্ষ করে থমথমে হয়ে উঠল কেইনের চেহারা। দ্রুত হাঁটার নির্দেশ দিতে গিয়েও দিল না, তাতে লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

'আমাকে খুঁজছে ওরা,' রানা বলল।

'লাভ নেই,' কেইন মাথা নাড়ল। 'তুমি এখন আমার শিকার, পুলিশের হাতে পড়তে দিচ্ছি না কিছুতেই। চুপচাপ হাঁটতে থাকো।'

ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে রানার মাথায়। দ্রুত আশপাশে নজর বোলাল। খোলা একটা মঞ্চ পেরুচ্ছে ওরা, পিছনে ব্যানার

ঝুলছে: *পাই অ্যাণ্ড কেক অকশন।* মঞ্চের সামনে বড়-সড় একটা জটলা।

কাউবয়ের সাজে এক মধ্যবয়েসী লোক পরিচালনা করছে নিলাম, মঞ্চে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বারো বছর বয়সী এক কিশোরী। সামনের টেবিলে শোভা পাচ্ছে প্রমাণ সাইজের একটা পাই। ওটার পাশ থেকে সামান্য একটু অংশ কেটে নিয়ে স্বাদ পরখ করল নিলাম-পরিচালক, তারপর মাইক্রোফোন তুলল মুখের কাছে।

'হ্যাঁ, অত্যন্ত সুস্বাদু!' বলল সে। 'প্রিয় লেক লুসিলবাসী, এখানে... আমার সামনে রয়েছে দারুণ মুখরোচক এক পেকান পাই... তৈরি করেছে আমাদের সবার প্রিয় সুজান বেলরিভ, আমাদের স্থানীয় স্কুলের সিক্সথ গ্রেডের ছাত্রী। আহ্, কী চমৎকার গন্ধ... কী চমৎকার স্বাদ! বন্ধুগণ, কে কিনবেন এই মজাদার পাই? পাঁচ ডলারে শুরু হচ্ছে নিলাম, কেউ কি ছয় ডলার ডাকবেন?'

ভিড় থেকে হাত তুলল একজন। 'ছয় ডলার!'

আরেকজন টেক্কা দিল তাকে। 'সাত ডলার!'

'সাত ডলার!' উৎফুল্ল গলায় বলল নিলাম-পরিচালক। 'কেউ কি আট ডলার ডাকবেন?'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল জনতা, দ্বিধায় ভুগছে। আর তখুনি ভিড়ের পিছন থেকে ভেসে এল উদাত্ত ডাক।

'পঞ্চাশ ডলার!'

চমকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল ফিয়োনা আর কেইন। কারণ ডাকটা দিয়েছে রানা!

ভিড়ের মধ্য থেকে অবিশ্বাসের ধ্বনি ভেসে এল। একসঙ্গে

সবাই ঘুরে গেল ওদের তিনজনের দিকে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দুই সন্ত্রাসীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রানা, বোকা বানানো গেছে ওদেরকে।

গলা খাঁকারি দিল নিলাম-পরিচালক। নিশ্চিত হবার জন্য বলল, 'এক্সকিউজ মি, স্যর, আপনি কি পঞ্চাশ ডলার হাঁকলেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কম বলে ফেলেছি? আচ্ছা যান, একশো ডলারই দেব।'

আঁতকে ওঠার মত শব্দ বেরুল দর্শকদের মুখ দিয়ে। লোকটা কি পাগল, না অন্যকিছু? একটা পাইয়ের জন্য কেউ একশো ডলার বিড করতে পারে? গুঞ্জনের ঢেউ বয়ে গেল ভিড়ের মাঝে। আশপাশ দিয়ে যারা হেঁটে যাচ্ছিল, তারাও থেমে গেল। ধীরে ধীরে বড় হতে শুরু করল জটলা। মেলায় উপস্থিত হওয়া চার পুলিশও অগ্রসর হলো মঞ্চের দিকে।

অসহায় চোখে চারদিকে তাকাল কেইন। বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেছে। চারপাশ থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে জনতা। সবার অলক্ষে আর কেটে পড়া সম্ভব নয়। গোলমাল পাকাতে গেলে পুলিশের দৃষ্টি পড়বে এদিকে।

'কী হলো?' রানা বলল নিলাম-পরিচালকের দিকে তাকিয়ে। 'একশো ডলারে চলবে না? আরও বাড়াতে হবে?'

ওর কানের কাছে মুখ এনে চাপা ধমক দিল কেইন। 'স্টপ ইট, রানা!'

'কী বললে? দুইশো?' গলা চড়াল রানা। 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টেলমেন, আমার বন্ধু দুইশো ডলার বিড করছে।'

সবার দৃষ্টি ঘুরে গেল এবার কেইনের দিকে। থতমত খেয়ে গেল টেরোরিস্ট নেতা। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। জীবনে এই

প্রথমবারের মত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

এটাই চাইছিল রানা—কেইনকে জনতার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বানানো গেছে। লোকটার ইতস্তত ভাবের সুযোগ কাজে লাগিয়ে পায়ে পায়ে সরে এল ও, মিশে গেল জনতার কাতারে।

'কথাটা কি সত্যি, স্যর?' কেইনের উদ্দেশে বলল নিলাম-পরিচালক। 'আপনি দুইশো ডলার ডাকছেন?'

শীতল ক্রোধে ফুঁসছে কেইন। থমথমে গলায় বলল, 'না!'

'দেখুন অবস্থা!' রানা বলল। 'ডাক দিয়ে আবার অস্বীকার করছে।' ভিড়ের দিকে ফিরল। 'এভাবে ওকে পার পেতে দেবেন আপনারা?'

উত্তেজিত হয়ে উঠল জনতা। একের পর এক কটূক্তি ভেসে এল কেইনকে লক্ষ্য করে। ভুয়া ডাকের কারণে তার উপর খেপে গেছে সবাই। রানার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল টেরোরিস্ট নেতা, চোখ দিয়েই যেন খুন করবে ওকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মত পাল্টাল। ভিড় ঠেলে এগোতে শুরু করেছে পুলিশ, সেটা চোখে পড়েছে তার। সেধে আর ঝামেলা পাকানোর মানে হয় না। তাড়াতাড়ি ফিয়োনাকে নিয়ে সরে গেল ওখান থেকে।

'যাক, ভুয়া ক্রেতা বিদায় হয়েছে,' বলে উঠল নিলাম-পরিচালক। রানার দিকে তাকাল। 'আর আপনি, স্যর? দুইশো ডলারের বিড কি অক্ষত থাকবে, নাকি একশো ডলারেই কিনতে চান পাই-টা?'

জবাব দেবার আগে চারপাশে দৃষ্টি বোলাল রানা। একটা সমস্যা মিটেছে, কিন্তু উদয় হয়েছে আরেকটা। চার পুলিশের মধ্যে একজন হলো সেই সার্জেন্ট বয়েড। ওকে দেখতে পেয়েই খেপে গেছে সে, লোকজনকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে

মঞ্চের দিকে।

ঝট্ করে নিলাম-পরিচালকের দিকে ফিরল রানা। 'কীসের দুইশো? তিনশো ডলার দেব আমি!'

সুজান বেলরিভের চোখদুটো রসগোল্লার আকার ধারণ করল। বাচ্চা মেয়েটা ভাবতেই পারছে না, এটা একটা ধাপ্পা হতে পারে।

'কাম অন, স্যর!' বলল নিলাম-পরিচালক। 'রসিকতারও একটা সীমা থাকা উচিত। পাই কিনছেন আপনি... সোনা-দানা নয়।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক বলেছেন, জিনিসটা কাছ থেকে এক নজর দেখে নেয়া দরকার আমার।'

সার্জেন্ট বয়েড কাছে পৌঁছুনোর আগেই দুই লাফে মঞ্চে উঠে পড়ল ও।

'অ্যাই!' চেঁচাল বয়েড। 'থামাও ওকে।'

পিস্তল বের করল সে। দেখাদেখি বাকি তিন পুলিশও। ভিড়ের মাঝে আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল, পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করল সবাই—নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে চাইছে।

এসবের কোনও প্রভাব পড়ল না কিশোরী সুজানের মধ্যে। পাইয়ের প্লেটটা বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে।

ওয়ালেট থেকে একশো ডলারের তিনটে নোট বের করে মেয়েটার হাতে গুঁজে দিল রানা। নরম গলায় বলল, 'পাই-টা সামলে রেখো, কেমন? খুব শীঘ্রিই ওটা নিতে আসব আমি।'

কথা শেষ করেই মঞ্চের পিছনে লাফ দিয়ে নেমে গেল ও। ওখান থেকে ছুট লাগাল পার্কিং লটের দিকে। চার পুলিশ যখন মঞ্চের পিছনে পৌঁছুল, তখন রানা অদৃশ্য হয়ে গেছে অন্ধকারে।

হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল সার্জেন্ট বয়েডের ওয়াকি-টকি।

'বয়েড, দিস ইজ শেরিফ পিটম্যান। মাসুদ রানাকে পেয়েছ?'

'পেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যাটা আবার আমাকে ধোঁকা দিয়ে সটকে পড়েছে,' সখেদে বলল বয়েড। 'কিন্তু কিছু ভাববেন না, স্যর। বেশিদূর যেতে পারেনি ও, খুব শীঘ্রি পাকড়াও করে ফেলছি।'

'নেগেটিভ, বয়েড। রানাকে অ্যারেস্ট করার দরকার নেই। আমাদের আসল টার্গেট হলো ডেমিয়েন কেইন—হাইজ্যাকারদের লিডার। ফেয়ারগ্রাউণ্ডেই আছে সে। রানা সম্ভবত তার পিছু নিয়েছে। আমরা ফুল ফোর্স নিয়ে রওনা হয়েছি, খুব শীঘ্রি পৌঁছাব। কোথায় গেছে ওরা, দেখেছ?'

'না...' বলতে গিয়ে থেমে গেল বয়েড। একটা গুলির আওয়াজ ভেসে এসেছে। পাশ থেকে এক সহকারী বাহু খামচে ধরল তার।

'সার্জেন্ট! দেখুন!' আঙুল তুলল সে পার্কিং লটের দিকে।

ঘাড় ফেরাতেই হলুদ রঙের একটা বাসকে ঝড়ের বেগে লট থেকে বেরিয়ে যেতে দেখল বয়েড। তার পিছু পিছু উন্মত্তের মত বেরুল একটা ছোট পিকআপ—যেন ধাওয়া করছে বাসকে।

'শেরিফ,' বয়েড বলল ওয়াকি-টকিতে, 'আমি দেখতে পেয়েছি ওদেরকে...'

উনিশ

পার্কিং লটে পৌঁছেই রানা দেখল, চলতে শুরু করেছে বাসটা। ওর চোখের সামনে ঘুরতে শুরু করল চাকা, একজিটের দিকে এগোচ্ছে। পিছু পিছু দৌড় শুরু করতেই ওকে দেখে ফেলল দুই টেরোরিস্ট। জানালা দিয়ে একটা হাত বের করে গুলি ছুঁড়ল কেইন।

ঝাঁপ দিয়ে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে গেল রানা। থমকে দাঁড়াল। বুঝতে পারছে, এভাবে পিছু ছুটে লাভ নেই। ধরতে পারবে না কেইনকে। আরেকটা বাহন চাই ওর।

পাশেই পার্ক করে রাখা হয়েছে একটা নীল রঙের ছোট পিকআপ। কনুইয়ের এক গুঁতোয় জানালার কাঁচ ভাঙল ওটার। দরজা আনলক্ করে উঠে পড়ল স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে। ড্যাশবোর্ডের তলার তার ছিঁড়ে ইঞ্জিন চালু করতে সময় নিল মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড।

সিটবেল্ট বেঁধে নিয়েই ঝট্ করে রিভার্স গিয়ার দিয়ে পিকআপের হুইল বন বন করে ঘোরাল রানা, অ্যাকসেলারেটর পেডালে চাপ দিল একই সঙ্গে। টায়ারের সঙ্গে কংক্রিটের ঘর্ষণে

তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো, সবেগে পিছিয়ে এসে অর্ধবৃত্ত রচনা করল পিকআপ, গিয়ার বদলে বাসের ট্রেইল ধরে ছুটল সগর্জনে। পার্কিং লট থেকে বেরিয়েই স্পিড বাড়িয়ে দিল ও, বিপজ্জনক গতিতে দু'টো বাঁক পেরিয়ে উঠে এল মেইন রোডে।

রাস্তা একদম খালি, পিছনে উদয় হওয়া পিকআপকে সঙ্গে সঙ্গে মিররে দেখতে পেল ফিয়োনা। বাস চালাচ্ছে সে। 'সান অভ আ বিচ!' মুখ দিয়ে খিস্তি বেরুল তার। 'কেইন, রানা ধাওয়া করছে আমাদেরকে।'

'ড্রাইভ করতে থাকো, রানাকে আমি দেখছি,' বলল কেইন।

তার কথা শেষ হতেই উদয় হলো নতুন বিপদ। দূর থেকে ভেসে এল সাইরেনের আওয়াজ... সামনে দেখা গেল লাল-নীল আলো। রাস্তা ধরে পুলিশের গাড়ির বহর ছুটে আসছে... তাও আবার সামনে থেকে। বাসটাকে ওরাও দেখতে পেয়েছে। আচমকা ব্রেক কষল সামনের দুই গাড়ি, মুখ ঘুরিয়ে আড়াআড়ি ভঙ্গিতে দাঁড়াল রাস্তার উপর। ব্যারিকেড তৈরি করেছে। ব্যারিকেডের পিছনে থামল বাকি গাড়িগুলো। পুলিশ আর এফবিআই এজেন্টরা পজিশন নিল গাড়িগুলোর আড়ালে।

'হলুদ বাসের ড্রাইভারকে বলছি,' বুলহর্নে কথা শোনা গেল কারও। 'দিস ইজ এফবিআই। বাস থামাও। আমরা তল্লাশি চালাব।'

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল ফিয়োনা। 'কী করব এখন?'

চোখমুখ শক্ত করে কেইন নির্দেশ দিল, 'থেমো না। ফুল স্পিড অ্যাহেড!'

মাথা ঝাঁকাল ফিয়োনা। পাঁচ নম্বর গিয়ার দিয়ে সর্বশক্তিতে চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। দুরন্ত বেগে আগে বাড়ল বাস।

'থামছে না ওরা!' বাসের গতি বাড়তে দেখে আতঙ্কিত গলায় বলল শেরিফ পিটম্যান।

কেইনের মতলব আঁচ করতে পারছে এরিক। ব্যারিকেডের এপারে পজিশন নেয়া দুই বন্দুকধারীর দিকে তাকাল। 'রেঞ্জের মধ্যে পৌঁছুলেই গুলি করবে চাকায়।'

'ঠিক আছে, এজেন্ট স্টার্ন।'

দেখতে দেখতে কাছে চলে এল বাস। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচাল এরিক। 'ফায়ার!'

একসঙ্গে গর্জে উঠল জোড়া বন্দুক। কিন্তু গুলির জন্য তৈরি ছিল ফিয়োনা, বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল। মাতালের মত বাঁয়ে ঘুরে গেল বাস, বুলেট লাগল গিয়ে চেসিসের তলায়, চাকার একটু পিছনে। পরমুহূর্তে আবার উল্টোদিকে স্টিয়ারিং ঘোরাল ফিয়োনা, এবার চলে গেল বাস রাস্তার ডানে। আঁকাবাঁকা পথে ছুটে আসছে ব্যারিকেড লক্ষ্য করে। দুই বন্দুকের দ্বিতীয় দফা বুলেটও টায়ারে আঘাত হানতে ব্যর্থ হলো।

'মাই গড!' আঁতকে ওঠা গলায় বলল শেরিফ। 'করছে কী!'

তার কথায় কান দিল না এরিক, বুঝতে পারছে—দুটো বন্দুক যথেষ্ট নয়। চাকায় গুলি করেও লাভ নেই। তাই চেঁচাল, 'এভরিবডি, ওপেন ফায়ার!'

চোখের পলকে যেন রণক্ষেত্রে পরিণত হলো জায়গাটা। গর্জে উঠল ছোট-বড় সবক'টা অস্ত্র। এক ঝাঁক বুলেট ছুটে গেল বাসকে লক্ষ্য করে। চেসিসের দৃশ্যমান অংশে আঘাত হানল ওগুলো। চুরচুর হয়ে খসে পড়ল উইণ্ডশিল্ড।

কেইন ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে মেঝেতে, ফিয়োনাও নিচু হয়ে

গেছে স্টিয়ারিঙের উপর। ভাঙা কাঁচের আঘাতে শরীর কেটে-ছড়ে গেল ওদের, কিন্তু একটা গুলিও লাগেনি কারও গায়ে।

এরপর আর গুলি করার সুযোগ পেল না এফবিআই এজেন্ট বা পুলিশ। বাসের নাক সোজা করে নিয়েছে ফিয়োনা, পৌঁছে গেছে ওটা। প্রাণ বাঁচানোর জন্য ডানে-বাঁয়ে যে যেদিকে পারে ঝাঁপ দিল। পরমুহূর্তে একশো বিশ কিলোমিটার বেগে বাসটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্যারিকেডের উপর।

বিশাল বাসের সামনে ছোট্ট পুলিশ ক্রুজার কোন বাধাই নয়। আড়াআড়িভাবে দাঁড় করানো গাড়িদুটো বাসের আঘাত সইতে পারল না... দুমড়ে-মুচড়ে উড়ে চলে গেল, আছড়ে পড়ল পিছনের গাড়িগুলোর উপর। বুলডোজারের মত সেগুলোকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে চলল বাস।

ধাম-ধুম করে ফিউয়েল ট্যাঙ্কের বিস্ফোরণ ঘটল। রাতের আঁধারকে পিছু হটাল রাস্তার মাঝখানে জ্বলে ওঠা আগুন। জ্বলন্ত গাড়িগুলোর স্তূপ ভেদ করে চলে গেল বাস—সামনের দিকের কাঁচ ভেঙেছে আর বাম্পার সামান্য ট্যাপ খেয়ে গেছে, এ ছাড়া বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। অন্যদিকে সবক'টা পুলিশের গাড়ি অচল কিংবা ধ্বংস হয়ে পড়ে আছে রাস্তার দু'ধারে। ব্যারিকেড ভাঙার সময় গতি কমেছিল বাসের, কিন্তু খোলা রাস্তায় পৌঁছে তা পুষিয়ে নিল, তুমুল বেগে ছুটতে থাকল হু-হু করে।

টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল এরিক আর শেরিফ পিটম্যান, ডিজেল পোড়া ধোঁয়া ফুসফুসে ঢোকায় কাশছে দু'জনেই।

'আমার গাড়ি!' হাহাকার করে উঠল শেরিফ। 'আমার এতগুলো গাড়ি ধ্বংস করে দিয়ে গেল হারামজাদারা!'

'আমারই ভুল,' এরিক বলল। 'পুলিশ ক্রুজার দিয়ে বাসের

সামনে ব্যারিকেড বসানো উচিত হয়নি।'

'এখন তা হলে কী করবেন? একটা গাড়িও তো আস্ত নেই যে ধাওয়া করবেন ওদেরকে...'

শেরিফের কথা শেষ না হতেই শোনা গেল নতুন একটা ইঞ্জিনের আওয়াজ। পরক্ষণে উদয় হলো একটা পিকআপ। থামল না, গতিও কমাল না... ধোঁয়া আর আগুনের পর্দা ভেদ করে ছুটে চলে গেল বাসের পিছু পিছু।

'হু দ্য হেল ইজ দ্যাট?' হতভম্ব গলায় বলল শেরিফ।

চওড়া হাসি ফুটল এরিকের ঠোঁটে। পলকের জন্য ড্রাইভিং সিটে বসা মানুষটার চেহারা দেখতে পেয়েছে ও। 'মাসুদ রানা! পিকআপটা মি. রানা চালাচ্ছেন, শেরিফ। চিন্তার কিছু নেই, এত সহজে পালাতে পারছে না কেইন। ওকে ধাওয়া করছেন উনি।'

'আর আমরা?'

'বিকল্প ব্যবস্থা করছি।' গ্যাব্রিয়েলকে ডাকল এরিক। নির্দেশ দিল, 'আমাদের হেলিকপ্টারদুটো আনাও। এরিয়াল পারস্যুটে যাব আমরা।'

বিরতিহীন মনোযোগের সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। জায়গাটা সুন্দর, দু'পাশে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য। ছুটি নিয়ে বেড়ানোর মত জায়গা। মনে ক্ষোভ নিয়ে ভাগ্য ও পরিস্থিতিকে অভিশাপ দিল ও। কীসের বেড়ানো... জান হাতে নিয়ে লড়তে হচ্ছে ওকে গত কয়েক ঘণ্টা ধরে। পিকআপের স্পিড, ফিউয়েল আর ইঞ্জিন টেম্পারেচার চেক করল। তারপর সামনের রাস্তায় চোখ বোলাল, খুঁটিয়ে দেখল বাসটাকে। বেশ জোরে ছুটছে, তবে পিকআপের চেয়ে গতি কম। ধীরে ধীরে কমে আসছে দুই বাহনের

মাঝখানের দূরত্ব।

এখন আর গুলি করছে না প্রতিপক্ষ, তার কারণ অনুমান করা শক্ত নয়। সম্ভবত বাড়তি অ্যামিউনিশন নেই কেইন বা ফিয়োনার কাছে। অযথা গুলি খরচ করতে চাইছে না তাই। নিশ্চিত হয়ে তারপরেই ফায়ার করবে। নিজের কাছে একটা পিস্তল নেই বলে কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে হলো রানার। থাকলে কাজ সহজ হতো, বাসের টায়ারে গুলি করেই মেটানো যেত ঝামেলা। কিন্তু এখন ওকে উদ্ভাবনী ক্ষমতার আশ্রয় নিতে হবে। প্রায় অর্ধেক আকারের পিকআপের সাহায্যে থামাতে হবে দৈত্যের মত বাসকে। শুধু তা-ই না, সশস্ত্র দুই টেরোরিস্টকেও ঘায়েল করতে হবে। কাজটা শুধু কঠিন নয়... প্রায়-অসম্ভবের কাতারে পড়ে।

ঝড়ের বেগে মগজ চলছে রানার। ভাবছে কী কৌশলে বাসটা থামানো যায়। পিকআপটার বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভাবতে শুরু করল, আর তখুনি বুদ্ধিটা খেলে গেল মাথায়। হ্যাঁ, কাজ হতে পারে... কিন্তু তার জন্যে বাসকে ওভারটেক করতে হবে। অ্যাকসেলারেটরের উপরে প্রায় দাঁড়িয়ে গেল ও, ইঞ্জিনের ভিতর থেকে নিংড়ে বের করে নিতে চাইছে সমস্ত শক্তি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বাসের পিছনে পৌঁছে গেল রানা। ওভারটেক করার চেষ্টা চালাল, কিন্তু ওকে সে-সুযোগ দিল না ফিয়োনা। ডানে-বাঁয়ে চলে আসছে বারবার, রুদ্ধ করে দিচ্ছে পথ। ছন্দটা বুঝে নিল রানা, বাঁ দিক দিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করল, বাস ওদিকে সরতে শুরু করতেই ব্রেক চেপে বন বন করে ঘোরাল স্টিয়ারিং, চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। রাস্তার ডানদিক উন্মুক্ত হয়ে গেছে, সবেগে আগে বাড়ল ওখান দিয়ে।

কিন্তু আধাআধি যেতেই বুঝতে পারল, কৌশলটা ফেল মেরেছে। ডানে চাপতে শুরু করেছে বাস, একেবারে কাছে চলে এল। বাঁয়ে হালকা স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা, গুঁতো মারল বাসের গায়ে। ইস্পাতে-ইস্পাতে ঘর্ষণে ফুলকি উঠল, শোনা গেল কর্কশ ধাতব আওয়াজ। পরস্পরকে ধাক্কা দিচ্ছে দুই যন্ত্রদানব।

একটা পিস্তল ধরা হাত বেরিয়ে এল পিকআপের মাথার উপর বাসের জানালা দিয়ে। পরমুহূর্তে দুটো গুলির শব্দ হলো। পিকআপের ছাত ফুটো করে রানার পাশের সিটের গদিতে মুখ গুঁজল লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট। ঝাঁকুনিতে নিশানা নড়ে গেছে কেইনের। বাদামি ধোঁয়ায় ভরে উঠল ড্রাইভিং ক্যাবের ভিতরটা, নাকে বারুদের গন্ধ ঢুকল। বাতাস, ইঞ্জিনের গর্জন আর ধাতব সংঘর্ষের আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ায় উপক্রম। গুলির শব্দ ঠিকমত শুনতেই পায়নি রানা। কিন্তু ছাদ ফুটো হতেই আঁতকে উঠল। নড়ে গেল স্টিয়ারিঙে ধরা হাতের মুঠো।

ধাক্কা খেয়ে ডান দিকে সরে এল পিকআপ, যেন উন্মত্ত ষাঁড়ের গুঁতো খেয়েছে। একই সাথে ঢপ্ করে একটা শব্দ হলো, যেন পাথর ছোঁড়া হয়েছে। আবারও ধাক্কা দিল ফিয়োনা। বাসটাকে বাঁ দিকে দেখল রানা, গায়ের উপর উঠে আসছে। পিছন থেকে খানিকটা ধোঁয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বাতাস। পলকের জন্য বাসের জানালাও দেখল, ওপাশে ওঁৎ পেতে আছে কেইন, হাতের পিস্তল পিকআপের দিকে তাক করা।

দুটো গাড়ি ঘষা খেলো, বিচ্ছিন্ন হলো আবার, পরমুহূর্তে আরেকটা ধাক্কা খেলো পিকআপ। ছিটকে সরে যেতে থাকল রাস্তা থেকে।

প্রতি ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার গতিতে ছুটছে ওরা,

নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল রানা। ব্রেক স্পর্শ করল, ডানের চাকা দুটো ঘাসঢাকা রুক্ষ জমিনে নেমে পড়ায় অনুভব করল গতি কমছে। পাশ থেকে আবারও বাসটাকে চেপে আসতে দেখল, চূড়ান্ত আঘাত হেনে ওকে ফেলে দিতে চাইছে রাস্তা থেকে।

পরের কয়েক সেকেণ্ডে রানা যা করল, তা স্রেফ ইনস্টিঙ্কটের বশে। ওই পরিস্থিতিতে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ থাকে না। নিজের অজান্তেই হার্ড ব্রেক কষল ও, প্রায় থামিয়ে ফেলল পিকআপকে। সাঁই করে ওকে পেরিয়ে গেল বাস, ফিয়োনার রিফ্লেক্স অপেক্ষাকৃত শ্লথ, স্টিয়ারিং ঘোরানোর সময় পেল না, টার্গেট মিস করে বাসটাই ঘাসের উপর নেমে গেল রাস্তা থেকে এবড়ো-থেবড়ো জমিনে প্রবলভাবে ঝাঁকি খেলো বিশাল বাহন, উপায়ান্তর না দেখে ব্রেক কষল মেয়েটা।

রানা এতকিছু দেখছে না। অ্যাকসেলারেটর চেপে হুইল ঘোরাল ও, ফাঁকা রাস্তা ধরে সবেগে ওভারটেক করে গেল বাসকে। ফিয়োনা যখন নিজের বাহনকে ফের রাস্তায় তুলে আনল, তখন অনেকটাই এগিয়ে গেছে ও।

'যাচ্ছে কোথায় হারামিটা?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ফিয়োনা।

'নিশ্চয়ই কোনও ফন্দি এঁটেছে,' চোয়াল শক্ত করে বলল কেইন। 'এগোতে দিয়ো না, স্পিড বাড়াও। ও যেন চোখের আড়ালে যেতে না পারে।'

কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও রানার অদৃশ্য হওয়া ঠেকাতে পারল না ফিয়োনা। পিকআপটা ওদের চেয়ে দ্রুতগতির, তা ছাড়া বিশাল বাসটায় স্পিড উঠতেও সময় লাগে অনেক বেশি। দুই টেরোরিস্টের চোখের সামনে ক্ষীণ হয়ে এল পিকআপের

টেইললাইট, তারপর আচমকা গায়েব হয়ে গেল আঁধারে। গাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়েছে রানা।

থমথম করছে কেইনের চেহারা। 'চোখ-কান খোলা রাখো,' ফিয়োনাকে নির্দেশ দিল সে। 'সামনে কোথাও ঝামেলা পাকাতে চাইবে রানা, ওকে সে সুযোগ দেয়া যাবে না।'

চোখ বড় বড় করে সামনে তাকিয়ে থাকল দুই টেরোরিস্ট।

মিনিট পাঁচেক পরেই অপেক্ষার অবসান ঘটল তাদের। বাসের হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হলো পিকআপের অবয়ব। কিন্তু ওটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল দুই সন্ত্রাসীর। এদিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। বাস কিছুদূর এগোতেই চলতে শুরু করল। সোজা ছুটে এল হেড-অন কলিশনের ভঙ্গিতে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, হেডলাইট জ্বালেনি রানা।

'মতলবটা কী ওর?' বিস্ময়ের পর বিস্ময় অনুভব করছে ফিয়োনা। 'গাধাটা কি জানে না, এভাবে গুঁতো মারলে আমাদের কিছু হবে না... বরং ও-ই ভর্তা হয়ে যাবে?'

'বানাও... ভর্তাই বানাও ওকে,' খ্যাপাটে গলায় বলল কেইন। 'যথেষ্ট সহ্য করেছি কালার্ড লোকটার ত্যাঁদড়ামি, আর না। ফুল স্পিড!'

'উইথ প্লেজার,' বলে অ্যাকসেলারেটর চাপল ফিয়োনা।

বুনো গণ্ডারের মত পিকআপের দিকে ধেয়ে গেল বাস।

ব্যাপারটা লক্ষ করে মুচকি হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। এসো, বাছা, ছুটে এসো... তোমাদের জন্যে চমক অপেক্ষা করছে। পিকআপটার আসল মালিক সম্ভবত স্থানীয় কোনও র‍্যাঞ্চার, রাতের বেলা খেত-খামারে টহলের কাজে ব্যবহার করে গাড়িটা।

সেজন্যে ড্রাইভারস্ ক্যাবের ছাতের উপরে, পিছনদিকার কিনার ঘেঁষে একটা লোহার বারে চারটে শক্তিশালী ফ্লাডলাইট লাগিয়ে নিয়েছে। ওগুলোর সুইচে এখন রানার একটা আঙুল।

বাসকে কাছাকাছি পৌঁছুতে দিল ও, তারপর আচমকা জ্বেলে দিল ফ্লাডলাইটগুলো। তীব্র আলোকরশ্মির ঢল ঝাঁপিয়ে পড়ল বাসের উপর। চেঁচিয়ে উঠল ফিয়োনা আর কেইন—সামনের অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল চোখ, হঠাৎ এই উজ্জ্বল আলো ওদের চোখ ঝলসে দিয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই এ-মুহূর্তে অন্ধ ওরা।

পিকআপের মুখ সরিয়ে জায়গা করে দিল রানা, চলে যেতে দিল বাসকে। মাত্র বিশ গজ দূরে রয়েছে তীক্ষ্ণ এক বাঁক, ওখানে এখন আর মোড় নিতে পারবে না ফিয়োনা। বুঝেশুনেই এখানে ফাঁদ পেতেছে ও।

তা-ই ঘটল। বাঁক পেরুতে না পেরে রুক্ষ জমিনে নেমে গেল বাস, সেটার পরেই রয়েছে গভীর এক পুকুর, সরাসরি ডাইভ দিল পানিতে। চারদিকে ফুলঝুরির মত ছিটাল কয়েকশ' লিটার পানি, ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের কারণে চোখের পলকে ডুবে গেল হলুদ বাস।

অনেক কষ্টে আছড়ে-পাছড়ে দুই টেরোরিস্ট যখন বাসের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল, তখন এফবিআইয়ের হেলিকপ্টারদুটো পৌঁছে গেছে অকুস্থলে। পানির সারফেসে মাথা তুলতেই রোটরের প্রচণ্ড আওয়াজ কানে গেল ওদের। স্পটলাইটের মত দুটো আলো এসে পড়ল ভাসতে থাকা কেইন আর ফিয়োনার গায়ে।

'ডেমিয়েন কেইন, ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট!'

লাউডহেইলারে ভেসে এল এরিকের কণ্ঠ। 'তোমার সঙ্গীকে নিয়ে উঠে এসো পানি থেকে। সাবধান, চাতুরী করতে গেলে গুলি ছুঁড়ব আমরা।'

চরম ক্রোধ নিয়ে পুকুরপাড়ে তাকাল কেইন। পিকআপটাও এসে গেছে। ওটা থেকে নেমে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা।

বিশ

র‍্যাপলিং করে হেলিকপ্টার থেকে নেমে এল এফবিআই এজেন্টরা, কেইন আর ফিয়োনা পুকুর থেকে উঠতেই হাতকড়া পরিয়ে দিল। এরিক এগিয়ে গেল রানার দিকে।

'হাই, মি. রানা!'

'এরিক স্টার্ন!' বিস্মিত গলায় বলল রানা। 'তুমি কোত্থেকে এলে?'

'হেডকোয়ার্টার থেকে ফ্লাইট সিক্স-নাইন-ফোরের কেসটা আমাকে দেয়া হয়েছে,' এরিক বলল। 'আধঘণ্টা আগে পৌঁছেছি। আপনাকে এখানে পাব, কল্পনাও করিনি।'

'নাইস টু সি ইউ এগেইন,' আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত মেলাল রানা। 'তুমি আসায় খুব ভাল হলো।'

'কী যে বলেন! একাই তো সব কেরামতি দেখিয়ে দিয়েছেন, আমাকে তো কিছুই করতে হলো না।'

'কাজ এখনও শেষ হয়নি। অর্ধেক যাত্রীর সঙ্গে আরও দু'জন টেরোরিস্ট রয়ে গেছে বিমানে। ওদের প্ল্যান কী, এখনও জানি না আমরা।'

'চলুন, কেইনকে চেপে ধরি। দেখা যাক কিছু বলে কি না।'

দু'জনে এগিয়ে গেল বন্দি টেরোরিস্ট-নেতার দিকে। নিল ডাউনের ভঙ্গিতে তাকে আর ফিয়োনাকে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসিয়ে রেখেছে এফবিআই এজেন্টরা। রানাকে এগোতে দেখে আক্রোশ ফুটল চেহারায়।

'ভালই খেল্ দেখালে, রানা,' বলল সে। 'কিন্তু ভেবো না জিতে গেছ। এখনও চাল বাকি আছে আমার।'

'চাল?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল রানা। 'তোমার কপাল ভাল, কেইন, এফবিআই এসে পড়ায় বেঁচে গেলে। নইলে পুকুরের পানিতেই চুবিয়ে মারতাম তোমাকে।'

'গলাবাজি বন্ধ করো, কেইন,' ধমক মারল এরিক। 'কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমাদের—ভালয় ভালয় জবাব দাও। তা হলে হয়তো করুণা পাবে কিছুটা।'

'কারও করুণা চাই না আমি,' রুক্ষ গলায় বলল কেইন। 'কী জানতে চাও?'

'বিমানে যে-দু'জনকে রেখে এসেছ, ওদের প্ল্যান কী? কেন রয়ে গেছে পিছনে?'

হাসল কেইন। 'ওরা আমার ইন্স্যুরেন্স। ব্যাকআপও বলতে পারো। যদি আগামী বিশ মিনিটের মধ্যে আমার কাছ থেকে একটা কোডেড মেসেজ না পায়, গ্রেনেড ফাটিয়ে উড়িয়ে দেবে

গোটা বিমান আর যাত্রীদেরকে। বিমানের উপর হামলা চালানো হলেও একই কাজ করবে ওরা।'

সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে কথা বলছে সে, কিন্তু চেহারা দেখে বোঝার উপায় রইল না। উদ্বেগ ভর করল এরিকের মুখে। রানা একটু সন্দিহান হয়ে উঠল।

'বলতে চাইছ আত্মহত্যা করবে ওরা?' বলল ও। 'তোমার মত একটা নীচ লোকের জন্য জীবন বিসর্জন দেবে? আমি বিশ্বাস করি না!'

'তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায়-আসে না, রানা,' কেইন বলল। 'চাইলে বিশ মিনিট অপেক্ষা করো, দেখো কী ঘটে।'

'ব্যাপারটা সিরিয়াস হয়ে গেল, মি. রানা,' শঙ্কিত গলায় বলল এরিক।

'ও ধাপ্পা দিচ্ছে,' রানা বলল।

'আপনি শিয়োর? বাজি ধরতে পারেন?'

দ্বিধায় আক্রান্ত হলো রানা। না, পুরোপুরি নিশ্চিত নয় ও। কেইনের হুমকি সত্যিও হতে পারে। স্রেফ আন্দাজের উপর ভর করে ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

'না... আমি শিয়োর না, এরিক,' ধীর গলায় বলল ও। 'যা ভাল বোঝো করো।'

'এয়ারফিল্ডে ফিরতে হবে আমাদেরকে।' বলে শেরিফের দিকে ঘুরল এরিক। 'শেরিফ পিটম্যান, আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন দরকার। হেলিকপ্টারে তোলা যাবে না প্রিজনারদেরকে, আশপাশে ল্যাণ্ড করার মত কোনও জায়গা নেই।'

'গাড়ির জন্য অলরেডি বলে দিয়েছি আমি,' শেরিফ জানাল। 'এখুনি এসে পড়বে।'

'খুব ভাল।' বলে রানাকে নিয়ে সরে এল এরিক। সংক্ষেপে জেনে নিল প্লেন হাইজ্যাক হওয়া থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সব ঘটনা।

'আরেকজনকে মাঠের মধ্যে ফেলে এসেছেন আপনি?' হার্নান্দেজের কথা শুনে বলল এরিক। 'কোথায়?'

'এগজ্যাক্ট লোকেশন বলতে পারব না, অন্ধকারে ঠিকমত ঠাহর করতে পারিনি।' রানা বলল। 'তবে খাদটা ফেয়ারগ্রাউণ্ড থেকে বড়জোর একশো গজ দূরে। ওর ভিতরে বেহুঁশ অবস্থায় রেখে এসেছি লোকটাকে।'

শেরিফকে ডেকে হার্নান্দেজের ব্যাপারে বলে দিল এরিক। তাড়াতাড়ি ওয়াকি-টকিতে ফেয়ারগ্রাউণ্ডে অপেক্ষারত সার্জেন্ট বয়েডের সঙ্গে যোগাযোগ করল শেরিফ। মেক্সিকান সন্ত্রাসীকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দিল।

একটু পরেই এসে গেল শেরিফস্ ডিপার্টমেন্টের প্রিজনার ভ্যান। কেইন আর ফিয়োনাকে তোলা হলো তাতে। পাহারা দেবার জন্য ছ'জন এজেন্টও থাকল তাদের সঙ্গে। সঙ্গে কয়েকটা ক্রুজার এসেছে, তার একটায় উঠল রানা আর এরিক। ভ্যানের পিছু পিছু এয়ারফিল্ডের উদ্দেশে রওনা হলো ওরা।

খাদটা খুঁজে পেতে খুব একটা সময় লাগল না সার্জেন্ট বয়েড ও তার সঙ্গীদের। টর্চলাইট জ্বেলে তলায় নেমে পড়ল ওরা, পড়ে থাকা হার্লিটাকে দেখল, কিন্তু অজ্ঞান টেরোরিস্টকে পেল না।

'নিশ্চয়ই জ্ঞান ফিরে পেয়েছে ব্যাটা,' অনুমান করল বয়েড। সঙ্গীদের দিকে ফিরল। 'ছড়িয়ে পড়ো সবাই। মাঠেরই কোথাও আছে লোকটা, ওকে খুঁজে পাওয়া চাই।'

চার পুলিশ ব্যস্ত হয়ে পড়ল খাদের চারপাশ তল্লাশি করায়।

কিন্তু ওদের জানা নেই, বেশ কিছুক্ষণ আগেই এখান থেকে বেরিয়ে গেছে হার্নান্দেজ, হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে ফেয়ারগ্রাউণ্ডের দিকে। এ-মুহূর্তে মেলার ভিতরেই রয়েছে সে।

ভিড়ের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরল সে কিছুক্ষণ, কেইনকে খুঁজল, কিন্তু পেল না। ইতোমধ্যে ফেয়ারগ্রাউণ্ডের নিরাপত্তার জন্য আরও কিছু পুলিশ হাজির হয়েছে—দু'জনকে দূর থেকে এগিয়ে আসতে দেখল। দুটো স্টলের মাঝখানের ফাঁকে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল হার্নান্দেজ। ওখান থেকে কান পাতল।

'খবর শুনেছ?' বলল এক পুলিশ। 'হাইজ্যাকারদের লিডার আর তার এক সঙ্গিনী ধরা পড়েছে!'

'তা-ই? যাক বাবা, বাঁচা গেল!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অন্যজন। 'কোথায় এখন শয়তানটা?'

'এয়ারফিল্ডে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সম্ভবত বন্দি যাত্রীদের সঙ্গে অদল-বদল করা হবে ওদের।'

'ইশ্‌শ্... এই টাইমে কিনা মেলায় পাঠাল আমাদেরকে! এয়ারফিল্ডে থাকলে...'

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল কণ্ঠস্বর। দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল হার্নান্দেজের কপালে। কেইন ধরা পড়েছে? ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে গেল। অপারেশন সফল হলে মোটা অঙ্কের একটা বোনাস পাবার কথা ছিল তার, সেটা তো পাওয়া যাচ্ছেই না... এমনকী দেশ ছেড়ে পালানোও কঠিন হয়ে যাবে। রন্দিভু পয়েন্টের টিমটা কেইনের জন্য অপেক্ষা করছে, তাকে ছাড়া কাউকেই সাহায্য করবে না ওরা।

ভাবনা-চিন্তা করে একটাই উপায় দেখছে হার্নান্দেজ—বস্‌কে

মুক্ত করতে হবে। তা হলে হয়তো বা একটা গতি হতে পারে তার। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল, আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল মেক্সিকান সন্ত্রাসী। ফেয়ারগ্রাউণ্ডের এককোণে মেডিক্যাল ক্যাম্প দেখেছে, এগোল সেদিকে।

ছোট্ট একটা জায়গা নিয়ে এই মেডিক্যাল ক্যাম্প। মাঝখানে খাড়া করা হয়েছে তাঁবু—ভিতরে টেবিল-চেয়ার আছে ডাক্তার আর রোগীর বসার জন্য। একটা খাটিয়াও আছে। আর আছে ওষুধ-পথ্যের আলমারি। তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একট অ্যাম্বুলেন্স।

হার্নান্দেজ যখন পৌঁছুল, তখন তাঁবুতে একা এক ডাক্তার ছাড়া আর কেউ নেই। টেবিলে মুখ গুঁজে কী যেন লিখছিল সে, সামনে গিয়ে দাঁড়াল মেক্সিকান।

'ইয়েস?' বলে মুখ তুলল ডাক্তার। পরমুহূর্তে চমকে উঠল। রানার হাতে মার খেয়ে সারা মুখে কালসিটে দাগ পড়েছে হার্নান্দেজের। 'এ কী অবস্থা আপনার! প্লিজ... বসুন।'

ডাক্তারের কথা যেন শুনতেই পায়নি, তাঁবুর ঝাঁপ টেনে দিল হার্নান্দেজ। তারপর টেবিলের উপর থেকে তুলে নিল একটা স্কালপেল। ধারালো ফলাটা ডাক্তারের দিকে বাগিয়ে ধরে এগোতে শুরু করল।

'কী করছেন আপনি?' হতভম্ব গলায় বলল ডাক্তার।

'আপনার পোশাক-আশাক আর অ্যাম্বুলেন্সটা নেব আমি, ডাক্তার,' শীতল গলায় বলল হার্নান্দেজ। 'আর সেটা গোপন রাখার জন্য খুন করব আপনাকে।'

'না-আ...' আর্তচিৎকারটা ঠিকমত বের হবার আগেই ডাক্তারের মুখ চেপে ধরল সে।

ট্রান্স-প্যাসিফিক হেডকোয়ার্টার।

টেলিফোন কানে ঠেকিয়ে কথা বলছিল এজেন্ট ওয়েব, রিসিভার নামিয়ে রেখে অ্যাডিসন কোল, ব্র্যাডফোর্ড আর জেসনের দিকে ফিরল। তিনজনেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে খবর জানার জন্যে।

'ছাড়া পাওয়া প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে মিশে বিমান থেকে নেমে গিয়েছিল ডেমিয়েন কেইন আর ওর দুজন সঙ্গী,' বলল ওয়েব। 'তবে বেশিদূর যেতে পারেনি। ওখানে পাঠানো এফবিআই টিম গ্রেফতার করেছে কেইন-সহ আরেকজনকে। তৃতীয়জন এখনও পলাতক, তবে তাকেও খুব শীঘ্রি ধরে ফেলা হবে।'

হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচলেন ব্র্যাডফোর্ড। 'থ্যাঙ্ক গড!'

'ধন্যবাদটা শুধু ঈশ্বরকে দেবেন না,' ওয়েব বলল, 'আমাকে জানানো হয়েছে, কৃতিত্বটা নাকি মি. মাসুদ রানার। বলতে গেলে তিনি একাই থামিয়েছেন ওদেরকে।'

হাততালি দিয়ে উঠল জেসন। 'ইয়েস! রানা বলে কথা!'

'কীভাবে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন ব্র্যাডফোর্ড। 'মাসুদ রানার তো হাজতে থাকার কথা।'

'অ্যালান, বাদ দাও তো!' বলে উঠলেন কোল। 'এত বড় একটা সুসংবাদ... ওই ভদ্রলোককে তো ভাল কিছু একটা পুরস্কার দেয়া দরকার।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ব্র্যাডফোর্ড। 'বেশ, বাদ-ই দিলাম। ভাল... মি. রানা বন্দি করেছেন ডেমিয়েন কেইনকে। তারমানে কি ক্রাইসিসটা কেটে গেছে?'

'না,' ওয়েব মাথা নাড়ল। 'বিমানে এখনও দু'জন টেরোরিস্ট

রয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে গ্রেনেড আছে।'

'কী! তারমানে আপনি বলতে চাইছেন—যে-কোনও মুহূর্তে গ্রেনেড-বিস্ফোরণে বিমানটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে?'

'সম্ভাবনা আছে,' গম্ভীর গলায় বলল ওয়েব। 'খারাপটার জন্য তৈরি থাকতে হবে আমাদেরকে।'

একুশ

কন্ট্রোল টাওয়ারে এসে ঢুকল এরিক, রানা আর শেরিফ পিটম্যান। কেইন আর ফিয়োনাকে টার্মিনালের ডিটেনশন রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ডেপুটিকে টাওয়ারের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল শেরিফ, ভিতরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল, 'খবর কী, স্ট্যানলি? আর কিছু ঘটেছে?'

'দশ মিনিট আগে রিফিউয়েলিং শেষ হয়েছে, শেরিফ,' রিপোর্ট দিল ডেপুটি। 'এরপর রেডিওতে যোগাযোগ করেছিলাম... কিন্তু আপনাকে ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলো না হাইজ্যাকাররা।'

এরিকের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসল শেরিফ। 'দেখছেন তো, আমাকে ছাড়া চলছে না আপনাদের।'

বিরক্ত হলো এরিক। 'বড়াই না করে কথা বলুন ওদের সঙ্গে।

দেখুন কী বলে, কী চায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মাইক্রোফোন তুলে নিল শেরিফ। 'সিক্স-নাইন-ফোর, দিস ইজ শেরিফ জার্ভিস পিটম্যান। কাম ইন, সিক্স-নাইন-ফোর।'

'দিস ইজ সিক্স-নাইন-ফোর,' লিরয়ের গলা ভেসে এল ওপাশ থেকে।

'ফিউয়েল দেয়া হয়েছে তোমাদেরকে, এখনও বাকি যাত্রীদেরকে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন?'

'প্ল্যানে একটু রদবদল হতে যাচ্ছে, শেরিফ। রানওয়ে ক্লিয়ার করুন। আমরা টেকঅফ করব।'

'হোয়াট! এমন তো কথা ছিল না...'

'পুরনো কথা ছাড়ুন, তখন আপনার কর্তৃত্ব ছিল... এখন নেই। এফবিআই এসে গেছে, জানালা থেকে দেখেছি আমরা। ওরাই নিশ্চয়ই ছড়ি ঘোরাচ্ছে এখন? সরি, ওদের সঙ্গে ডিল করবার কোনও ইচ্ছে আমাদের নেই। অর্ধেক যাত্রীকে পেয়েছেন, তা-ই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। রানওয়ে ক্লিয়ার করুন এখুনি, নইলে লাশ ফেলতে শুরু করব আমরা।'

'সে তো এমনিতেও করবে। কোডেড মেসেজ না পেলে কিছুক্ষণ পর গ্রেনেড ফাটানোর নির্দেশ আছে তোমাদের উপর, তা আমি জানি না ভেবেছ?'

'করছেন কী আপনি?' চেঁচিয়ে উঠল রানা। কিন্তু সর্বনাশ ঠেকানো গেল না।

কথায় পেয়ে বসেছে শেরিফকে। বলে চলল, 'ইয়েস, মি. হাইজ্যাকার... সব জানি আমি। তোমাদের লিডার ধরা পড়েছে...'

ছুটে গিয়ে তার হাত থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নিল এরিক।

তবে তার আগেই যা ঘটানোর ঘটিয়ে ফেলেছে নির্বোধ লোকটা।

'কী বললেন?' স্পিকারে থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল লিরয়। 'মি. কেইন আপনাদের কবজায়?'

কিছু না বলে মাইক্রোফোন নামিয়ে রাখল এরিক। লিরয় ওদিকে চেঁচাতে শুরু করেছে, 'শেরিফ, জবাব দিন! জবাব দিন!!'

'এসবের মানে কী?' রাগী গলায় বলল শেরিফ। 'মাইক্রোফোন কেড়ে নিলেন কেন?'

'কী করেছেন আপনি, তা জানেন?' সরোষে বলল এরিক। 'খেলা শুরুর আগেই হাতের তাস দেখিয়ে দিয়েছেন ওদেরকে! আশ্চর্য... ঘিলু বলতে কিছুই কি নেই আপনার মাথায়?'

'তাস! খেলা!!' শেরিফ কিছু বুঝতে পারছে না। 'এসব কী বলছেন আপনি?'

দু'পা এগিয়ে এল রানা। 'আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। গ্রেনেড ফাটানোর ব্যাপারে কেইন মিথ্যে হুমকি দিচ্ছিল কি না, সেটা বোঝার একমাত্র সুযোগটা নষ্ট করে দিয়েছেন আপনি। এখন ওরা জানে—কেইন ধরা পড়ে গেছে; আমাদেরকে কী ধরনের হুমকি দিয়েছে, তাও বলে দিয়েছেন। আগে যদি গ্রেনেড ফাটাতে না-ও বলে থাকে সে, এখন ওর লোকেরা জানে—কীভাবে আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।'

ফ্যাল ফ্যাল করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল শেরিফ। রানার বক্তব্য বুঝে নেয়ার চেষ্টা করছে।

'সর্বনাশ করে দিয়েছেন আপনি, শেরিফ,' এরিক যোগ করল। 'কেইনের ধরা পড়ার কথা গোপন রেখে নেগোসিয়েশন চালাতে পারতাম আমরা, সময়-সুযোগ বুঝে হয়তো বা কমাণ্ডো হামলাও চালানো যেত। কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব নয়। চোখে

আঙুল দিয়ে আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে ওদের। পরাজয় এড়ানোর জন্য এবার সত্যি সত্যি গ্রেনেড ফাটাতে পারে।'

এই প্রথমবারের মত বিচলিত হলো শেরিফ। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'আ... আমি...'

'প্লিজ, আর কোনও কথা কথা শুনতে চাই না,' রুক্ষ গলায় বলল এরিক। 'আপনাকে সঙ্গে রেখে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছি আমি। দূর হোন আপনি এখান থেকে।'

স্থির হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল শেরিফ পিটম্যান। তারপর মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল কন্ট্রোল রুম থেকে। রেডিওতে চেঁচামেচি অসহ্য হয়ে ওঠায় মাইক্রোফোন তুলে নিল এরিক।

'স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন বলছি। বলো কী বলতে চাও?'

'শেরিফ পিটম্যান কোথায়?' ওপাশ থেকে খেঁকিয়ে উঠল লিরয়।

'হি'জ গন। আমিই এখন চার্জে আছি। কথা যা বলার, আমার সঙ্গে বলতে হবে তোমাকে।'

'বেশ, এজেন্ট। আমাদের লিডার কোথায়?'

'ডেমিয়েন কেইন? আছে... আমাদের কাস্টডিতেই আছে।'

'ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি—এক্ষুণি! নইলে এক মিনিটের মাথায় পাঁচটা লাশ পড়বে বিমান থেকে।'

'পাগলামি কোরো না। খুনোখুনি বাধিয়ে কোনও লাভ হবে না তোমাদের।'

'লাভ হবে না? আমাদের কোণঠাসা করে ফেলছেন আপনারা, এজেন্ট স্টার্ন। এখন খুনোখুনিই একমাত্র ভরসা। প্রথমে পাঁচটা,

তারপর দশটা লাশ ফেলব। এরপরেও যদি মি. কেইনের কণ্ঠ না শুনি... ওয়েল, গ্রেনেডের খবর আপনারা জানেন!'

হতাশ চোখে রানার দিকে তাকাল এরিক। চোখের ভাষায় জানতে চাইল কী করবে।

'আপাতত ওদের দাবি মেনে নেয়াই ভাল,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'ঠিক আছে, কেইনকে আনার ব্যবস্থা করছি,' রেডিওতে বলল এরিক। 'কিন্তু ও একটু দূরে আছে, সময় লাগবে। ধৈর্য ধরো তোমরা।'

'কতক্ষণ?'

'পনেরো মিনিট।'

'দশ মিনিট অপেক্ষা করব, তার বেশি না।'

'বেশ। আমি দেখছি কী করা যায়।'

মাইক্রোফোন নামিয়ে রাখল এরিক।

এয়ারফিল্ডে ঢোকার মুখে অ্যাম্বুলেন্স থামাতে হলো হার্নান্দেজকে। ব্যারিকেড বসিয়েছে পুলিশ। কিন্তু কোনও ঝামেলায় পড়তে হলো না। ডেমিয়েন কেইন ধরা পড়ায় বিপদের আশঙ্কা কেটে গেছে, পুলিশদের মধ্যে খানিকটা গা-ছাড়া ভাব। আপাতত সাধারণ সিভিলিয়ান আর সাংবাদিকদেরকে ঠেকাতে ব্যস্ত তারা। আর কোনও দিকে মনোযোগ নেই। দায়সারা ভঙ্গিতে অ্যাম্বুলেন্সের চারপাশে ঘুরে এল একজন, ভিতরে তাকালও না। তাতে সুবিধেই হলো হার্নান্দেজের। কালসিটে পড়া মুখ ঢাকার জন্য একটা গাঢ় চশমা পরেছে সে, চওড়া ব্রিমের ক্যাপ লাগিয়ে মাথা একটু নিচু করে রেখেছে—কিন্তু এসব মনে হলো অপ্রয়োজনীয় ছিল। হাতের

ইশারায় ওকে এগোবার নির্দেশ দেয়া হলো। বিস্ময় জাগল হার্নান্দেজের মনে—এত সহজে পার পেয়ে যাবে, ভাবতে পারেনি।

পার্কিং লটে পৌঁছুনোর পর রহস্যটা পরিষ্কার হলো। এয়ারফিল্ডের এলাকা থেকে উৎসুক দর্শকদের সরিয়ে দেয়া হলেও টার্মিনালে রেখে দেয়া হয়েছে মুক্তি পাওয়া যাত্রীদেরকে। তাদের সেবা-শুশ্রূষা করবার জন্য বেশ কিছু ডাক্তার আর নার্স হাজির হয়েছে—পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে আছে তাদের আনা আরও চারটে অ্যাম্বুলেন্স। হার্নান্দেজকেও নিশ্চয়ই ওই মেডিক্যাল টিমেরই সদস্য ভেবেছে পুলিশেরা। মুচকি হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

অ্যাম্বুলেন্স পার্ক করে একটা মেডিক্যাল কিটবক্স নিয়ে নেমে পড়ল ও। ঢুকে গেল টার্মিনালে। ভিড়ের মাঝে মিশে চঞ্চল চোখে দেখে নিল জায়গাটা। খোলা লাউঞ্জের একপ্রান্ত খালি, কাউকে যেতে দেয়া হচ্ছে না ওখানে। বন্ধ একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অস্ত্রধারী দু'জন এফবিআই এজেন্ট। বুঝতে অসুবিধে হলো না, ওখানেই আটকে রাখা হয়েছে কেইনকে।

মোটা একটা পিলারের আড়ালে সরে এল হার্নান্দেজ, যাত্রীদের থেকে একটু দূরে। ওরা তাকে চিনে ফেলতে পারে। নজর রাখল দরজার উপর। ভেবে দেখছে কীভাবে কী করা যায়। হঠাৎ সচকিত হলো এফবিআই এজেন্টদের নতুন একটা দল উদয় হওয়ায়। ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডিটেনশন রুমে ঢুকল ওরা, একটু পরেই বেরিয়ে এল কেইন আর ফিয়োনাকে নিয়ে।

পিলারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হার্নান্দেজ, হনহন করে দলটার দশ গজের মধ্যে চলে গেল। তারপর হাত নাড়ল বিশেষ ভঙ্গিতে। আড়চোখে সেটা লক্ষ করল কেইন। মৃদু মাথা ঝোঁকাল,

সঙ্কেত বুঝতে পেরেছে। ইচ্ছে করে হোঁচট খেলো সঙ্গে সঙ্গে, মেঝেতে পড়ে গেল। ধরাধরি করে তাকে দাঁড় করাল এফবিআই এজেন্টরা, হাঁটাতে শুরু করল আবার। তবে ওঠার ফাঁকে আঙুলের ইশারায় হার্নান্দেজকে সঙ্কেত দিয়ে ফেলেছে সে, যদিও সেটা সবার অজান্তেই।

নির্দেশ পেয়ে গেছে মেক্সিকান, দ্রুত সরে এল লাউঞ্জ থেকে। ছাদে ওঠার সিঁড়ির খোঁজে রওনা হলো সে।

'আমাদের একটা প্ল্যান দরকার, মি. রানা,' অস্থির গলায় বলল এরিক। 'একটু পরেই মুক্তি চাইবে কেইন, কিন্তু ওকে ছাড়তে পারব না আমরা।'

'তা আমি জানি,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে ও। একটু পর মুখ তুলে তাকাল। 'স্নাইপার আছে তোমার টিমে?'

'অবশ্যই। না থাকলেও অসুবিধে ছিল না, আপনি তো আছেনই, সুপার স্নাইপার—আমিও খুব খারাপ না।'

'না, না, তুমি বা আমি রাইফেল নিয়ে বসতে পারব না, আমাদেরকে বিমানের কাছে থাকতে হবে।'

'অসুবিধে নেই। আমার টিমের স্নাইপাররাও প্রথম শ্রেণীর। কিন্তু কী ফন্দি এঁটেছেন, বলুন তো? স্নাইপাররা তো এখন পর্যন্ত গুলি ছোঁড়ার সুযোগই পায়নি। বিমানের সবক'টা শেড টেনে রেখেছে হাইজ্যাকাররা, ককপিটও অন্ধকার করে রেখেছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না স্নাইপাররা।'

'খুব শীঘ্রি সুযোগ পাবে... যখন কেইনকে ভিতরে ঢোকানোর জন্য দরজা খোলা হবে। সন্দেহ নেই, ওকে রিসিভ করার জন্য

অন্তত একজন হাজির থাকবে ডোরওয়েতে। স্নাইপার দিয়ে ঘায়েল করতে হবে তাকে।'

'আর দ্বিতীয় হাইজ্যাকার? দোস্তকে গুলি খেতে দেখে সে যদি গ্রেনেড ফাটায়?'

কৌশলটা ব্যাখ্যা করল রানা—কেইন আর ফিয়োনাকে একা যেতে দেবে না ওরা, সঙ্গে দু'জন এসকর্ট থাকবে। এই দুজনই হবে সবকিছুর চাবিকাঠি। স্নাইপার ওদের অভ্যর্থনাকারীকে খতম করার সঙ্গে সঙ্গে এরা খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়বে বিমানে, দ্বিতীয় হাইজ্যাকারকে ঘায়েল করবে। গোলাগুলি শুরু হওয়ায় লোকটা নিঃসন্দেহে কিছুটা সময়ের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে, সেই বিভ্রান্তির সুযোগ নিতে হবে... তাকে গ্রেনেড ফাটাতে দেয়া হবে না।

'কেইন আর ফিয়োনার কথা ভুলে যাচ্ছেন,' এরিক বলল। 'এসকর্টরা যদি দ্বিতীয় হাইজ্যাকারকে শিকার করতে যায়, এদেরকে কে দেখবে?'

'আমাদের স্নাইপার কাভার দেবে ওদেরকে, প্রয়োজনে গুলি করবে।'

'হুম, তা হলে সবকিছু নির্ভর করছে দুই এসকর্ট আর একজন স্নাইপারের উপর। আমরা কী করব?'

'আমরা থাকব ব্যাকআপ হিসেবে। যদি প্ল্যানমত সব না এগোয়, সেক্ষেত্রে সাহায্য করব এসকর্টদেরকে।'

ভাবনাচিন্তার জন্য একটু সময় নিল এরিক। তারপর বলল, 'ভাগ্যের একটু সহায়তা দরকার, এ ছাড়া আর কোনও সমস্যা দেখছি না। ঠিক আছে, মি. রানা। আপনার পরিকল্পনা অনুসারেই এগোব আমরা।'

'গুড। লোক ডিটেইল করে ফেলো তা হলে। ভাল দেখে এসকর্ট আর স্নাইপার দিয়ো। কেইন আর ফিয়োনাকেও নিয়ে এসো এখানে। আর হ্যাঁ... ওদের সঙ্গে একটু দর কষাকষি করতে হবে, নইলে কেইনের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে।'

মাথা ঝাঁকাল এরিক, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওয়াকি-টকি নিয়ে। একটু পরে বন্দি দুই টেরোরিস্টকে নিয়ে কন্ট্রোল টাওয়ারে হাজির হলো সশস্ত্র এজেন্টরা।

'হাই, এজেন্ট স্টার্ন!' বলল কেইন। 'খুব তাড়াতাড়িই ডাক পড়ল... হার মেনে নিয়েছেন তা হলে?'

'তোমার লোকেরা কথা বলতে চাইছে,' খোঁচাটা গায়ে না মেখে রেডিও দেখাল এরিক।

মাইক্রোফোনের দিকে এগোতে যাচ্ছিল কেইন, কিন্তু হাত তুলে তাকে থামাল ও। বলল, 'এক মিনিট, ওদেরকে কী বলবে তুমি?'

'ভয় পাবেন না,' হাসল কেইন। 'কুশল বিনিময় করব, গ্রেনেড ফাটাতে নিষেধ করব... এই আর কী। ও হ্যাঁ, আমাকে রিসিভ করবার জন্য রেডি হতে বলব।'

'রিসিভ করার জন্য?'

'হ্যাঁ, এজেন্ট স্টার্ন। আপনাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করতে পারছি না বলে দুঃখিত। ফ্লাইট ধরতে হবে আমাকে। বাই দ্য ওয়ে, রানওয়ে ক্লিয়ার করে ফেলুন। যত দ্রুত সম্ভব টেকঅফ করতে চাই আমি।'

রানার দিকে চকিতে তাকিয়ে নিল এরিক। দর কষাকষির সময় হয়েছে। কেইনকে বলল, 'নিশ্চয়ই ভাবছ না, তোমাকে এত সহজে ছেড়ে দেব আমরা?'

'আর কী-ই বা করার আছে আপনাদের?' কাঁধ ঝাঁকাল কেইন। 'এখনও প্রায় একশো যাত্রী আছে বিমানে। আমাকে আটকে রাখলে ওদেরকে হারাবেন।'

'তাই বলে ওদের ভাগ্য নিয়ে তোমাকে ছিনিমিনিও খেলতে দিতে পারি না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক। 'লেটস্ মেক ইট আ ফেয়ার ডিল—অদলবদল হোক। তোমার আর ফিয়োনার বদলে বিমানের সব যাত্রী।'

'আমার হাতে কোনও লেভারেজ থাকছে না সেক্ষেত্রে। সরি, এজেন্ট স্টার্ন... নো ডিল। হয় আমাকে যেতে দিন, নইলে ওই যাত্রীদের আশা ছেড়ে দিন।'

দৃষ্টির প্রতিযোগিতা যেন শুরু হলো এরিক আর কেইনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত হার মেনে নিল এফবিআই এজেন্ট।

'বেশ,' বলল সে। 'তোমরা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাইকে ছেড়ে দিচ্ছ তো?'

'কথা দিচ্ছি। ওয়ার্ড অভ অনার।'

মুচকি হেসে রেডিও সেটের মাইক্রোফোন তুলে নিল কেইন। 'সিক্স-নাইন-ফোর, শুনতে পাচ্ছ?'

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এল ওপাশ থেকে। 'ইয়েস, বস।'

'সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো?'

'হ্যাঁ... মানে আপনার দিকটা বাদ দিলে আর কী। ফিয়োনা কোথায়?'

'আমার সঙ্গেই আছে।'

'আর হার্নান্দেজ?'

'ওর কথা ভুলে যাও। শোনো, দশ মিনিটের মধ্যে বিমানে ফিরছি আমরা। গেট রেডি টু রিসিভ আস। আর হ্যাঁ, ইঞ্জিন চালু

রেখো। আমরা বোর্ড করামাত্র যেন উড়াল দিতে পারো।'

'ঠিক আছে, বস।'

মাইক্রোফোন নামিয়ে রেখে উল্টো ঘুরল কেইন। ঠোঁটে বিজয়ীর হাসি। 'থ্যাঙ্কস ফর দ্য হসপিটালিটি, এজেন্ট স্টার্ন। কিন্তু এবার আমাদের যেতে হয়।' রানার দিকে তাকাল। 'গুড বাই, মাসুদ রানা। তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া বাকি রয়ে গেল, কিন্তু কী আর করা। তাই বলে হতাশ হয়ো না, খুব শীঘ্রি তোমার সমস্ত পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দেব আমি। তৈরি থেকো।'

নীরব আক্রোশ ফুটল রানার চেহারায়। 'ভেবো না পার পেয়ে গেছো।'

'দশ মিনিটের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যাবে সেটার,' বলে জোরে হেসে উঠল কেইন। ফিয়োনা গলা মেলাল।

'নীচে নিয়ে যাও ওদেরকে,' কর্কশ গলায় বলল এরিক।

দুই টেরোরিস্টকে নিয়ে বেরিয়ে গেল সশস্ত্র প্রহরীরা।

রানার দিকে এগোল এরিক। 'অভিনয় কেমন হয়েছে?'

'ফার্স্ট ক্লাস,' প্রশংসা করল রানা। 'কেইন এখন ভাবছে, সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণে। ভাবুক... ভেবে খুশি হোক। কিছু সন্দেহ না করলেই হয়।'

সন্তর্পণে টার্মিনাল ভবনের ছাদে উঠে এল হার্নান্দেজ। চিলেকোঠার পাশের ছায়ায় লুকিয়ে চারদিকে চোখ বোলাল। সামনের দিকে, রেলিঙের পাশে কাপড় বিছিয়ে একজন মানুষ বসে আছে। ভাল করে দেখতেই বুঝল—স্নাইপার। গায়ে ব্যাটল গিয়ার, রেলিঙের উপর কায়দামত বসিয়েছে একটা হাই পাওয়ার

রাইফেল। সাইটে চোখ, কানে লাগানো ইয়ারফোনের মাধ্যমে গভীর মনোযোগে মনিটর করছে কমিউনিকেশন। আর কোনও দিকে খেয়াল নেই।

খুশি হলো হার্নান্দেজ। সাবধানে হাতের মেডিক্যাল কিটবক্স খুলে বের করে আনল একটা স্নেক-বাইট কিট। সিরিঞ্জ আর অ্যান্টিসেপটিকের পাশাপাশি এক রোল সিনথেটিক ওয়ায়্যার আছে ওতে—সাপের কামড় খাওয়া জায়গার উপর-নীচে বাঁধার জন্য। রোল খুলে ওয়ায়্যারটা দু'হাতে খানিকটা পেঁচাল, বাকিটা ধরল টানটান করে। এরপর পা টিপে সাবধানে এগোল স্নাইপারের দিকে।

লোকটা নিজের কাজে ব্যস্ত, রাইফেলের সাইটে চোখ রেখে একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে আছে সামনে। পিছন থেকে এগিয়ে আসা বিপদ টেরই পেল না। একেবারে শেষ মুহূর্তে কাপড়ের খস-খস শব্দ শুনে ঘুরতে শুরু করল, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। বিদ্যুতের মত নড়ল হার্নান্দেজের দু'হাত, ওয়ায়্যারটা পেঁচিয়ে ফেলল স্নাইপারের গলায়, টানতে শুরু করল সর্বশক্তিতে।

দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল স্নাইপারের। শরীর মোচড়াল, অসহায়ভাবে খামচি দিল গলায়, আলগা করতে চাইল বাঁধন... কিন্তু লাভ হলো না। অসুরের শক্তি দিয়ে টানছে হার্নান্দেজ। ধীরে ধীরে গলার চামড়া কেটে বসে গেল ওয়ায়্যার। শ্বাসনালীর উপর চাপ পড়ায় খাবি খেতে থাকল স্নাইপার। মুখ দিয়ে শব্দও করতে পারছে না। আড়াই মিনিটের মাথায় নেতিয়ে পড়ল—প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

ওয়ায়্যার ছেড়ে দিল হার্নান্দেজ। ধপাস করে কংক্রিটের উপর আছড়ে পড়ল লাশটা। কপালের ঘাম মুছে এবার রাইফেলের

পিছনে বসল মেক্সিকান। লাশের কান থেকে ইয়ারফোন খুলে নিজের কানে লাগাল। ব্যাটিল গিয়ারের সঙ্গে ঝোলানো কয়েকটা গ্রেনেড এনে রাখল নিজের পাশে। তারপর চোখ রাখল রাইফেলের অপটিক্যাল সাইটে।

শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

বাইশ

টার্মিনালের সামনে ছোটখাট একটা ভিড় সৃষ্টি হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জমায়েত হয়েছে এফবিআই এজেন্টরা, কয়েকজন পুলিশও আছে। আনা হয়েছে বেশ কয়েকটা গাড়ি। একপাশে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ পিটম্যান।

একটু পর প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে উদয় হলো কেইন আর ফিয়োনা। ওদের সামনে রয়েছে রানা আর এরিক। ইতোমধ্যে এসকর্ট হিসেবে দু'জন এজেন্টকে মনোনীত করা হয়েছে, তাদেরকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে শেষ মুহূর্তের নির্দেশনা দিল ওরা।

এসকর্টরা সরে গেলে এগোল শেরিফ। কাছে গিয়ে জানতে চাইল, 'এজেন্ট স্টার্ন, আমার জন্য কোনও ইন্সট্রাকশন আছে?'

'আপনি এখনও এখানে?' বিরক্ত গলায় বলল এরিক। 'না,

কিছুই করতে হবে না। যান, চলে যান। আমরাই দেখছি সব।'

মুখ কাঁচুমাচু হয়ে গেল শেরিফের। ব্যাপারটা লক্ষ করে একটু খারাপ লাগল রানার। এরিককে বলল, 'থাকতে দাও। এভাবে তাড়িয়ে দিলে অপমান হবে বেচারার। আফটার অল, ওঁর এলাকায় অপারেশন চালাচ্ছি আমরা... ওঁকেই যদি তাড়িয়ে দাও, স্থানীয় লোকজনের সামনে মুখ ছোট হয়ে যাবে বেচারার।'

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল শেরিফ। শুরু থেকে শত্রুর মত আচরণ করেছে সে রানার সঙ্গে—ওর কোনও কথা শোনেনি, অপমান করেছে... এমনকী অ্যারেস্ট করে হাজতে ঢোকানোরও চেষ্টা করেছে। অথচ এতকিছুর পরও অদ্ভুত মানুষটা তার পক্ষ নিয়ে কথা বলছে... তার মান-সম্মান বাঁচানোর চেষ্টা করছে! হঠাৎ করেই নিজেকে তার খুব ছোট মনে হলো রানার সামনে, লজ্জায় মনে হলো মাটিতে মিশে যায়।

'বলছেন?' রানার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল এরিক। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, শেরিফ। থাকতে পারেন আপনি। কিন্তু দোহাই লাগে, কিছু করতে যাবেন না।'

'না, না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' তাড়াতাড়ি বলল শেরিফ। রানার দিকে ফিরল। 'ধন্যবাদ, মি. রানা।'

'ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই, শেরিফ,' রানা একটু হাসল। 'ভুল-ত্রুটি যদি করে থাকেন, তা হলে সেটা দায়িত্ব পালনের খাতিরে করেছেন। আমি কিছু মনে করিনি। লেট আস ফরগেট পাস্ট অ্যাণ্ড বি ফ্রেণ্ডস।' হাত বাড়িয়ে দিল ও।

আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত মেলাল শেরিফ।

এ-সময় এজেন্ট গ্যাব্রিয়েল এগিয়ে এল ওদের দিকে। রিপোর্ট দেবার সুরে জানাল, 'আমরা রেডি, এজেন্ট স্টার্ন।'

'ঠিক আছে,' এরিক মাথা ঝাঁকাল। 'লেটস মুভ।'

সবার আগে রওনা হলো একটা মোটরাইজড্ স্টেয়ারকেস। বিমানের দু'নম্বর প্যাসেঞ্জার ডোরের পাশ ঘেঁষে থামল ওটা। দুই এসকর্টসহ প্রিজনার ভ্যানে তোলা হলো কেইন আর ফিয়োনাকে। ওটার পিছু নিল বাকি গাড়িগুলো—তবে টারমাক আর রানওয়ের সীমানায় পৌঁছে থেমে গেল ওগুলো। রানওয়ে ক্লিয়ার রাখার নির্দেশ থাকায় আগে বাড়ল না আর।

মোটরাইজড্ স্টেয়ারকেসের পাশে গিয়ে থামল প্রিজনার ভ্যান। দরজা খুলে ওখানে নেমে পড়ল দুই এসকর্ট আর বন্দিরা। ভ্যানটা আবার ফিরে এল টারমাকে। ওটা পুরোপুরি দূরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত নড়ল না কেউ।

চারপাশ ভাল করে দেখে নিল কেইন। বুঝে নিল, বিমানের আশপাশে আর কেউ ঘাপটি মেরে আছে কি না। সন্তুষ্ট হয়ে সিঁড়ির দিকে ফিরল। এসকর্টদের দিকে তুলে আনল হ্যাণ্ডকাফ পরানো দু'হাত।

'এগুলো খুলে দেবে?'

'এখন না,' কাঠখোট্টা গলায় জানানো হলো তাকে। 'উপরে ওঠো, তারপর চাবি দেব।'

কাঁধ ঝাঁকাল কেইন। 'ঠিক আছে, চলো এগোই।'

স্টেয়ারকেস ধরে উঠতে শুরু করল দুই বন্দি আর তাদের এসকর্ট।

গাড়ি থেকে নেমে, চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে ওদের গতিবিধি লক্ষ করছে এরিক, রানাও একই কাজ করছে। 'স্নাইপার ওয়ান,' রেডিওতে বলল এরিক। 'রেডি থাকো।'

'ইয়েস স্যর,' কর্কশ একটা কণ্ঠ জবাব দিল ওপাশ থেকে।

গলাটা নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ পেল না এরিক, বন্দি আর এসকর্টরা স্টেয়ারকেসের উপরের ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে গেছে। কাছের একটা জানালার শেড সরিয়ে ওদের উপর নজর রাখছিল এলক্ হর্ন, কয়েক সেকেণ্ড পর খুলে দিল দরজা।

মৃদু আওয়াজ তুলে সরে গেল পাল্লাটা। দোরগোড়ায় ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট জেনিকে দেখা গেল, তাকে বর্মের মত সামনে রেখেছে রেড ইণ্ডিয়ান। হাতে পিস্তল। কেইনকে দেখে হাসল।

'ওয়েলকাম ব্যাক, বস্!'

'এবার হাতকড়া খুলে দাও,' বলল কেইন।

বাঁ হাতে পকেট থেকে চাবি বের করে জেনির দিকে বাড়িয়ে ধরল প্রথম এসকর্ট। 'তুমি খোলো।'

রেড ইণ্ডিয়ান তাতে আপত্তি করল না।

একটু বিস্ময় ফুটল জেনির চেহারায়। 'আমি?'

'হ্যাঁ,' এসকর্ট বলল। 'হাত খুলে যাবার পর আমরা ওর নাগালে থাকতে চাই না।'

'বড্ড ভীতু লোক তোমরা,' হাসল কেইন।

'হোয়াটএভার,' কাঁধ ঝাঁকাল এসকর্ট। জেনিকে বলল, 'নাও চাবি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দু'পা সামনে বাড়ল জেনি। সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত হয়ে গেল এলক্ হর্ন। এটাই চেয়েছে এসকর্ট।

রেডিওতে চেঁচিয়ে উঠল এরিক, 'এইবার, স্নাইপার ওয়ান! শুট!!'

পরমুহূর্তে টার্মিনালের ছাদ থেকে গর্জে উঠল হাই-পাওয়ার রাইফেল। রক্তাক্ত বুক নিয়ে রেড ইণ্ডিয়ানটাকে চিত হয়ে পড়তে দেখবে ভেবেছিল রানা, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। বরং

অবিশ্বাসের চোখে দেখল ডানদিকের এসকর্ট গুলিবিদ্ধ হয়েছে। ঘাড়ের পিছনে ঢুকল বুলেট—যেন স্লেজ-হ্যামারের ধাক্কা খেয়েছে, এমন ভঙ্গিতে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এজেন্ট।

'হোয়াট দ্য...' চেঁচিয়ে উঠতে গেল এরিক।

ওর কথা শেষ হবার আগেই দ্বিতীয় শট নেয়া হলো। বাঁ দিকের এসকর্টের মাথা তরমুজের মত বিস্ফোরিত হলো বুলেটের আঘাতে। ভাঙা খুলি, মগজ আর রক্তের ফুলঝুরি ছিটকাল, দড়াম করে সিঁড়িতে আছড়ে পড়ল প্রাণহীন দেহটা।

সময় যেন থমকে গেল হঠাৎ করে। পুরো এয়ারফিল্ডের প্রতিটা মানুষ জমে গেল পাথরের মূর্তির মত। এরপরেই দ্রুত ঘটতে থাকল ঘটনা।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জেনি। নিহত এজেন্টদের খুব কাছে দাঁড়ানো ছিল সে, এক রাশ রক্ত ছিটকে পড়েছে ওর গায়ে। ডাইভ দিল কেইন আর ফিয়োনা, মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়ল বিমানে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা আটকে দিল হর্ন।

প্ল্যান মোতাবেক সবকিছু এগোলে এতক্ষণে খুন হয়ে যাবার কথা রেড ইণ্ডিয়ানের, বন্দি হবার কথা বাকি তিনজনের, কিন্তু টার্মিনালের উপর থেকে টেরোরিস্টদের দিকে একটা গুলিও ছোঁড়া হয়নি। ঝট্ করে ছাদের দিকে রিনকিউলার ঘোরাল রানা। আবছা আলোয় চেহারা ঠিকমত দেখা যায় না, কিন্তু শরীরের কাঠামো দেখে চিনে ফেলল আততায়ীকে।

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল ও। 'কোথায় তোমার স্নাইপার? ওটা তো হার্নান্দেজ!'

'কী!' বলে এরিকও রিনকিউলার ঘোরাল।

রাইফেলের নল এদিকে ঘুরে যেতে দেখল ওরা। রানা চেঁচিয়ে উঠল, 'এভরিবডি! টেক কাভার!'

গর্জে উঠল হার্নান্দেজের রাইফেল। ডাইভ দিয়ে সরে গেল রানা, কিন্তু এরিকের রিফ্লেক্স যথেষ্ট দ্রুত হলো না। কাঁধে গুলি খেয়ে আধপাক ঘুরে গেল ও, দড়াম করে পড়ল টারমাকের কংক্রিটে। ক্রল করে ওর কাছে গেল রানা, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল গাড়ির আড়ালে।

ততক্ষণে নরকযজ্ঞ বেধে গেছে। পুরো এয়ারফিল্ড কেঁপে উঠছে রাইফেলের মুহুর্মুহু গর্জনে। তার সঙ্গে যুক্ত হলো গ্রেনেড বিস্ফোরণ। গুলি চালানোর ফাঁকে নিহত স্নাইপারের কাছ থেকে পাওয়া বিস্ফোরকগুলো টারমাকের দিকে ছুঁড়তে শুরু করেছে হার্নান্দেজ। টার্মিনালের ভিতর থেকে ভেসে এল উদ্ধার পাওয়া যাত্রীদের আতঙ্কিত চিৎকার। এফবিআই এজেন্ট আর পুলিশেরা বিভ্রান্ত, কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারছে না। জান বাঁচাতে ব্যস্ত তারা, লাফ-ঝাঁপ দিয়ে লুকিয়ে পড়ছে পার্ক করা বিভিন্ন গাড়ির আড়ালে।

হার্নান্দেজকে বাধা দেবার কেউ নেই। আরও দু'জন স্নাইপার রেখেছে এরিক—কিন্তু টার্মিনালের ছাদ ওদের লাইন অভ সাইটের বাইরে। এয়ারক্রাফটকে কাভার দেবার জন্য পজিশন নিয়েছে তারা; টার্মিনালের ছাদে গুলি করতে হতে পারে, তা কল্পনাও করেনি। টারমাকের লোকজনও প্রাণ বাঁচানোর জন্য গা-ঢাকা দিয়েছে। হতচকিত এই অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল হার্নান্দেজ। গুলি করে ফাটিয়ে দিল বেশ ক'টা গাড়ির টায়ার। উইণ্ডশিল্ড আর পিছনের কাঁচও ধসিয়ে দিল আরও ক'টার। পুরোপুরি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি।

গাড়ির আড়ালে বসে দ্রুত এরিকের আঘাত পরীক্ষা করল রানা। স্বস্তি পেল ওটা মারাত্মক নয় দেখে। কাঁধের পেশি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে বুলেট। হাড়ে লাগেনি, নাজুক কোনও ধমনীও ছিঁড়ে যায়নি। তাড়াতাড়ি রুমাল বের করে ক্ষতটা বেঁধে ফেলল ও।

'কিচ্ছু হয়নি তোমার, এরিক,' নরম গলায় বলল রানা। 'সামান্য ফ্লেশ-উণ্ড...'

'বুঝতে পারছি,' কাতরে উঠে বলল এরিক। 'কিন্তু হচ্ছেটা কী?'

'মেক্সিকান লোকটা কীভাবে যেন পৌঁছে গেছে এয়ারফিল্ডে। তোমার স্নাইপারকে সরিয়ে দিয়ে ওখানে পজিশন নিয়েছে।'

'সর্বনাশ! ওখান থেকে তো পুরো টারমাক কাভার করতে পারবে ও!'

'সেটাই করছে। সাপ্রেসিভ ফায়ার বলতে পারো, আমাদেরকে আটকে রেখে কেইনকে পালাবার সুযোগ করে দিচ্ছে।'

রানার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই যেন রানওয়ে থেকে ভেসে এল তীব্র আওয়াজ। চালু হয়েছে জাম্বো জেটের সবক'টা ইঞ্জিন। মোটরাইজড্ স্টেয়ারকেসের চালক তাড়াতাড়ি ওটাকে সরিয়ে নিল বিমানের পাশ থেকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই মুখ ঘোরাতে শুরু করল ফ্লাইট সিক্স-নাইন-ফোর।

'ওরা টেকঅফ করতে যাচ্ছে!' বলল এরিক। 'ঠেকাবার উপায় নেই।'

'রিল্যাক্স,' রানা বলল। 'প্রথম সমস্যাটা মেটাই আগে। টার্মিনালের ছাদের ওই শয়তানটাকে তো থামাই!'

'কীভাবে থামাবেন?'

'একটা রাইফেল দরকার।'

'গ্যাব্রিয়েল!' গলা চড়িয়ে ডাকল এরিক। 'রাইফেল আছে তোমাদের কারও কাছে?'

'আমার কাছে আছে,' জবাব দিল শেরিফের এক সহকারী।

'ওটা দাও মি. রানাকে।'

রাইফেলটা ছুঁড়ে দিল শেরিফের সহকারী। খপ্ করে ক্যাচ ধরল রানা। দ্রুত চেক করে নিল। চকচকে রেমিংটন মডেল ৭৬০০ পুলিশ প্যাট্রল রাইফেল। হালকা এবং আধুনিক। কিছুদিন আগে প্র্যাকটিস ফায়ার করে দেখেছে রানা। অ্যাকিউরেসি মন্দ নয়, টার্মিনালের ছাদটাও রেঞ্জের মধ্যে পড়বে। ম্যাগাজিনে দশটা রাউণ্ড ধরে—এ-মুহূর্তে পুরোপুরি লোডেড। তবে অতগুলো গুলি হয়তো ছোঁড়ার প্রয়োজন হবে না।

'নিশানা ঠিক করার জন্য আমাকে একটু সুযোগ করে দিতে হবে, এরিক,' পাশে তাকিয়ে বলল ও।

'ওপেন ফায়ার!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল এরিক।

আড়াল থেকে একটু শরীর জাগাল পুলিশ আর এফবিআই এজেন্টরা। একযোগে গুলি ছুঁড়ল টার্মিনাল ভবনের ছাদের দিকে। একটা গুলিও লক্ষ্যভেদ করতে পারল না, তবে সতর্কতার জন্য মাথা নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো হার্নান্দেজ।

গাড়ির ট্রাঙ্কের উপরে শরীরের ভার চাপিয়ে রাইফেল সেট করল রানা। দ্রুত দুটো গুলি করে ঠিক করে নিল নিশানা। ঝড়ের বেগে হিসাব-নিকাশ চলছে মগজে। স্নাইপিঙের উপযুক্ত অস্ত্র নয় রেমিংটন ৭৬০০, তা ছাড়া ওকে গুলি চালাতে হচ্ছে রাতের বেলা, আধো-অন্ধকারে... আরেকজন স্নাইপারের বিরুদ্ধে। কাজটা সহজ নয়।

এরিকের মুখে হালকা হাসি ফুটে উঠল। আরেকবার সৌভাগ্য হচ্ছে রানার অপূর্ব শুটিং-দক্ষতা দেখবার। শেষবার দেখেছিল নর্থ ক্যারোলাইনার এক র‍্যাঞ্চে, এক শ' সালভাদরান সৈনিক এবং টমাস ফাউলার নামে দুর্ধর্ষ আরেক স্নাইপারের সঙ্গে লড়াইয়ের সময়। ও নিজেও অংশ নিয়েছিল তাতে। সে-অভিজ্ঞতা ভোলার নয়।*

রানার ইশারায় গুলি ছোঁড়া বন্ধ করল এফবিআই এজেন্ট আর পুলিশের দল। ওরা থামতেই রেলিঙের আড়াল থেকে আবার শরীর জাগাল হার্নান্দেজ। একটু যেন বৈসাদৃশ্য লক্ষ করল ও, তাড়াতাড়ি সাইটে চোখ লাগিয়ে রাইফেলের নল ঘোরাল সেদিকে। পরক্ষণে জমে গেল আতঙ্কে।

রানাকে পরিষ্কার দেখতে পেল সে—হাতে রাইফেল, তাক করে রেখেছে তারই দিকে। মেক্সিকান সন্ত্রাসীর বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে ঝলকে উঠল মাজলফ্ল্যাশ। হিসাবে একটু ভুল করেছে রানা—মাথা সই করে শুট করেছিল, লাগল না। তবে একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্টও হলো না বুলেট। হার্নান্দেজের গলা ফুটো করে বেরিয়ে গেল ঘাড়ের পিছন দিয়ে।

রাইফেল থেকে হাতের মুঠো পিছলে গেল মেক্সিকানের, ঘড়ঘড়ে আওয়াজ করতে করতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, নিংড়ে বের করে নিচ্ছে ওর জীবনীশক্তি। দু'হাত তুলে ব্যর্থ চেষ্টা করল সে রক্তপাত থামাতে, লাভ হলো না। ধীরে ধীরে হার্নান্দেজের চোখের সামনে নেমে এল একটা কালো পর্দা।

---

*স্নাইপার দ্রষ্টব্য।

'নাইস শুটিং!' প্রশংসা করল এরিক। 'কিন্তু ঝামেলা এখনও শেষ হয়নি।' ইশারা করল বিমানের দিকে।

মুখ পুরোপুরি ঘুরে গেছে জাম্বো জেটের। রানওয়ে ধরে আস্তে আস্তে দৌড় শুরু করেছে ওটা।

ঝট্ করে সিধে হলো রানা। আশপাশের সবক'টা গাড়ির টায়ার ফাটা। আড়াল থেকে বের হতে থাকা এজেন্ট আর পুলিশদের দিকে ফিরে বলল, 'আমার একটা গাড়ি দরকার।'

'আমারটা নিন, মি. রানা,' বলে উঠল শেরিফ পিটম্যান। 'আমার গাড়িতে গুলি লাগেনি।'

এগিয়ে গেল রানা। 'একা যেতে পারছি না, একজন ড্রাইভার দরকার। আপনিও চলুন।'

'আমি! কোথায়?'

'বিমান পর্যন্ত একটা লিফট দিতে হবে আমাকে।' শেরিফকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না রানা। উঠে পড়ল গাড়িতে। তাড়া দিল, 'আসুন! হাতে সময় নেই। যা ভুল করেছেন, সেগুলো শুধরে নেয়ার এটাই মোক্ষম সুযোগ।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্টিয়ারিঙের পিছনে উঠে বসল শেরিফ। ইঞ্জিন চালু করে সবেগে গাড়ি ছোটাল জাম্বো জেটের পিছু পিছু।

'আপনার প্ল্যানটা কী?' জিজ্ঞেস করল সে। 'চলন্ত একটা বিমানে কীভাবে উঠবেন বলে ঠিক করেছেন?'

সামনের দিকে আঙুল তুলল রানা। 'ফ্রন্ট ল্যাণ্ডিং গিয়ারের পাশে যেতে হবে আমাদের।'

'মাই গড!' ও কী করতে চাইছে, সেটা বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল শেরিফ।

'কুইক! স্পিড বাড়ান।'

ভাবনা-চিন্তার অবকাশ নেই, অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল শেরিফ। হু-হু করে গতি বেড়ে গেল পুলিশ ক্রুজারের। চোখের পলকে পৌঁছে গেল বিমানের লেজের কাছে। জেট ইঞ্জিনের গর্জনে কান এখন ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে।

'আরও জোরে!' চেঁচাল রানা।

অ্যাকসেলারেটরের উপর প্রায় দাঁড়িয়ে গেল শেরিফ। গোঁ গোঁ করে উঠল ইঞ্জিন, মরিয়ার মত ছুটল গাড়ি—বিমানের লেজ, পিছনের চাকা আর ডানা পেরিয়ে এল... তারপর পৌঁছে গেল সামনের চাকার পাশে। জানালা খুলে ফেলল রানা। শেরিফকে বলল, 'আপনার পিস্তলটা দিন।'

দ্বিরুক্তি করল না শেরিফ, হোলস্টার থেকে বের করে আনল নিজের অস্ত্র, তুলে দিল ওর হাতে। ওটা নিয়ে কোমরের বেল্টে গুঁজল রানা, তারপর শরীর বের করে দিল জানালা দিয়ে। একহাতে দরজার ফ্রেম ধরে ভারসাম্য রক্ষা করল, আরেক হাত প্রসারিত করল জাম্বো জেটের হুইল অ্যাসেম্বলির দিকে। ধরতে পারলে ঝুলে পড়বে। কিন্তু ও-পর্যন্ত পৌঁছুল না হাত।

'আরও কাছে যান!' চেঁচাল ও।

স্টিয়ারিং সামান্য কেটে ডানপাশে গাড়িকে একটু সরিয়ে আনল শেরিফ। হুইলের উপরের লোহার স্ট্রাট এখন রানার নাগালের ভিতর। ধাতব দণ্ডটা ধরল ও, ব্যালান্স শিফট করবার আগেই প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকি খেলো গাড়ি, চাকার নীচে একটা পাথর পড়েছে। হাতের মুঠো পিছলে গেল ওর, আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল রানওয়েতে, কোনোমতে গাড়ির দরজা আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকাল রানা।

মাতালের মত দুলল গাড়ি, নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে আপ্রাণ চেষ্টা

করছে শেরিফ। এভাবে বিমানের চাকায় ওঠা সম্ভব নয়। শরীর ঘোরাল, আছড়ে-পাছড়ে উঠে পড়ল রানা গাড়ির ছাদে। দু'হাঁটু ঠেকিয়ে স্থির করল দেহকে। আর তখুনি রানওয়ে ত্যাগ করল জাম্বো জেটের সামনের চাকা। নাক উঁচু করে আকাশে উঠে যাচ্ছে যান্ত্রিক পাখিটা।

গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে শেরিফ, তাকে কিছু বলে দিতে হলো না, বুদ্ধি খাটিয়ে ডানে সরে এল, স্থির হলো শূন্যে ভাসতে থাকা চাকার ঠিক তলায়। লাফ দিল রানা, খপ্ করে ধরে ফেলল ল্যাণ্ডিং গিয়ারের স্ট্রাট। ওকে নিয়েই আকাশে ডানা মেলল বিশাল বিমান।

নীচের জমি ঘোলাটে দেখাচ্ছে, ল্যাণ্ডিং গিয়ার আঁকড়ে অসহায়ের মত কিছুক্ষণ ঝুলে থাকল রানা। বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কা যেন ওকে উড়িয়ে দেবে বলে পণ করেছে। হঠাৎ কোমরের কাছে ওজন কমে গেল—মাথা ঘুরিয়ে রানা দেখল, শেরিফের দেয়া পিস্তলটা ঘুরপাক খেয়ে পড়ে যাচ্ছে নীচে।

'ধ্যাত্তেরি!' খেদোক্তি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে।

তবে মাতম করার সময় নয় এটা। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে দু'হাত ভাঁজ করল ও, নিজের দেহটাকে টেনে তুলছে উপরদিকে। সবগুলো পেশি সমস্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, কিন্তু থামল না, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে উঠে গেল হুইল অ্যাসেম্বলির উপর।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল যান্ত্রিক গুঞ্জন। ভাঁজ হতে শুরু করেছে ল্যাণ্ডিং গিয়ার। রানাকে নিয়েই ঢুকে গেল বিমানের পেটের ভিতর, তলায় বন্ধ হয়ে গেল ফাঁকাটা।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গ্রাস করল রানাকে।

তেইশ

পাইলটের সিটে বসা লিরয় মাথা ঘোরাল। রিপোর্ট দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ল্যাণ্ডিং গিয়ার সিকিওর্ড।' ককপিট থেকে নীচে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামা পুলিশ ক্রুজারটাকে দেখতে পায়নি।

'খুব ভাল,' সন্তোষ ফুটল কেইনের কণ্ঠে—কো-পাইলটের সিটে বসে আছে সে। মাঝে একটু ঝামেলা পোহাতে হলেও এখন সব ঠিকমতই এগোচ্ছে। পুরনো প্ল্যান আবার অনুসরণ করতে পারবে ওরা।

ওর দু'হাত দূরে বিমর্ষ চেহারা নিয়ে বসে আছে জেনি। ককপিটে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে, বসানো হয়েছে অবজার্ভার সিটে। ককপিটের দরজায় হেলান দিয়ে তার দিকে একটা পিস্তল তাক করে রেখেছে ফিয়োনা।

জেনির দিকে তাকাল কেইন। খোশগল্প করার সুরে বলল, 'তারপর... কী ভাবছ তুমি, মিস জেনিফার হোয়াইট? সবকিছু তো দেখলে, এখন নিজেই ভেবে-চিন্তে বলো, কে বেটার—আমি, নাকি তোমার বন্ধু মাসুদ রানা? কম খেল্ দেখায়নি লোকটা, কিন্তু কই... পারল আমাকে ঠেকাতে?'

'রানার সঙ্গে নিজের তুলনা কোরো না, বদমাশ!' ফুঁসে উঠল

জেনি। 'তুমি একটা নর্দমার কীট!'

সিট ছেড়ে উঠে এল কেইন। কাছে এসে হাত বোলাবার চেষ্টা করল জেনির গালে, এক ঝাপটায় হাতটা সরিয়ে দিল জেনি।

'খবরদার, ছোঁবে না আমাকে।'

কুৎসিত ভঙ্গিতে হাসল কেইন। 'আগুনের টুকরো রে! এমন মেয়েই আমার পছন্দ। কিচ্ছু ভেবো না, ডিয়ার, একান্তে কিছুটা সময় কাটাবার পর আমার ব্যাপারে সমস্ত ধারণা বদলে যাবে তোমার।'

'তার আগে আমাকে খুন করতে হবে তোমার!' রাগী গলায় বলল জেনি।

'আশা করি তোমার এ-ইচ্ছাও পূরণ করতে পারব,' শীতল গলায় বলল কেইন। 'কী জানো, সুন্দরী মেয়েদেরকে খুন করতে খুব ভাল লাগে আমার। মরার সময় সৌন্দর্য কয়েক গুণ বেড়ে যায় ওদের। আহ্, ওই সময়টার সঙ্গে কিছুরই তুলনা চলে না।'

খুনের নেশায় চকচক করছে লোকটার চোখ। জেনির বুকের ভিতরটা খামচে ধরল কী যেন। আচমকা উপলব্ধি করল, মানুষ নয়, ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর রক্তলোলুপ এক পিশাচ। আতঙ্কে সিটের ভিতর সেঁধিয়ে যেতে চাইল ও।

মেয়েটার এই প্রতিক্রিয়া দেখে যেন খুশি হলো কেইন। অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে হাসল। তারপর ঘুরল লিরয়ের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'জেরোনিমো জাংশান কতদূর?'

'বেশি না,' লিরয় জানাল। 'বিশ মিনিটে পৌঁছে যাব।'

'জেরোনিমো জাংশানটা আবার কী?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল জেনি।

'মাই ডিয়ার জেনি,' ওর দিকে তাকিয়ে বলল কেইন, 'ওটা আকাশের একটা বিশেষ জায়গা—পোর্ট আর্থার, টেক্সাসের বারো হাজার ফুট উপরে। আমি আর আমার বন্ধুরা ওখানে বিমান থেকে নেমে যাব।'

'নেমে যাবে! নেমে যাবে মানে?' জেনি বিভ্রান্ত।

হাসিমুখে একটা ভঙ্গি করল কেইন—যেন কোনও স্কাইডাইভার তার প্যারাশুটের রিপকর্ড টানছে। মুখে ফিসফিসাল, 'জেরোনিমো!' আকাশে ঝাঁপ দেবার সময় এটাই চিৎকার করে বলে ওরা।

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল জেনির। 'মাই গড! প্যারাজাম্প করবে তোমরা? একটা কমার্শিয়াল জেট থেকে?'

'কেন নয়? আগেও তো করেছি।'

'কিন্তু... কিন্তু এই বিমানে তো কোনও প্যারাশুট নেই!'

'তুমি শিয়োর?' ভুরু নাচাল কেইন। ফিয়োনার দিকে ফিরে নির্দেশ দিল, 'নীচে চলে যাও। হর্নকে বলো, আমাদের লাগেজ খোলার সময় হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ফিয়োনা।

কী ঘটতে যাচ্ছে, সেটা ভেবে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে জেনির। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'ব্... বিমানে আর কোনও পাইলট নেই। তোমরা যদি জাম্প করো, কে চালাবে বিমান?'

'ওটা কি আমার মাথাব্যথা?' কেইন মজা পাচ্ছে। 'ঈশ্বর আছে না? হাহ্-হাহ্-হাহ্!'

'প্লিজ! এভাবে মাঝ-আকাশে আমাদেরকে মরার জন্য ফেলে যেতে পারো না তোমরা!'

'পারি না মানে?' চেহারা হিংস্র হলো কেইনের। 'মিস

হোয়াইট, এখন আমিই এখানকার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। যা খুশি তাই করতে পারি আমি। যা খুশি!'

যাত্রীদেরকে পাহারার দায়িত্ব ফিয়োনার উপর ছেড়ে দিয়ে আপার গ্যালিতে চলে এল এলক্ হর্ন। সার্ভিস এলিভেটরে চেপে নেমে এল লোয়ার গ্যালিতে। এক পাশে রয়েছে ব্যাগেজ ডোর, ওটার পাল্লা খুলে ঢুকে পড়ল ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টে।

কম্পার্টমেন্টের দু'পাশে বাল্কহেড ঘেঁষে রয়েছে কন্টেইনারের সারি—সেগুলোর ভিতরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যাত্রীদের ব্যাগেজ। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সংকীর্ণ প্যাসেজ, ছাত থেকে ম্লান আলো ছড়াচ্ছে কয়েকটা বাতি।

একধার থেকে কন্টেইনারগুলো ঘাঁটতে শুরু করল রেড ইণ্ডিয়ান, একটু পর খুঁজে পেল যা চাইছে—মাঝারি আকারের একটা ট্রাঙ্ক, অরল্যাণ্ডো এয়ারপোর্টে সে নিজেই চেক-ইন করিয়েছিল ওটা। কন্টেইনার থেকে বের করে আনল জিনিসটা, প্যাসেজের মাঝখানে রেখে ডালা খোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাজে মগ্ন রেড ইণ্ডিয়ান টের পেল না, পিছন থেকে পা টিপে এগিয়ে আসছে বিপদ।

ফিউজেলাজের লোয়ার এরিয়া ধরে ল্যাণ্ডিং গিয়ারের সেকশন থেকে ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টে চলে এসেছে রানা আগেই। একটা কন্টেইনারের ভিতরে লুকিয়ে ছিল, এলক্ হর্নের মনোযোগ ট্রাঙ্কের দিকে ফিরতেই বেরিয়ে এল কন্টেইনার থেকে। ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে রেখেছে দৈত্য, দৃঢ় পায়ে এগোল ও তার দিকে। কন্টেইনারে একটা ফিশিং রড পেয়েছে, হাঙর শিকারের সুতো জড়ানো বড়সড় রিল-এ। ওটা থেকে খুলে নিয়েছে ও দেড় গজ

আন্দাজ পুরু নায়লন মোনোফিলামেন্ট কর্ড। কর্ডের দুই মাথায় বেঁধে নিয়েছে ফিশিং রডের শেষ মাথা ও ভারী রিলটা।

কাছে গিয়ে হুইল-সহ ছিপের মাথাটা ঘোরাতে শুরু করল রানা। নড়াচড়ার আভাস পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল দৈত্য, ঘুরল ওর দিকে।

'দ্বিতীয় রাউণ্ডের সময় হয়েছে, বন্ধু,' বলল রানা। পরমুহূর্তে পাক খেয়ে ছুটল রিল। হর্নের ঘাড়ের পিছন দিয়ে ঘুরে এল ওটা, কর্ড পেঁচিয়ে গেল লোকটার গলায়। হ্যাঁচকা টান দিল রানা ছিপের হ্যাণ্ডেল ধরে।

চেঁচিয়ে উঠল রেড ইণ্ডিয়ান—শক্ত কর্ড তার গলা কেটে সেঁধিয়ে যাচ্ছে ভিতরে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য টান টান হওয়া অংশটা প্যাঁচ দিয়ে ধরল ও মুঠো করে, পাল্টা টান দিচ্ছে।

এত শক্তি লোকটার শরীরে, কল্পনাও করতে পারেনি রানা। টান খেয়ে হুড়মুড় করে সামনে চলে এল ও, সঙ্গে সঙ্গে থুতনিতে ভয়ানক এক ঘুসি ঝাড়ল দৈত্য। মুঠো তো নয়, যেন নিরেট মুগুর... তীব্র ব্যথা অনুভব করল রানা। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো ওর মাথা। পড়ে গেল চিত হয়ে। কিন্তু ছিপের হ্যাণ্ডেল ছাড়ল না, আবার টান দিল হ্যাঁচকা।

গলায় চাপ কমানোর জন্য হর্নও ঝুঁকল সামনে। মাটিতে পড়েই জোড়া পায়ে সর্বশক্তিতে লাথি মারল রানা লোকটার বুকে। মড়মড় করে আওয়াজ হলো... বোধহয় দু'চারটে হাড় ভাঙল পাঁজরের। পিছিয়ে গেল দৈত্য, রানাও আবার টান দিল কর্ডে।

আরেক দফা আর্তনাদ করল হর্ন। তার গলার চামড়া কেটে গেছে, টকটকে লাল রক্ত নেমে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে জামা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে, তাড়াতাড়ি চেষ্টা করল কর্ডের প্যাঁচ

খুলতে। কিন্তু এত সহজে তাকে ছাড়া পেতে দেবে না রানা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, ছুটে এসে লাথি মারল চোয়ালে।

দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়ার বিকট শব্দ হলো। পতাকার মত একদিকে ঘুরে গেল রেড ইণ্ডিয়ানের মুখ, উন্মুক্ত ঘাড়ে একটা কারাতে চপ পড়তেই মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝেতে। কিন্তু জ্ঞান হারায়নি লোকটা, নড়ে উঠল এক সেকেণ্ড পরেই। লাফ দিয়ে তার পিঠে চড়ল রানা, গলায় আরেক প্যাঁচ দিল সুতোটা, তারপর দু'পাশ থেকে টানতে শুরু করল সর্বশক্তিতে।

গা ঝাড়া দিল রেড ইণ্ডিয়ান, বুনো ষাঁড়ের মত ফেলে দিতে চাইল ওকে পিঠ থেকে। পড়ল না রানা, কিন্তু নড়াচড়ায় কর্ডে ঢিল পড়ল ইচ্ছের বিরুদ্ধে। ওকে অবাক করে দিয়ে লাফ দিল ইণ্ডিয়ান। পিঠে সওয়ার মানুষটাকে নিয়েই অবিশ্বাস্য দ্রুততায় উঠে দাঁড়াল। কর্ডে টান দেবে কী, কোনোমতে পিঠে ঝুলে রইল রানা।

পিছনদিকে শরীরের সমস্ত ওজন চাপিয়ে দিয়ে ব্যাগেজ কন্টেইনারের গায়ে পড়তে শুরু করল হর্ন—একবার, দু'বার, তিনবার! উপর্যুপরি আঘাতে রানার চ্যাপ্টা হবার দশা। শেষে আর পারল না ঝুলে থাকতে, কর্ড ছেড়ে দিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। ওর গায়ের উপর অঝোর বর্ষণের মত নেমে এল একগাদা ব্যাগেজ। মেঝেতে বাড়ি খেয়ে খুলে গেল কয়েকটা সুটকেস, ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল কাপড়চোপড়, কসমেটিকস্, খেলাধুলার সামগ্রী ইত্যাদি। সেগুলোর তলায় চাপা পড়ে গেল রানা।

কাশতে কাশতে একটু দূরে সরে গেল হর্ন। কাঁপা কাঁপা হাতে খুলে ফেলল গলায় জড়ানো ফাঁস। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হবার

জন্য অপেক্ষা করল কয়েক সেকেণ্ড। একটু পর গলায় হাত বোলাল সে, চোখের সামনে তুলে এনে দেখল আঙুলে লেগে থাকা রক্ত। পরমুহূর্তে খেপে গেল। মাথায় খুন চেপে গেছে। হিংস্র ভঙ্গিতে এগোল প্যাসেজের স্তূপের দিকে, রানা সেটার তলায় অদৃশ্য, কিন্তু ওকে বের করে খুন করবে বলে পণ করেছে লোকটা।

রেড ইণ্ডিয়ানকে কাছে আসতে দিল রানা, তারপরেই কাপড়-চোপড়ের ঢল ভেদ করে ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। হাতে একটা বেসবল ব্যাট—স্তূপের ভিতরে পেয়েছে। উঠে দাঁড়িয়েই সর্বশক্তিতে চালাল ওটা হর্নের মাথা বরাবর।

ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো। খুলির একটা অংশ দেবে যেতে দেখল রানা, সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। আর্তনাদ করে মাথা চেপে ধরল রেড ইণ্ডিয়ান। কিন্তু রানা নির্বিকার, পাশ থেকে আবার চালাল বেসবল ব্যাট। বাঁ কানের উপরে লাগল বাড়ি। খুলি ফেটে গেল ওখানেও। অস্ফুট আওয়াজ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল রেড ইণ্ডিয়ানের প্রকাণ্ড দেহটা। কয়েক বার খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল। আর নড়ল না গরিলা... নড়বেও না। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

ব্যাটটা ফেলে দিল রানা। কাপড়ের স্তূপ মাড়িয়ে বেরিয়ে এসে পালস চেক করল হর্নের। তারপর শরীর তল্লাশি করল। পিস্তল-টিস্তল পাবে ভেবেছিল, কিন্তু পেল না। পেল শুধু গ্রেনেড। ওগুলো লুকিয়ে রাখল বিভিন্ন ব্যাগেজ কণ্টেইনারে।

হঠাৎ চোখ পড়ল হর্নের ট্রাঙ্কটার উপরে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল ও। ডালা খুলল। ভিতরে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ছয়টা হেভি-ডিউটি প্যারাশুট। এগুলো বিমানে তোলা

হয়েছে কেন, বুঝতে অসুবিধে হলো না।

দুষ্ট একটা বুদ্ধি খেলল রানার মাথায়। আর কিছু না হোক, নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে কেইন, ভেস্তে যাবে ওর সাধের পরিকল্পনা। আপনমনে হেসে উঠল ও।

চব্বিশ

জেনিকে নিয়ে কোচ সেকশনে এসে ঢুকল কেইন।

'হর্ন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

'নীচে গেছে,' বলল ফিয়োনা, 'প্যারাশুট আনতে।'

ঘড়ি দেখল কেইন। বিড়বিড় করল, 'এত সময় তো লাগার কথা নয়।' জেনির দিকে ইশারা করল। 'খেয়াল রাখো ওর দিকে।'

'ঠিক আছে, কেইন,' মাথা ঝাঁকাল ফিয়োনা। জেনিকে পিস্তলের ইশারায় একটা খালি সিট দেখিয়ে দিল।

আপার গ্যালিতে ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টের স্টেশনে চলে এল কেইন। অ্যানাউন্সমেন্ট মাইক তুলে পি.এ. সিস্টেমে বলল, 'হর্ন, প্যারাশুট আনতে এত সময় লাগছে কেন? তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

কয়েক সেকেণ্ড পরেই গুঞ্জন শোনা গেল মোটরের—উঠে

আসছে এলিভেটর। আপার গ্যালিতে পৌঁছে থামল, কিন্তু কেউ বেরুল না ভিতর থেকে। ভুরু কোঁচকাল কেইন। পিস্তল বাগিয়ে ধরে এগোল, এলিভেটরের পাশে দাঁড়িয়ে এক হাতে খুলে ফেলল দরজা। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে একটা দেহ বেরিয়ে এল—কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

এলক হর্ন!

মাথা ফাটা... মুখ রক্তাক্ত। চোখের শূন্য দৃষ্টি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, ধরাধামে নেই সে আর।

বজ্রাহতের মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল কেইন। চোয়াল ঝুলে পড়ল। তারপর বুঝল কী ঘটেছে।

'রানা!' দাঁতে দাঁত পিষল সে।

পর্দা সরিয়ে গ্যালিতে উঁকি দিল ফিয়োনা। হর্নের লাশ দেখে আঁতকে উঠল।

'মাই গড!' বলল সে। 'কীভাবে...'

'বুঝতে পারছ না?' থমথম করছে কেইনের মুখ।

ভ্রূকুটি করে নেতার মুখের দিকে তাকাল ফিয়োনা। পরমুহূর্তে দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল। 'তুমি বলতে চাইছ...'

'আর কে?'

'কিন্তু... কিন্তু... ও বিমানে উঠল কী করে?' বিস্ময়ে কথা আটকে যাচ্ছে ফিয়োনার। 'কখন উঠল?'

'যখন বা যেভাবেই উঠে থাকুক,' সরোষে বলল কেইন, 'প্রাণ নিয়ে আর নামতে পারবে না।' ইন্টারকম তুলে নিল সে। যোগাযোগ করল ফ্লাইট ডেকের সঙ্গে। 'লিরয়, একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্যারাশুটগুলো হাতে পেতে কিছুটা সময় লাগবে।'

'আমাদের হাতে আর মাত্র পনেরো মিনিট আছে, বস্,' বলল লিরয়।

'অসুবিধে নেই,' কেইন বলল। 'তুমি কোর্সটা ঠিক রেখে অটোপাইলট এনগেজ করো। তারপর বেরিয়ে এসো আপার ডেকে। সমস্ত যাত্রীকে আমরা ওখানে নিয়ে আসছি। তুমি ওদেরকে পাহারা দেবে।'

'আমি পাহারা দেব? আর আপনারা?'

'ফিয়োনাকে নিয়ে আমি শিকারে যাচ্ছি,' সংক্ষেপে বলল কেইন।

অস্ত্রের মুখে যাত্রীদেরকে সিট থেকে ওঠানো হলো। খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো আপার ডেকে। লিরয় ইতোমধ্যে বেরিয়ে এসেছে ককপিট থেকে, যাত্রীদের দায়িত্ব বুঝে নিল। গ্যালিতে আবার ফিরে এল কেইন আর ফিয়োনা। টানা হ্যাঁচড়া করে হর্নের লাশ বের করে আনল এলিভেটর থেকে।

'কে আগে যাবে?' এলিভেটরের সংকীর্ণ অভ্যন্তর দেখিয়ে প্রশ্ন করল ফিয়োনা।

'লেডিজ ফার্স্ট,' কেইন বলল।

'অ্যামবুশে পা দেবার ক্ষেত্রেও?' বাঁকা সুরে বলল ফিয়োনা।

'অন্যভাবে চিন্তা করো—ভাবো, লিডারের জন্য আত্মত্যাগ করতে যাচ্ছ। নাউ মুভ!'

ফিউজেলাজের লোয়ার এরিয়ার সংকীর্ণ প্যাসেজ আর টানেল ধরে এগিয়ে চলেছে রানা। ছোট একটা হ্যাচের সামনে পৌঁছে থামল। ওটার উপরে সাদা হরফে লেখা:

সেকশন ফোরটিওয়ান

খুশি হলো রানা। জাম্বো জেটের নাক থেকে ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট পর্যন্ত অংশটাই সেকশন ফোরটিওয়ান। তলায় পৌঁছে গেছে ও। হ্যাচ খুলে ঢুকে গেল অন্যপাশে। ছাতের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে ধীরে ধীরে এগোল। যা খুঁজছিল, তা পেয়ে গেল একটু পরেই। ছোট্ট একটা হ্যাচ।

অস্ত্র বলতে কিছু নেই, বেসবল ব্যাটটাই সঙ্গে নিয়ে এসেছে রানা। ওটা কোমরের বেল্টের সঙ্গে আটকাল, তারপর এয়ারফ্রেমে পা রেখে উঁচু করল শরীর। ছাতের হ্যাচের ঢাকনা সামান্য ফাঁক করে নজর দিল উপরে।

শূন্য ফার্স্ট ক্লাস কেবিন দেখতে পেল রানা, কারও সাড়া শব্দ নেই। হ্যাচ খুলে ফেলল পুরোপুরি। তাড়াতাড়ি উঠে এল ফার্স্ট ক্লাসে। তারপর আবার বন্ধ করে দিল হ্যাচটা।

চোখের কোণে কী যেন ধরা পড়ল, বেসবল ব্যাট বাগিয়ে ওদিকে এগিয়ে গেল রানা।

মানুষই... তবে জীবিত নয়। স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছে কয়েকটা লাশ—বিমানের দুই পাইলট, ন্যাভিগেটর, এফবিআই এজেন্ট ফ্যানিং আর পারকিনসন-সহ নিহত টেরোরিস্ট মন্টগোমারির লাশটাও আছে ওখানে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উল্টো ঘুরল রানা। পায়ে পায়ে এগোল কোচ সেকশনের দিকে।

লোয়ার গ্যালিতে এলিভেটরের দরজা খুলে যেতেই প্রায় লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল ফিয়োনা। হাতে ধরা পিস্তল কাঁপছে—উত্তেজনা এবং অজানা ভয়ে। দ্রুত আশপাশ চেক করে নিল। তারপর ইন্টারকমে রিপোর্ট দিল, 'অল ক্লিয়ার, কেইন।'

এলিভেটরের দ্বিতীয় ট্রিপে তাই নেমে এল টেরোরিস্ট নেতা। ফিয়োনাকে নিয়ে এগিয়ে গেল ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টের দিকে। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করল দু'জনে। দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর এক ঝটকায় খুলে ফেলল পাল্লা।

ভিতরটা ফাঁকা। প্যাসেজের মাঝখানে এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে ভাঙা সুটকেস আর কাপড়চোপড়ের স্তূপ। সেগুলোর ওপাশে দেখা যাচ্ছে এলক্ হর্নের ট্রাঙ্কটা।

দরজায় ফিয়োনাকে পাহারায় রেখে ট্রাঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল কেইন। খুলে ফেলল ডালা, পরক্ষণে দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল তার। ত্রস্ত হাতে তুলে আনল একের পর এক প্যারাশুট—কিন্তু ওগুলোর সবক'টাই ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলা হয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত স্থবির হয়ে বসে রইল কেইন। তার পুরো পরিকল্পনা তছনছ হয়ে গেছে। বিমান থেকে প্যারাজাম্প করার উপায় নেই আর। এর অর্থ, ফাঁদে পড়ে গেছে সে। বিমান নিয়েই এখন ল্যাণ্ড করতে হবে তাকে... আর যেখানেই ল্যাণ্ড করুক, সেখানেই ওর অপেক্ষায় থাকবে আমেরিকার সবক'টা ল-এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি।

সবকিছুর জন্য দায়ী একজন মাত্র মানুষ।

'রানা-আ-আ-আ!' চরম ক্ষোভে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কেইন।

কোচ সেকশনে কাউকে দেখতে পেল না রানা। ফার্স্ট ক্লাসেও নেই। তারমানে আপার ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যাত্রীদেরকে।

রানাও সেদিকেই এগোল। সন্তর্পণে সিঁড়ি ধরে উঠে এল উপরে। পুরোপুরি উঠল না, কয়েক ধাপ বাকি থাকতেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সিঁড়িতে। মাথা সামান্য জাগিয়ে জরিপ করে নিল সামনেটা।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে আপার ডেকের বিভিন্ন সিটে বসে আছে যাত্রী আর ক্রু-রা। ককপিটের দরজার সামনে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে লিরয়। ও যখন এখানে, তার মানে প্লেন চলছে অটোপাইলটে। অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে লোকটার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে। বারবার হাতঘড়িতে চোখ বোলাচ্ছে।

আর মাত্র দশ মিনিট বাকি জেরোনিমো সেকশনে পৌঁছুতে, অথচ কেইন আর ফিয়োনার দেখা নেই। ধৈর্য হারানোর দশা লিরয়ের।

লোকটার অমনোযোগের সুযোগ নিল রানা। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে দলা পাকাল; সিঁড়ির খুব কাছে একটা সিটে বসেছে জেনি, কাগজটা ছুঁড়ল ওর দিকে।

চমকে উঠে পিছনে তাকাল জেনি। রানাকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল দু'চোখ। ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলে ওকে চুপ থাকতে বলল রানা। ইশারায় বোঝাল, ডাইভারশন প্রয়োজন ওর।

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল জেনি। গলা চড়িয়ে ডাকল লিরয়কে, 'এক্সকিউজ মি, মিস্টার!'

বিরক্ত চোখে ওর দিকে তাকাল লিরয়। 'কী চাই?'

'এভাবে বসে থাকতে থাকতে বোর হয়ে যাচ্ছি আমরা। যদি কিছু মনে না করো, একটা গান ছাড়ি?'

'গান!' হতভম্ব হয়ে গেল লিরয়। মেয়েটার কি মাথা খারাপ

হয়ে গেছে? এ-পরিস্থিতিতে গান শুনতে চাইছে!

'হ্যাঁ, গান,' জেনি বলল। বেরিয়ে এল আইলে। 'গ্যালিতে আছে মিউজিক সিস্টেমের কন্ট্রোল। আমি ছেড়ে দিয়ে আসি?' লিরয়কে কথা বলতে না দিয়ে সিঁড়ির দিকে ঘুরল ও।

পাগলের মত ছুটে এল লিরয়। জেনির পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে বলল, 'থামো! ফাজলামির আর জায়গা পাওনি?' টান দিয়ে নিয়ে এল সিটের কাছে। 'চুপচাপ বসে থাকো এখানে, নইলে...'

সিঁড়ির দিকে পিঠ ঘুরে গেছে লোকটার, বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, ব্যাট বাগিয়ে ছুটে গেল তার দিকে।

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল লিরয়। পিস্তল তুলল রানাকে গুলি করার জন্য, কিন্তু সময় পেল না। সর্বশক্তিতে তার কবজির উপর মুগুরের মত ব্যাট চালাল রানা। হাড় ভাঙার শব্দ হলো, চিৎকার করে মুঠো থেকে পিস্তল ফেলে দিল লিরয়।

আবারও ব্যাট চালাল রানা। আশ্চর্য দক্ষতায় ভাল হাতটা তুলে ওর কবজি ধরে ফেলল লিরয়, ঝট্ করে মাথা দিয়ে ওর মুখে আঘাত করল সে। নাক বরাবর লাগল আঘাত, চোখে অন্ধকার দেখল রানা। ব্যথা সয়ে নেবার আগেই তলপেটে লাথি খেলো। পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

দৃষ্টি পরিষ্কার হতেই আঁতকে উঠল ও। নিচু হয়ে ভাল হাতে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়েছে লিরয়, তাক করছে ওর দিকে। কিন্তু এ-হাতে গুলি করতে অভ্যস্ত নয় সে, তাই কাঁপছে অস্ত্রটা। ভাঙা কবজিটা লকলক করে ঝুলছে অন্যপাশে, সেই ব্যথাতে চোখ-মুখ কুঁচকে রেখেছে।

বাঘের মত ঝাঁপ দিল রানা, লিরয়কে নিয়ে পড়ে গেল

আইলের মাঝখানে। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। রানা পিস্তল কেড়ে নিতে চাইছে, আর লিরয় চাইছে ওকে গুলি করতে। হঠাৎ দু'জনের শরীরের মাঝে গর্জে উঠল অস্ত্রটা। দম আটকে এল জেনির—খারাপটাই আশঙ্কা করছে।

গড়ান দিয়ে লিরয়ের উপর থেকে নেমে এল রানা। এবার দেখা গেল—চিত হয়ে থাকা টেরোরিস্টের হাতে এখনও ধরা আছে পিস্তল, কিন্তু মুঠোটা শিথিল হয়ে গেছে। পোশাকের পেটের কাছটা ধীরে ধীরে ভিজে যাচ্ছে রক্তে।

'রানা!' উদ্বেগ নিয়ে এগিয়ে এল জেনি। 'তোমার কোথাও গুলি লাগেনি তো?'

উঠে বসল রানা। 'না,' বলল ও। 'ট্রিগার ও-ই টিপেছে, কিন্তু ব্যারেলটা ওর পেটের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম আমি।' লিরয়ের মুঠো থেকে অস্ত্রটা কেড়ে নিল।

মলিন একটা হাসি ফুটল মৃত্যুপথযাত্রী টেরোরিস্টের ঠোঁটে। 'নিজের মৃত্যু-পরোয়ানায় সই করেছ, মিস্টার। আমি ছাড়া আর কোনও পাইলট নেই এ-বিমানে। এবার তোমরা ক্র্যাশ করে মরবে।'

'তোমাকে হতাশ করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত, লিরয়,' চাঁছাছোলা গলায় বলল রানা। 'আমি সব ধরনের বিমান চালাতে জানি। আমরা কেউই মরব না... মরছ কেবল তুমি।'

মুখ কালো হয়ে গেল লিরয়ের। 'ক্... কে তুমি?'

'মাসুদ রানা।'

দেহ একটু কেঁপে উঠল লিরয়ের। তারপরেই স্থির হয়ে গেল।

রানাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল জেনি। যাত্রীরা সবাই

হাততালি দিয়ে উঠল।

'এবার কী?' জানতে চাইল জেনি। 'ল্যাণ্ড করাবে বিমান?'

'এখন না। কেইন আর ফিয়োনা রয়ে গেছে। ওদের একটা গতি করে নিই।'

'কেইনকে নিয়ে যা খুশি করো, কিন্তু ফিয়োনা আমার, রানা। ওকে আমি নিজ হাতে শায়েস্তা করতে চাই।'

জেনির হাতে পিস্তলটা তুলে দিল রানা। 'তা হলে এটা তোমার কাজে লাগবে।'

'পিস্তল আমাকে দিয়ে দিচ্ছ?' বিস্মিত গলায় বলল জেনি। 'তা হলে তুমি কী ব্যবহার করবে?'

মেঝে থেকে বেসবল ব্যাটটা তুলে নিল রানা। 'কেন, এটা আছে না?' হাসল ও। 'এখন পর্যন্ত একবারও ব্যাটটা হতাশ করেনি আমাকে।'

পঁচিশ

এলিভেটরে চড়ে আপার গ্যালিতে ফিরে এল কেইন। মাথায় আগুন জ্বলছে। রানাকে খুন করবার জন্য হাত নিশপিশ করছে তার। এতে ক্ষতি হয়তো পোষানো যাবে না, কিন্তু শান্ত হবে মন।

আপার ডেকের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল টেরোরিস্ট নেতা। খটকা লাগছে কেন যেন, পর্দা সরিয়ে কোচ সেকশনে ঢুকল। সব বাতি নিভে গেছে এখানকার। আইল সংলগ্ন বর্ডার লাইট আর পোর্টহোল গলে ঢোকা চাঁদের আলোর আবছা আভা ছাড়া আর কোনও আলো নেই।

'হ্যালো, কেইন!' অন্ধকার থেকে ভেসে এল একটা ভরাট কণ্ঠ।

পাঁই করে ঘুরল কেইন। দূরে, কেবিনের শেষ প্রান্তে একটা মানুষের অবয়ব দেখতে পাচ্ছে। দেরি না করে দু'দফা গুলি ছুঁড়ল ওটাকে লক্ষ্য করে। কেঁপে উঠল দেহটা, ধড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে।

'এখুনি মোরো না, রানা,' খ্যাপাটে গলায় বলল কেইন। এগিয়ে গেল দেহটার দিকে। 'এখনও তোমাকে একটা উপহার দেয়া বাকি আছে আমার... যন্ত্রণা!'

কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। আবছা আলো সয়ে এসেছে চোখে, চিনতে পারছে দেহটা। রানা নয়, এলক্ হর্ন। রেড ইণ্ডিয়ানের লাশটাকে সিটের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল রানা, ওটাকেই গুলি করেছে সে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—বিপদ!! বিপদ!!!

অন্ধকারে কেইনের পিছনের একসারি সিটের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল রানা, ঝাঁপ দিল লোকটাকে লক্ষ্য করে। জাপটাজাপটি করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল দু'জনে।

'উপহার তুমি না, আমি দেব, কেইন,' বলল রানা। বাঁ হাতে সজোরে ঘুসি বসাল প্রতিপক্ষের মুখে। পরমুহূর্তে ডান হাতে ধরা বেসবল ব্যাট দিয়ে আঘাত করল কেইনের পিস্তল ধরা হাতে।

মুঠো থেকে ছিটকে চলে গেল অস্ত্রটা।

মরিয়ার মত হাত চালাল কেইন, রানার একটা চোখে সেঁধিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল বুড়ো আঙুল। ব্যথা পেয়ে একটু সরে এল রানা, ওকে ধাক্কা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল কেইন। প্রায় একই সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল দু'জনে। মুখোমুখি হলো পরস্পরের।

'পে-ব্যাক টাইম, রানা,' রাগী গলায় বলল কেইন। 'সাহস থাকে তো খালি হাতে লড়ো।'

'অল রাইট, মাস মার্ডারার!' ব্যাটটা ফেলে দিয়ে আঙুলের ইশারায় তাকে কাছে ডাকল রানা।

ক্রুদ্ধ সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কেইন। শিলাবৃষ্টির মত রানার দিকে ছুটে এল একের পর এক লাথি-ঘুসি। বিদ্যুৎ বেগে হাত-পা নাড়িয়ে সেগুলো ব্লক করে চলল রানা। হঠাৎ শরীর আধপাক ঘুরিয়ে একটা রাউণ্ডহাউস কিক চালাল কেইন। ঠিকমত ঠেকানো গেল না, চোয়ালের একপাশে লাগল লাথি। ঝট্ করে মুখ ঘুরে গেল রানার, তাল হারিয়ে ফেলল। পড়েই যাচ্ছিল, কোনোমতে একটা সিটের হাতল ধরে ঠেকাল পতন। ঠোঁটের কোনা কেটে গেছে, নেমে আসছে রক্ত। সোজা হয়ে মুখ মুছল ও, আবার ফিরল কেইনের দিকে।

উল্লাস ফুটল কেইনের চেহারায়। বলল, 'তোমার সময় ফুরিয়ে এসেছে, রানা। দুনিয়ায় এখন তোমার মত হিরোর চেয়ে আমার মত ভিলেনের সংখ্যা বেশি। বাস্তবতা মেনে নাও।'

ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল রানার। বলল, 'জানো না, ভিলেনকে শেষ পর্যন্ত হারতেই হয়?'

'তোমার ভুল ধারণা ভেঙে দিতে হচ্ছে তা হলে।'

কয়েকটা মুহূর্ত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আগুপিছু করল প্রজাপতির মত, দুজনই সতর্ক, আক্রমণের সুযোগ খুঁজছে। হঠাৎ এগিয়ে এল কেইন, রানার কান লক্ষ্য করে গায়ের জোরে ঘুসি হাঁকাল সে। নিচু হয়ে গেল রানা, মাথার বদলে কাঁধ পেতে মার হজম করল। এর প্রতিক্রিয়া এত মারাত্মক হলো যে টলে উঠল ও, পড়ে যাওয়ার দশা হলো।

আরেকটা ঘুসি মারার চেষ্টা করল কেইন। নিমেষে শরীর ঘোরাল রানা, তারপর ঘুসিটা যখন নিরীহভাবে বেরিয়ে গেল ওর পাশ দিয়ে, বাঁ হাতে পেটে এবং পরমুহূর্তে ডান হাত দিয়ে প্রতিপক্ষের চোয়ালে আঘাত করল। ভুস্ করে ভিতরের সমস্ত বাতাস একসঙ্গে বেরিয়ে গেল কেইনের নাক-মুখ দিয়ে। এরপর দ্রুতগতিতে বুকে-পেটে আরও দুটো ঘুসি ঝাড়ল রানা, কেইন তাল সামলে প্রত্যুত্তর দিতে পারার আগেই, বাউলি কেটে চলে গেল নিরাপদ দূরত্বে।

তখুনি কেইনের চোখ চকচক করে উঠতে দেখল ও। বুঝল, এলিভেটর ধরে ফিয়োনা উঠে এসেছে উপরে, সম্ভবত ওর পিছনে পজিশন নিয়েছে। বিন্দুমাত্র চিন্তিত হলো না রানা, ঘাড়ও ফেরাল না। এর কারণটা স্বচক্ষে দেখল কেইন।

ফিয়োনার ঠিক পিছনে উদয় হয়েছে একটা ছায়ামূর্তি। পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে বলল, 'নোড়ো না, ফিয়োনা। অস্ত্র ফেলে দাও!'

কণ্ঠটা জেনির।

পিস্তল মুঠো থেকে ফেলেই ঝট্ করে ঘুরতে শুরু করল ফিয়োনা, জেনির উপর হামলা চালাবার ইচ্ছে। কিন্তু তার আগেই পিস্তলের বাট দিয়ে জোরে ওর ঘাড়ে আঘাত করল জেনি। তালগোল পাকিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ফিয়োনা।

জ্ঞান হারিয়েছে।

জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ রানা। 'ইশ্‌শ্‌,' কপট সুরে কেইনকে বলল ও, 'তোমার ব্যাকআপটা গেল! এবার ফেয়ার ফাইট করতেই হচ্ছে তোমাকে।'

দু'চোখ রাগে জ্বলে উঠল কেইনের। ধেয়ে এল পাগলের মত। রানা মোকাবেলা করল ওকে, আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত করে চলল। দুজনের কেউই নির্যাতন এড়াবার চেষ্টা করছে না, প্রত্যেকেরই লক্ষ্য অপরজনকে আঘাত করা। অল্প সময়ের মধ্যেই রানার থুতনি কেটে গেল, রক্ত জমাট বাঁধল মুখের এখানে-ওখানে; অন্যদিকে, ফেটে গেল কেইনের ঠোঁটজোড়া, দুটো চোখই জখম হলো মারাত্মকভাবে। তাই বলে বিরতি নিল না কেউ।

বারবার অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ভয়ঙ্কর সব আক্রমণ এড়িয়ে যাচ্ছে রানা, আর ওকে অনুসরণ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে কেইন। হঠাৎ পা পিছলে গেল রানার, এবং চোখের পলকে কেইনের লৌহকঠিন দুই বাহু ওর গলা আঁকড়ে ধরল। পিস্টনের মত দ্রুত অথচ সংক্ষিপ্ত কয়েকটা ঘুসি হাঁকাল রানা, কিন্তু লাভ হলো না। গলার উপর এঁটে বসছে সাঁড়াশির চাপ, ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে পড়ছে ও। বিমানের অভ্যন্তর যেন ডান-বাঁয়ে দুলছে। ঘোলাটে দৃষ্টিতে দেখতে পেল কেইনের হিংস্র চেহারা, খিস্তি করে চলেছে অনর্গল। কিন্তু একটু পরেই রানাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো কেইন। তলপেটে ক্রমাগত রানার ঘুসি আর সহ্য করতে পারল না, রানাকে ছেড়ে সরে গেল সে। দু'জনেই ভয়ানক ক্লান্ত, হাঁপাচ্ছে প্রবলভাবে... যেন নড়াচড়ার শক্তি অবশিষ্ট নেই।

'তোমার জারিজুরি খতম হয়ে গেছে, কেইন,' বলল রানা। 'সময় আছে, আত্মসমর্পণ করো, তা হলে বাঁচবে।'

কনকনে ঠাণ্ডা পানির ছিটার মত কথাগুলো যেন ছোবল মারল টেরোরিস্টকে। জঘন্য একটা গালি দিয়ে তেড়ে এল সে, ডান হাতটা মুগুরের মত করে সবেগে দোলাচ্ছে, একঘুসিতেই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে চায়। কিন্তু রানা তৈরি। হামলা এড়িয়ে যাওয়ার বদলে তা মোকাবেলা করতে আগে বাড়ল ও, চকিতে বাম হাত উপরে তুলে আগুয়ান ঘুসিটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল একপাশে। মাঝপথে আচমকা বাধা পাওয়ায় বেসামাল হয়ে পড়ল কেইন, ঘুরে গেল আধপাক, ওর বাঁ চোয়ালের হাড় রানার নাগালের মধ্যে চলে এল। বিদ্যুৎচমকের মত ঝলসে উঠল রানার ডান হাত, শরীরের অবশিষ্ট শক্তির সবটুকু জড়ো করে ওই অনাবৃত লক্ষ্যস্থলে চূড়ান্ত আঘাত হানল। থ্যাচ করে শব্দ হলো একটা, কেইনের মাথা হেলে পড়ল পিছনে, গোড়ালি দুটো শূন্যে উঠে গেল মেঝে ছেড়ে, তারপর আছড়ে পড়ল। নড়ছে না আর।

'ইটস্ ওভার, কেইন।' বলল রানা।

'না, কিছুই শেষ হয়নি!' গর্জে উঠল টেরোরিস্ট। উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল রানা।

ছিটকে যাওয়া পিস্তলটা শোভা পাচ্ছে এখন কেইনের হাতে। ওটার কাছেই আছড়ে পড়েছিল সে।

গুলি ছুঁড়ল কেইন। কিন্তু তার আগেই ডাইভ দিয়েছে রানা, চলে এল একসারি সিটের আড়ালে। লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেটটা বিঁধল সিটের গদিতে।

'রানা!' চেঁচিয়ে উঠল জেনি। হাতের পিস্তলটা ছুঁড়ে দিল ওর

দিকে, তারপর সরে গেল গ্যালির ভিতরে।

হাত তুলে পিস্তলটা ক্যাচ ধরল রানা। গড়ান দিয়ে বেরিয়ে এল আইলে। নিশানা ঠিক করার চেষ্টা করছিল কেইন, কিন্তু তার আগেই আগুন ঝরাল রানার পিস্তল। বুলেটের ধাক্কায় এক পা পিছিয়ে গেল কেইন, বুকটা রক্তাক্ত হয়ে গেছে, হাত থেকে পড়ে গেল পিস্তল, নিজেও তার পিছু পিছু বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

এগোতে গেল রানা, কিন্তু থেমে দাঁড়াল কেইন উন্মাদের মত হেসে ওঠায়।

'ভেবেছ জিতে গেছ?' বলল সে। 'না, রানা। জেতার কোনও সুযোগ নেই তোমার। একসঙ্গে নরকে যাচ্ছি আমরা।'

জ্যাকেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা গ্রেনেড বের করে আনল সে। চমকে উঠল রানা। কেইনকে ঠেকানোর কোনও উপায় নেই। ওর সামনেই খুলে ফেলল সে গ্রেনেডের পিন।

একটাই কাজ করা যেতে পারে এ-পরিস্থিতিতে। পিস্তল তুলল রানা, কেইনের সবচেয়ে কাছের পোর্টহোল লক্ষ্য করে চেপে দিল ট্রিগার।

ফটাস করে প্রচণ্ড শব্দে ভাঙল প্লেক্সিগ্লাস। ভয়ানক এক ঝাঁকি খেলো বিমান, ভিতরে বইতে শুরু করেছে তুমুল ঝড়ো হাওয়া। ডিপ্রেশারাইজড্ হয়ে যাচ্ছে বিমানের অভ্যন্তর। ভাঙা জানালা দিয়ে প্রমত্ত ঢলের মত বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাস। ওভারহেড কম্পার্টমেন্ট থেকে নেমে এল শ'য়ে শ'য়ে অক্সিজেন মাস্ক।

খড়কুটোর মত উড়ে গেল কেইন, দেহটা গোঁজের মত আটকে গেল জানালায়। বাতাসের প্রবাহ কমল... তবে ক্ষণিকের জন্য। পিছলে যাচ্ছে কেইনের দেহ, বেরিয়ে যাবে কয়েক

সেকেণ্ডের মধ্যে।

'রানা! আমাকে বাঁচাও!' মৃত্যুভয়ে চেঁচিয়ে উঠল কেইন।

এগিয়ে গেল রানা। মেঝেতে পড়ে গেছে পিনখোলা গ্রেনেড। ওটা তুলে গুঁজে দিল কেইনের পকেটের ভিতর।

'এটা ফেলে যেয়ো না,' শান্ত গলায় বলল ও।

'না!' আবার বলল কেইন, 'হার মানছি, প্লিজ, প্লি-ই-জ!'

উল্টো ঘুরল রানা। ছুটতে শুরু করল, বাতাসের ধাক্কায় উড়ে যাবার আগেই ককপিটে পৌঁছুতে হবে ওকে। রানা গ্যালি পর্যন্ত পৌঁছুতেই জানালা গলে বেরিয়ে গেল কেইন। শোনা গেল তার অস্ফুট চিৎকার।

'রানা-আ-আ-আ!'

তারপরেই ভেসে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ। জাম্বো জেটের পিছনে আকাশে দেখা দিল একটা আগুনের গোলা।

বাতাসের অত্যাচার ভেদ করে আপার ডেকে পৌঁছুল রানা। সেখান থেকে ককপিটে। পুরো বিমান তখন থরথর করে কাঁপছে। দ্রুত অটোপাইলট ডিজএনগেজ করল ও, কমাতে শুরু করল অলটিচ্যুড। ভিতর-বাইরের বায়ুচাপ মোটামুটি সমান হয়ে আসতেই কমে গেল বিমানের কাঁপুনি। ধীরে ধীরে কোর্স বদলাল রানা, ফিরে চলল লেক লুসিলের দিকে।

কানে হেডফোন লাগাল ও, রেডিওতে ডাকল, 'লেক লুসিল টাওয়ার, দিস ইজ ফ্লাইট সিক্স-নাইন-ফোর।'

'দিস ইজ লেক লুসিল,' ভেসে এল এরিকের কণ্ঠ। 'কে... মি. রানা, আপনি?'

'হ্যাঁ, এরিক। আমরা ফিরে আসছি।'

'আর কেইন?'

'আতশবাজি হয়ে ফেটে গেছে আকাশের গায়ে।'

'বাকি তিনজন?'

'দু'জন পটল তুলেছে। আরেকজন বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে গ্যালিতে।'

হেসে উঠল এরিক। 'নাইস ওঅর্ক, মি. রানা। জানতাম আপনি ব্যর্থ হবেন না।'

'গেট রেডি ফর ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ডিং।'

'ইমার্জেন্সি! কী হয়েছে?'

'একটা পোর্টহোল ভেঙে গেছে আমাদের। ডিপ্রেশারাইড হয়ে গেছে ফিউজেলাজ।'

'ঠিক আছে, আমরা তৈরি আছি। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

একটা ছায়া পড়ল রানার গায়ে। ঘাড় ফেরাতেই জেনিকে দেখতে পেল।

'ফিয়োনা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে এসেছি।' জেনি বলল। 'তোমার সাহায্য দরকার?'

'উঁহুঁ,' রানা মাথা নাড়ল। 'আমরা ল্যাণ্ড করব খুব শীঘ্রি। তুমি প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে থাকো।'

উল্টো ঘুরতে গিয়ে একটু থামল জেনি। হঠাৎ জড়িয়ে ধরল ওকে।

'আরে, আরে, করছ কী!' বলল রানা। 'অ্যাকসিডেন্ট হবে তো!'

ওর ঠোঁটে গাঢ় একটা চুমো দিল জেনি। ফিসফিসিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা।'

'স্রেফ একটা চুমো?' কপট অভিমানের সুরে বলল রানা।

'আমি আরও অনেক বেশি কিছু আশা করেছিলাম।'

'পাবে,' হেসে বলল জেনি। 'ল্যাণ্ড করার পর।'

রানার বুকে কাঁপন তুলে ককপিট থেকে বেরিয়ে গেল ও।

ছাব্বিশ

ট্রান্স-প্যাসিফিক হেডকোয়ার্টারের কনফারেন্স রুমে আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। এইমাত্র পাওয়া গেছে সুসংবাদটা—টেরোরিস্টদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে ফ্লাইট সিক্স-নাইন-ফোর। যাত্রীরা সবাই নিরাপদ এবং সুস্থ। কামরায় সমবেত কর্মকর্তা আর স্টাফরা হুল্লোড় করছে, জড়িয়ে ধরছে পরস্পরকে। একটু পর শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হলো আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য।

জেসন কালেনের দিকে এগিয়ে গেলেন অ্যাডিসন কোল আর অ্যালান ব্র্যাডফোর্ড।

'কনগ্রাচুলেশন্স, জেসন!' বললেন কোল। 'তোমার বন্ধু মাসুদ রানা একেবারে কামাল করে দিয়েছে!'

'হ্যাঁ,' ব্র্যাডফোর্ড সুর মেলালেন। 'উই আর ইম্প্রেসড্।'

'আমি আগেই বলেছিলাম,' জেসন বলল, 'রানার উপর নিশ্চিন্তে আস্থা রাখতে পারেন।'

'এই ঘটনাকে কীভাবে কোম্পানির জন্য ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা যায়, তা নিয়ে এখন ভাবছি আমরা,' বললেন কোল। 'একটা প্রেস কনফারেন্স ডাকলে কেমন হয়? সবাইকে জানাব, আমাদের অ্যান্টি-টেরোরিজম প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে মি. রানা উপস্থিত ছিলেন ফ্লাইট সিক্স-নাইন-ফোরে।'

'আর হ্যাঁ, ঘোষণাটা তুমিই দিতে পারো,' যোগ করলেন ব্র্যাডফোর্ড। 'আফটার অল, রানাকে এই প্রোগ্রামে আনার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তোমার।'

চেহারায় মেঘ জমল জেসনের। কোল আর ব্র্যাডফোর্ড গিরগিটির মত রঙ বদলাচ্ছে... নির্লজ্জভাবে। ওকেও ভেড়াতে চাইছে নিজেদের দলে। বিবমীষা অনুভব করল ও।

'দুঃখিত, স্যর,' জেসন বলল, 'আমার মনে হয় না কাজটা আপনারা করতে পারবেন।'

'কেন? করতে পারব না কেন?'

'রানাকে আমি খুব ভাল করে চিনি। হিপোক্রিটদের হয়ে কাজ করতে পছন্দ করে না ও; পছন্দ করে না মিথ্যে প্রচারণাও। নিশ্চিত থাকুন, ট্রান্স-প্যাসিফিকের অফারটা ফিরিয়ে দেবে ও... এবং সেটা আজই।'

'কী!' গর্জে উঠলেন ব্র্যাডফোর্ড। 'কাকে হিপোক্রিট বলছ তুমি?'

'আপনাদেরকে,' শান্ত কণ্ঠে বলল জেসন। 'নিজেদের আসল রূপ দেখিয়ে দিয়েছেন আপনারা—যখন সাহায্য প্রয়োজন হয়েছিল রানার, তখন পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছেন। চেষ্টা করেছেন ওকে জেলে ঢোকাতে। হুমকি দিয়েছেন মামলা ঠোকার। অথচ এখন চেষ্টা করছেন ওরই সাফল্যের ফায়দা লুটবার। হিপোক্রিসি

নয় এসব? তা হলে কী?'

'মুখ সামলে কথা বলো, জেসন,' থমথমে গলায় বললেন কোল। 'নইলে...'

'নইলে কী করবেন?' বলল জেসন। 'চাকরি খাবেন? আই ডোন্ট কেয়ার আ ফিগ, মি. কোল। অযোগ্য লোক নই আমি, আরেকটা কাজ খুঁজে নিতে কষ্ট হবে না। সেটাই করব। সত্যি বলতে কী, আমি নিজেও হিপোক্রিটদের আণ্ডারে কাজ করতে পছন্দ করি না। কাজেই এই মুহূর্তে রিজাইন করছি আমি। গুড বাই, হিপোক্রিটস্।'

উল্টো ঘুরে কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে গেল ও। পিছনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন কোল আর ব্র্যাডফোর্ড।

ইঞ্জিনের গর্জন আর রানওয়েতে টায়ার ঘর্ষণের তীব্র আওয়াজ নিয়ে ল্যাণ্ড করল জাম্বো জেট। বিমানটা থামতেই রানওয়েতে বেরিয়ে এল সব ধরনের ইমার্জেন্সি ভেহিকল, সাইরেন বাজাতে বাজাতে ছুটল ওটার দিকে।

এরিক একটু দেরিতে পৌঁছুল। গুলি লাগা কাঁধের পরিচর্যা চলছিল ওর। বিমানের পাশে ওর গাড়ি যখন থামল, তখন যাত্রীদেরকে সরিয়ে নিয়ে গেছে ইমার্জেন্সি ক্রু-রা। এরিক পৌঁছুতেই ফিয়োনাকে হাতকড়া পরিয়ে নামিয়ে আনল এফবিআই এজেন্টরা।

সবার শেষে নামল রানা আর জেনি। হাত ধরাধরি করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল ওরা, পা রাখল রানওয়েতে। ওদের দিকে হাসিমুখে এগিয়ে গেল এরিক।

'ওয়েলকাম ব্যাক,' বলল ও। সপ্রশংস দৃষ্টিতে জেনির দিকে

তাকাল।

এরিকের স্লিঙে ঝোলানো হাতের দিকে ইশারা করল রানা। 'ইনজুরিটা সিরিয়াস কিছু নয় তো?'

'উঁহুঁ। খুব শীঘ্রি ঠিক হয়ে যাবে,' এরিক বলল।

'ভাল। তা হলে একটা লিফট দিতে পারবে আমাদেরকে?'

'নিশ্চয়ই। কোথায় যাবেন?'

'ফেয়ারগ্রাউণ্ডে।'

'ফেয়ারগ্রাউণ্ডে!' একটু অবাক হলো এরিক। 'কেন?'

'ওখানে দুনিয়ার সবচেয়ে দামি পাইটা তিনশো ডলার দিয়ে কিনে একটা বাচ্চা মেয়ের কাছে রেখে এসেছি,' বলল রানা। 'চলো, তুমিও আমন্ত্রিত। স্বাদটা পরখ করে দেখা দরকার। তা ছাড়া খিদেও পেয়েছে খুব।'

হাসিমুখে গাড়ির দিকে পা বাড়াল ওরা তিনজন।

***

বাংলাপিডিএফ.নেট ১৫.০৫.১২ ইং তারিখ থেকে বইয়ের মাঝে সকল প্রকার ওয়াটারমার্ক প্রয়োগ বন্ধ করেছে। যাতে করে পাঠকদের বই পড়তে আরকোন সমস্যা না হয়। কিন্তু এতে করে আমাদের প্রচারে বাধা আসবে। তাই সকল পাঠকদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আপনার পরিচিতদের সাথে শেয়ার করলে আমাদের এই ওয়েবসাইটটি হয়ত আরো অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

বাংলাপিডিএফ.নেট

যেই বই চোরারা আমাদের বই চুরি করে নিজেদের নামে চালিয়ে দিচ্ছে তাদের আসল বাবা অথবা মা কে, তারা মনে হয় সেটা জানে না। অর্থাৎ তাদেরকে বলা হয় জা** । এরা চাইলে নিজের মা কেও বিক্রি করে দিতে পারে যে কোন সময়। তাদেরকে বলি এই চুরি বন্ধ কর। নাহলে লোকে তোদের সাথে তোদের বাবা মাকেও গালি দিবে। জানি এই কথা তোরা কানে নিবি না, কিন্তু তাহলে নিজেকে সত্যিকারের জা** হিসাবে প্রমাণ করবি।